ইসরায়েলকে কঠোর মূল্য দিতে হবে: এরদোগান

সারে-জমিন

প্রতিবাদের জেরে হামলার শিকার অধ্যাপক রবিউল

রূপসী বাংলা

জাতিসংঘের মৃত্যু

সম্পাদকীয়

মির্জা গালিব

রবি-আসর

৬ বলে ৬ ছক্কা মেরে যুবরাজ-পোলার্ডকে স্পর্শ নেপালের দীপেন্দ্র

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবিবার
১৪ এপ্রিল, ২০২৪
১ বৈশাখ ১৪৩১
৪ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 101 ■ Daily APONZONE ■ 14 April 2024 ■ Sunday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 10 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

দেশে সর্বধর্মের সহাবস্থান চান বেশির ভাগ মানুষ: সমীক্ষা

আপনজন ডেস্ক: ভারতের ৭৯ শতাংশ মানুষ মনে করেন, শুধু হিন্দু নয়, এখানে সব ধর্ম সমান। মাত্র ১১ শতাংশ মানুষ বলেছেন, ভারত শুধু হিন্দুদের।
বৃহস্পতিবার ভারতের সেন্টার ফর দ্য স্টাডি অব ডেভেলপিং সোসাইটি বা সিএসডিএস-লোকনীতি জরিপে এই চিত্র উঠে এসেছে। জরিপে আরও বলা হয়েছে, বেশির ভাগ শহুরে মানুষ (প্রায় ৮৫ শতাংশ) ধর্মীয় বহুত্ববাদে বিশ্বাস করেন। শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে এই বিশ্বাস সবচেয়ে বেশি (৮৩ শতাংশ)। অপর দিকে শিক্ষিত নন এমন ৭২ শতাংশ মানুষও ধর্মীয় বহুত্ববাদে বিশ্বাস করেন। অপর দিকে সমীক্ষায় অংশ নেওয়া মাত্র ৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, রামমন্দির তাঁদের সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়।
বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের এই পদক্ষেপকে ২২ শতাংশ মানুষ বেশি পছন্দ করেছেন। ৪৮ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, অযোধ্যায় রামমন্দির নির্মাণ হিন্দু পরিচয়কে সুসংহত করবে।
বিশেষ করে ধনী এবং উচ্চবর্ণের (৫৮-৫৯ শতাংশ) মানুষ এটির পক্ষে। ভারতের নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থা উদ্বেগজনক হারে কমে গেছে বলে সিএসডিএসের সমীক্ষায় উঠে এসেছে। প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ মনে করেন ইলেকট্রনিক ভোটিং ব্যবহার করে ক্ষমতাসীন দল নির্বাচনে কারচুপি করতে পারে।

রাজনীতির পরশেই ঈদের ময়দানে মমতার সুরক্ষা বার্তা

আপনজন ডেস্ক: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সম্পর্কে রাজ্যের জনগণকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগ তুলেছিলেন। তার একদিন পরে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঈদেরর অনুষ্ঠানে রাজ্যে সিএএ, এনআরসি এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোডের বিরোধিতা পুনর্ব্যক্ত করলেন।
বৃহস্পতিবার কলকাতার রেড রোডে বিশাল ঈদের জামাতের ভাষণে তিনি বলেন, আমরা নাগরিকত্ব (সংশোধন) আইন, জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক এবং ইউনিফর্ম সিভিল কোড মানব না। এগুলোর কোনো জোরপূর্বক বাস্তবায়ন আমরা মেনে নেব না। আমি মানুষকে ঘৃণা করতে জানি না। আমি বিদ্বেষমূলক বক্তব্য দিই না। আমি চাই সবাই ভাইয়ের মতো শান্তিতে থাকুক, সম্প্রীতিতে থাকুক। আমরা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে বেঁচে থাকি তাহলে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। এই ঐক্য কেউ ভাঙতে দেবেন না।
তিনি নির্বাচনের সময় "কিছু লোক দাঙ্গা করার চেষ্টা করবে" বলে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান এবং উপস্থিত লোকদের "এই ষড়যন্ত্রের শিকার না হওয়ার" আহ্বান জানান।
মমতা মুসলিমদের অভয় দিয়ে বলেন, আমি যতদিন বেঁচে আছি কেউ তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। আমি তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব। আমি আপনাদের কাছ থেকে শিখেছি কীভাবে মৃত্যুকে ভয় না করতে হয়। তিনি বলেন, নির্বাচনের সময় কিছু লোক এজেন্সির নামে মানুষকে ভয় দেখাতে চায়। তাদের পরে সিবিআই, ইডি, আয়কর এবং এনআইএ হানা দেয়। আমি ওদের বলব জেলখানা করে দাও, আর সবাইকে জেলে ঢোকাও। কিন্তু ১৩০ কোটির পুরো জনসংখ্যাকে কি জেলে ঢোকাতে পারবেন? আমি দেশের জন্য রক্ত দিতে প্রস্তুত, কিন্তু এই নির্যাতন চলতে দিতে রাজি নই।
মমতা আরও অভিযোগ করেন, ভোটের মরসুমে কয়েকজন মুসলিম নেতার কাছে প্রস্তাব নিয়ে ফোন আসে। তিনি বলেন, আজকে এই নির্বাচনের সময় আপনারা নির্বাচিত মুসলিম জনগণকে বাছাই করছেন এবং ফোন করে জানতে চাইছেন তারা কী চান। কারও নাম না করে তিনি বলেন, আমি আপনাদের বলছি, তারা কিছু চায় না।
পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শান্তিতে বসবাস করে কারণ এখানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব রয়েছে। মনে রাখবেন, আপনার সততা বাংলার মানুষকে শান্তিতে থাকতে সাহায্য করেছে। শান্তিতে বাস করুন ও আপনাদের নিরাপত্তার বিষয়টি দেখা আমার দায়িত্ব।

তৃণমূলের কি দোষ যে উত্তরবঙ্গের মানুষজন বিমুখ, প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিবেদক ● জলপাইগুড়ি

আপনজন: কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি এই তিন আসনে ১৯ এপ্রিল লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট। এসব কেন্দ্রে গতবার বিজেপিকে মানুষ কেন ভোট দিয়েছিলেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার জলপাইগুড়ি লোকসভা কেন্দ্রের ডাবগ্রামে এক নির্বাচনী প্রচারে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, তৃণমূলের কী দোষ ছিল? উত্তরবঙ্গে বিজেপি সব আসন পেল কেন? তাঁর ভাষণের পুরোটা জুড়েই প্রশ্নটি ঘুরপাক খাচ্ছিল যখন তিনি তাঁর সরকারের সুবিধাভোগী প্রকল্পের কথা তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে বিজেপি কংগ্রেস ও বামপন্থীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন।
বিশেষ করে বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার প্রশ্ন, কেন জঙ্গলমহলের সব আসনে বিজেপি জিতল? ২০১৯ সালে, উত্তরবঙ্গ থেকে রাজ্যের দূরতম কোণের কোচবিহার থেকে মালদহ পর্যন্ত বিস্তৃত সাতটি আসন বিজেপিকে রাজ্যে ১৮ টি আসনে নিয়ে যেতে সহায়তা করেছিল, বাকি ১১টি দক্ষিণবঙ্গ থেকে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী যখন প্রথমবার ক্ষমতায় আসেন, তখন গেরুয়া শিবির বাংলায় দুটি আসন জিতেছিল। লোকসভায় ৪০০ আসনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাংলায় ৪২ টি আসনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে উঠে পড়ে লেগেছে বিজেপি। তাঁর বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, মুখ্যমন্ত্রীর মূল অভিযোগ, গত সাধারণ নির্বাচনে তৃণমূল সরকার সমাজের বৃহত্তর অংশে সুবিধাভোগী শ্রেণি তৈরির উপর জোর দেওয়া সত্ত্বেও কেন বিজেপি

সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিল। যদিও রাজ্যে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।
বিদানসভা নির্বাচনে যদিও তৃণমূল উত্তরবঙ্গে কিছুটা হারানো জমি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় যেখানে প্রথম তিন দফায় আটটি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
তৃণমূল যে ২১৫টি আসনে জিতেছিল, তার মধ্যে তাদের ভোট প্রাপ্তি ছিল ৪৮.০২ শতাংশ। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রায় ৪০ শতাংশ ভোট পাওয়া বিজেপি মাত্র ৭৭টি আসন পেয়েছিল এবং ভোট প্রাপ্তি কমে ৩৭.৯৭ শতাংশে নেমে এসেছিল।
মমতা বলেন, ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে আমি এখানে এসেছিলাম, কিন্তু গৌতম (উত্তরবঙ্গের প্রাক্তন উন্নয়ন মন্ত্রী দেব) ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি থেকে হেরে যান। তৃণমূলের কী অপরাধ ছিল যে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির মানুষ, উত্তরবঙ্গের মানুষ আমাদের ভোট দেয়নি? ফের প্রশ্ন তুললেন মমতা। আমি কি যথেষ্ট হিন্দু নই? আমি কি জলপেশ মন্দিরের জন্য ৫ কোটি টাকা দিইনি? আমি কি দুর্গাপুজো, কালীপুজো করি না? আমি কি ঈদ উৎসবে অংশ নেব না? আমি কি সব সম্প্রদায়ের উৎসবে অংশগ্রহণ করি না? ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের হার হয়তো কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৭ হাজার ভোটে পরাজিত হয়েছিলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা বর্তমান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। শুধু বিধানসভা নির্বাচনে নয়, গত লোকসভা নির্বাচনেও উত্তরবঙ্গের আটটি আসনের মধ্যে সাতটি আসনেই জয় পেয়েছিল বিজেপি।
তবে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা থেকে দু-দু'বার জয়ী হয়েছিলেন গৌতম দেব। কিন্তু একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির শিখা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তিনি পরাজিত হয়েছিলেন ২৭ হাজার ভোটে। ৫২ বছর আগে শেষবার বাংলায় কংগ্রেসের ভোট প্রাপ্তি ছিল ৪৯.০৮ শতাংশ। ২০০৬ সালে শেষ বামফ্রন্ট সরকারের সময় তাদের সম্মিলিত ভোটের হার ছিল প্রায় ৫০ শতাংশ, যেখানে সিপিএমের ৩৭.১ শতাংশ। ২০২১ সালে কংগ্রেসের ভোট ছিল ২.৯৩ শতাংশ ও সিপিএমের ৪.৭৩ শতাংশ।

অসমে বাঙালি হিন্দুদের নাগরিকত্বের জন্য মিথ্যা বলতে বাধ্য করা হচ্ছে: গগৈ

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সাংসদ গৌরব গগৈ অভিযোগ করেছেন যে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার আসামের প্রকৃত বাঙালি হিন্দুদের সিএএ-র অধীনে নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য তাদের উৎস সম্পর্কে মিথ্যা বলতে বাধ্য করছে। তাই তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন এই 'বিভাজন ও শাসন' নীতি রাজ্যে মণিপুরের মতো পরিস্থিতি তৈরি করবে।
পিটিআইকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে লোকসভায় কংগ্রেসের উপনেতা গৌরব গগৈ নাগরিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ প্রয়োগ নিয়ে কেন্দ্রের সমালোচনা করেছেন এবং দাবি করেছেন যে এটি এনআরসি থেকে বাদ পড়া লোকদের ভারতীয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্য 'মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে' বাধ্য করছে।
তিনি দাবি করেন, সিএএ মূলত আসামে জন্মগ্রহণকারী বাঙালি হিন্দুদের সুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে, যাদের কোনও কারণে জাতীয় নাগরিক নিবন্ধক (এনআরসি) এ নাম ছিল না। গগৈ বলেন, এখন আসামে জন্মগ্রহণকারী এই বাংলাভাষী নাগরিকদের সরকারের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে তারা বাংলাদেশ থেকে আসা শরণার্থী। এটা লজ্জার বিষয় এবং এটা তাদের মর্যাদায় আঘাত করেছে।
তিনি অভিযোগ করেন, সরকার বাংলাভাষীদের মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ও এখন অসমে বাঙালি ও অসমিয়া ভাষীদের মধ্যে বিভেদ তৈরি করছে।
গগৈ হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই ঘটনা আমাদের মনে করিয়ে দেয় কীভাবে তারা মণিপুরে দুটি জাতি তৈরি করেছিল এবং এই ধরনের বিভাজন ও শাসনের রাজনীতির

কারণে কীভাবে একই রকম কিছু ঘটতে পারে। উল্লেখ্য, চূড়ান্ত এনআরসি ৩১ আগস্ট, ২০১৯ এ প্রকাশিত হয়েছিল এবং ১৯ লক্ষেরও বেশি লোককে বাদ দেওয়া হয়েছিল।
গগৈ বলেন, আমি মনে করি সরকার মূলত এই লোকদের তাদের উৎস এবং ঐতিহ্য সম্পর্কে মিথ্যা বলতে বাধ্য করছে, যা তাদের এবং তাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বিভেদের বোধ তৈরি করবে। সমাজে তাদের (বাংলাভাষী হিন্দুদের) খ্যাতি বিজেপি সরকার ছিন্নভিন্ন করেছে। আমি মনে করি এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক। আমরা একটি প্রকৃত এবং ত্রুটিমুক্ত এনআরসি চেয়েছিলাম। বাদ পড়া সমস্ত বাংলাভাষী, যাঁরা প্রকৃত ভারতীয় নাগরিক, তাঁদের এনআরসি-তে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত ছিল। যদি কারও নাম এনআরসিতে বেআইনিভাবে স্থান পেয়ে থাকে, তাহলে তাদের চিহ্নিত করে আইনি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।
চূড়ান্ত এনআরসি প্রকাশের পর কর্তৃপক্ষের কারও নাম বাদ দেওয়ার কারণ উল্লেখ করে 'রিজেকশন স্লিপ' দেওয়ার কথা থাকলেও তা এখনও জারি করা হয়নি। গগৈ বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে চিন ও রাশিয়ার মতো কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রের সাথে তুলনা করেছেন।

রাজ্যে নতুন আটটি মেডিকেল কলেজের অনুমোদনের খবর ভুয়ো: এনএমসি

আপনজন ডেস্ক: গত ১৪ মার্চ ডাক্তারি পঠনপাঠন এবং চিকিৎসকদের শীর্ষ নিয়ন্ত্রক সংস্থা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি) সূত্রে বলা হয়েছিল এনএমসিতে দেশের আরও ১১২ টি নতুন মেডিক্যাল কলেজ চালুর জন্য আবেদন জমা পড়েছে। এই ১১২ টি আবেদনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আটটি আবেদন করা হয়েছে। সেগুলি হল—পুরুলিয়ার ভারত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, খড়গপুরের ডাঃ বি সি রায় মাল্টি স্পেশালিটি মেডিক্যাল রিসার্চ সেন্টার (আইআইটি খড়গপুর), অশোকনগরের এমআর ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল, পূর্ব বর্ধমানের ইস্ট ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড রিসার্চ, নিউটাউনের পিকেজি মেডিক্যাল কলেজ, রানাঘাটের মন্দাকিনী ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল, কৃষ্ণনগরের ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেড এবং রঘুনাথগঞ্জের জাকির হোসেন মেডিক্যাল কলেজ এবং রিসার্চ ইনস্টিটিউট। সেই সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হয়েছিল, '২৪-২৫ সেশনে এই আটটি নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদন মিলেছে। কিন্তু এনএমসি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়ে দিয়েছে, দেশে ২০২৪-২৫ সেশনে নতুন মেডিকেল কলেজের অনুমোদনের খবরটি ভুয়ো। কমিশনের তরফে বলা হয়েছে, প্রকৃত তথ্য কেবলমাত্র এনএমসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। তাই ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশন (এনএমসি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং বিভিন্ন মেডিকেল কোর্সে স্নাতক (ইউজি) এবং স্নাতকোত্তর (পিজি) আসন বরাদ্দ সম্পর্কিত ভুয়ো খবর প্রচারের বিষয়ে একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এনএমসি কর্তৃক প্রকাশিত একটি সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সম্প্রতি দেখা গেছে যে প্রিন্ট / বৈদ্যুতিন মিডিয়ায় নতুন মেডিকেল কলেজ স্থাপন এবং বিভিন্ন মেডিকেল কোর্সে ইউজি/পিজি আসন প্রদান সম্পর্কিত কিছু ভুয়ো খবর রয়েছে। আরও লক্ষ্য করা গেছে যে এই জাতীয় সংবাদের 'শিরোনাম' বিভ্রান্তিকর বা এতে থাকা 'বিষয়বস্তু' ভিত্তিহীন।

National Medical Commission
Medical Assessment & Rating Board (MARB)
PUBLIC NOTICE
Signed by
Arun Kumar Singh
Date: 10-04-2024 17:16:27

ইসলামিক ভাবাদর্শের মধ্যে আপনার সন্তানকে আধুনিক শিক্ষায় সমাজের যোগ্য ও আদর্শ মানুষ রূপে গড়ে তোলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

ILMA ENGLISH MEDIUM SCHOOL
Uttar Khodar Bazar, Baruipur, Kol- 144

ভর্তি চলিতেছে Class Nursery to XII (Proposed)

আমাদের বৈশিষ্ট্য
- CBSE Curriculum
- অভিজ্ঞ শিক্ষক শিক্ষিকা মণ্ডলী।
- ইসলামিক বুনিয়াদি শিক্ষা
- বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা।
- শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ক্লাস রুম।
- International পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীদের অসাধারণ ফলাফল।
- প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক ভাবে মানোন্নয়ন।
- ক্লাস 5 থেকে NEET / JEE FOUNDATION COURSE
- Spoken Arabic Course।
- Co-Curriculum Activities
- ক্লাস 5 থেকে ছাত্রীদের সম্পূর্ণ পৃথক ক্লাস রুম

অন্যান্য স্কুলের থেকে তুলনামূলক অনেক কম খরচে আপনার সন্তানকে দেশের আদর্শবান নাগরিক হিসাবে গড়ে তুলুন।

Helpline
9231510342
8585024724
8910301695

In strategic alliance with
MS Education Academy
HYDERABAD

Website : www.ilmaschool.in / Email : ilmaschoolbaruipur@gmail.com

R
Since 2011

নামী, তবে দামি নয়

নিকটবর্তী ফার্নিচার দোকানে আজই খোঁজ করুন

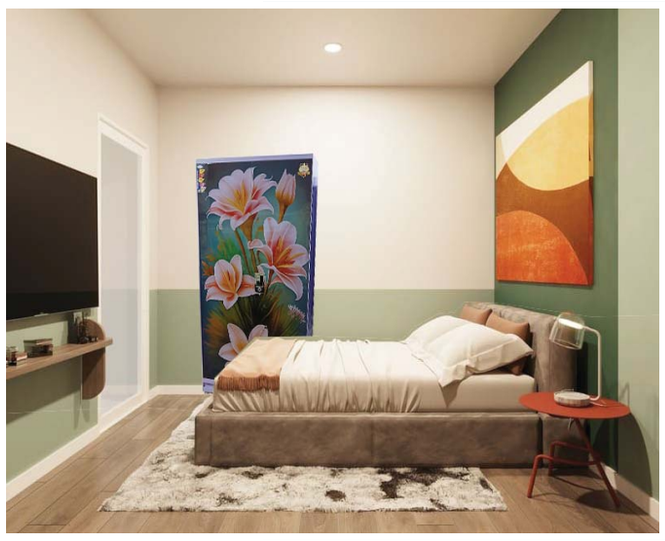

প্রিমিয়ার কোয়ালিটি
পাউডার কোটেড

স্টীল আলমারি | স্টীল শোকেশ

RIMEX
We Make Furniture For Needs

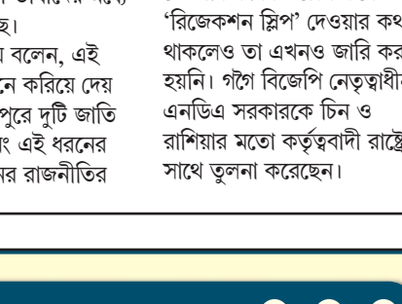

ডিলারশিপের জন্য যোগাযোগ করুন
৯৭৩২৮৮০১১০
rimexsteelandironofficial@gmail.com

প্রথম নজর

চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু জওয়ানের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: ঈদ উপলক্ষ্যে বাড়ি ফেরার পথে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মৃত্যু হল এনডিআরএফ জওয়ানের।শুক্রবার নমাজ শেষে গান স্যালুট দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো হয় জওয়ানকে।এদিন দুপুরে ওই জওয়ানের মৃতদেহ কবরস্থ করা হয়।গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোকের ছায়া নেমে এসেছে রতুয়া-১ ব্লকের কাহালা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। মৃত জওয়ানের নাম মোহম্মদ এক্তিয়ার এলাহি (৩৩)।বাড়ি কাহালা গ্রাম পঞ্চায়েতের হরোগোবিন্দপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে,২০১১ সালে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন এক্তিয়ার।বিএসএফে কাজ করার পর ২০২৩ সালে ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্সে যোগ দেন তিনি। বর্তমানে তিনি দক্ষিণ ২৪ পরগণার হরিণঘাটায় কর্মরত ছিলেন। পরিবারের সঙ্গে ঈদ পালন করতে মঙ্গলবার রাতে কাঁচড়াপাড়া থেকে শিয়ালদার উদ্দেশ্যে লোকাল ট্রেনে রওনা দেন।রাতের ট্রেন ধরে তাঁদের মালদা আসার কথা। কিন্তু বিধাননগর পেরিয়ে ট্রেন যখন কাঁকুড়গাছির কাছে আসে, ঠিক তখনই ভারসাম্য হারিয়ে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যান এক্তিয়ার। বৃহস্পতিবার চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় তাঁর। এক্তিয়ারের স্ত্রী আরমিনা জানান, বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে ঈদ পালন করতে শিয়ালদা থেকে ট্রেন ধরার ছিল। কাঁচরাপাড়া থেকে লোকাল ট্রেন ধরে স্টেশনের দিকে যাচ্ছিল। কাঁকুড়গাছির কাছে ট্রেন পৌঁছতেই থুতু ফেলতে দরজার দিকে যান স্বামী। সেই সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান তিনি। তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় স্বামীকে। প্রায় ৩৬ ঘণ্টা পর স্বামীর মৃত্যুর হয়। স্বামীর দপ্তর থেকে সমস্তরকম সহায়তা করা হয়েছে। ইতিমধ্যে দপ্তরের তরফে ১ লক্ষ টাকার চেক ও দেহ সৎকারের জন্য ৮ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত স্ত্রী, জখম স্বামী সহ তিন

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল এক মহিলার ,আহত আরো তিনজন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার মুর্শিদাবাদের জলঙ্গি থানার দাঁড়পাড়া এলাকায়। মৃত মহিলার নাম সুমিতা (১৯) এবং আহতরা হলেন যথা নাজিমুদ্দিন সেখ(২৮), সুমিতা এবং নাজিমুদ্দিন দুজনেই স্বামী-স্ত্রী, তাদের বাড়ি ডোমকল থানার আমিনাবাদ এলাকায়। রাজীব মন্ডল (১৮) ও মেহেবুব মন্ডল (১৮), এদের দুজনের বাড়িও ডোমকলের বাবলাবোনা এলাকায়। নাজিমুদ্দিন এবং সুমিতা তারা দুজনেই বাইকে করে জলঙ্গি থেকে ডোমকলের দিকে আসছিলেন, উল্টো দিক থেকে মেহেবুব ও রাজিব তারা দুজনেই বাইকের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নাজিমুদ্দিনের বাইকে সরাসরি ধাক্কা মারে, ঘটনাই ছিটকে পড়ে যায় দুই মোটর সাইকেলে থাকা চারজনই, স্থানীয়রা তড়িঘড়ি উদ্ধার করে প্রথমে সাদিখান দেয়ার গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ডোমকল মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে কর্তব্যরত চিকিৎসক সুমিতাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন এবং তার স্বামী নাজিমুদ্দিনের অবস্থার অবনতি ঘটলে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

সাইকেল চালিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শনে জেলাশাসক

আরবাজ মোল্লা ● নদিয়া

আপনজন: ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ভোট কেন্দ্রে সাইকেল চালিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিদর্শন করলেন নদিয়া জেলার জেলাশাসক। শুক্রবার চাপড়া ব্লকের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হুদাপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ গ্রাম পরিদর্শন করলেন জেলাশাসক এস অরুণ প্রসাদ।সাইকেল চালিয়ে তিনি প্রথমে আসেন স্কুল পরিদর্শনে তারপর সাধারন মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।পাশাপাশি এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেন ভোট সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে। এই এলাকায় ভোট কেমন হয় শান্তিপূর্ণভাবে তা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে জানলেন।পাশাপাশি সীমান্ত লগ্ন গ্রাম হুদাপাড়া বর্ডার এলাকার বিভিন্ন সমস্যার কথাও তিনি শোনেন।এবং এই সমস্যাগুলো ইলেকশনের পর তিনি দেখবেন বলে জানিয়েছেন জেলাশাসকের সঙ্গে এসডিও চাপড়া ব্লকের বিভিন্ন আধিকারিক ও উপস্থিত ছিলেন। গ্রামের বিভিন্ন পাড়ায় পায়ে হেঁটে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বললেন জেলাশাসক এবং তাদের অভাব অভিযোগ শুনলেন। সাধারণ এলাকার মানুষ খুশি জেলাশাসক আসায়। জেলাশাসক আসায় সাধারণ মানুষ প্রচুর ভিড় জমান।

তাদের সাথেও গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্ভীকভাবে ভোটদানের নানান কথাবার্তা আলোচনা করেন অন্যদিকে ভোটকেন্দ্রে উপযুক্ত বিভিন্ন পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন জেলা প্রশাসন। সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে জানতে চান শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়।হুদাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মহ: রফিকুল ইসলাম বলেন, শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হয় কিন্তু আমাদের সমস্যা হচ্ছে সীমান্তের রক্ষী বাহিনীদের তারা ঠিকঠাক গ্রামে আমাদের আত্মীয়-স্বজনকে ঢুকতে দেয় না দীর্ঘক্ষণ তাদেরকে বসিয়ে রাখা হয়। সহ বিভিন্ন অভিযোগ জানালেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীদের বিরুদ্ধে। গ্রামে জেলাশাসক আশায় খুশি সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দারা।

বাঘের আক্রমণের মুখ থেকে প্রাণে বাঁচলেন সুন্দরবনের এক মউল

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● কুলতলি

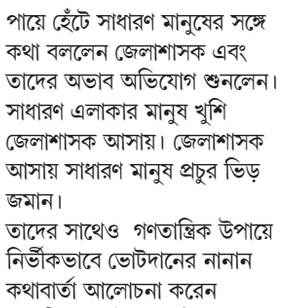

আপনজন: বছরের শেষে মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে ফিরলেন সুন্দরবনের এক মউলে। গত বুধবার সুন্দরবনের মৈপীঠ উপকূল থানার গুড়গুড়িয়া ভুবনেশ্বরী গ্রাম পঞ্চায়েতের পয়লা ঘেরি গ্রামের তপন খাঁড়া নামে এক মউলে জয়দেব খাঁড়া,গনেশ খাঁড়া, গুরুপদ খাঁড়া ও বাসুদেব মন্ডলকে সাথে নিয়ে সুন্দরবনের আজম মালীর জঙ্গলে যায় মধু সংগ্রহ করতে।আর শনিবার সকালে জঙ্গলে মধু সংগ্রহের সময় পিছন থেকে আচমকা একটি বাঘ তপনের ঘাড়ের ওপর পড়ে তাকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে যেতে চাইলে তাঁর সাথে থাকা সঙ্গীরা বাঘের সাথে লড়াই করে বাঘের মুখ থেকে তপন খাঁড়া(৫৯)কে জীবিত অবস্থায়ই ফিরিয়ে আনে।বাঘটি আচমকা আক্রমনের ভয়ে মুখের খাবার ফেলে পালিয়ে যায়। আর এদিকে গুরুতর আহত তপনকে নিয়ে এসে প্রথমে জয়নগর কুলতলি গ্রামীন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।সেখানে অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানাতরিত করা হয়। বন দফতর ও আহতের পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ২৮ শে মার্চ বন দফতরের রায়দীঘি রেঞ্জের কুলতলির নলগোড়া বিট অফিস থেকে মহুল পাশ নিয়েছিল তপন সহ একাধিক মউলেরা। আর সেই পাশ নিয়েই গত বুধবার তাঁরা জঙ্গলে যায় মধু সংগ্রহ করতে।আর তাঁর পরেই এই দূর্ঘটনা ঘটে গেল। একটি পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ বছর জানুয়ারি থেকে এখনো পর্যন্ত সুন্দরবনে বাঘের আক্রমনে মৃত্যু ঘটেছে চারজন মৎস্যজীবির। সুন্দরবনের বাঘের আক্রমণে ক্ষতিগ্রস্থদের পাশে থেকে দীর্ঘ দিন ধরে লড়াই করে চলেছে মানবাধিকার সংগঠন এপিডিআর। আর সেই সংগঠনের দক্ষিন ২৪ পরগনা জেলার সহ সম্পাদক মিঠুন মন্ডল এদিন বলেন, সুন্দরবনে বাঘের সাথে লড়াই করে জীবন জীবিকা চালিয়ে যাচ্ছে সুন্দরবনের বহু গরীব মানুষ। বিকল্প কর্মসংস্থান না থাকায় আজ জীবন হাতে নিয়ে তাঁরা জঙ্গলে যাচ্ছে। আর ক্রমাগত ক্ষতির মুখে পড়ছে। সরকারি মহুল পাশ নিয়ে জঙ্গলে গিয়েছিল তপন খাঁড়া সহ চার জন মউলে। তাই অবিলম্বে সরকারের মউলের পাশে এসে দাঁড়ানো উচিত।

আত্রেয়ী নদীতে দেহ উদ্ধার

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

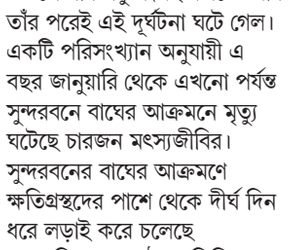

আপনজন: আত্রেয়ী নদীতে তলিয়ে যাওয়া যুবকের দেহ উদ্ধার। শনিবার ডুবুরিরা কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় উদ্ধার করেন মৃতদেহ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম তন্ময় ঘোষ (২৫)। তাঁর বাড়ি বালুরঘাট শহরের রঘুনাথপুর এলাকায়। শুক্রবার সন্ধ্যায় বালুরঘাট ব্লকের ডাংগা গ্রাম পঞ্চায়েতের কালিকাপুর এলাকায় বাঁশের সাঁকো থেকে নদীতে ঝাঁপ দেয় তন্ময়। এর পর দীর্ঘক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলেও তাঁর কোন খোঁজ মেলেনি। তাঁর সাথে একটি মেয়েকেও দেখা গিয়েছিল বলেই প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান। অবশেষে শনিবার রায়গঞ্জ থেকে ডুবুরিরা এসে খোঁজ চালায়। কয়েক ঘন্টার প্রচেষ্টায় আত্রেয়ী নদী থেকে উদ্ধার হয় তাঁর দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বালুরঘাট থানার পুলিশ। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বালুরঘাট থানার পুলিশের তরফে।

এবিষয়ে মৃতের পরিবারের এক আত্মীয় জানান,তাকে ফোন করে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল । এরপর কোথায় কি হয়েছে সেটা তো আমরা জানি না। কিভাবে হয়েছে সেটা আমরা বুঝে উঠতে পারছি না।

অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জেরে ঈদের দিন হামলার শিকার অধ্যাপক ড.রবিউল

অধরা অভিযুক্তরা, প্রশ্ন উঠছে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে

এম মেহেদী সানি ● স্বরূপনগর

আপনজন: চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা তোলা, ব্যাংক থেকে লোন করিয়ে দেওয়ার নামে টাকা তোলা, জমি-জমার বেআইনি রেকর্ড তৈরি করে দেওয়া, একাধিক রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত তোলাবাজদের বিরুদ্ধে মজলুমের পক্ষে অন্যায়ের প্রতিবাদই কাল হলো। গত বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ঈদের সন্ধ্যায় উত্তর ২৪ পরগনার স্বরূপনগর থানার অন্তর্গত গোয়ালদহে নিজের গ্রামে এলাকার দুর্বৃত্তদের দ্বারা বর্বরোচিত আক্রমণের শিকার হলেন কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের গণিতের অধ্যাপক ড. মোঃ রবিউল ইসলাম । ঈদে কলকাতা থেকে নিজ গ্রাম গোয়ালদহ ফিরেছিলেন তিনি। সেদিনই সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট নাগাদ গোয়ালদহ বাবলা তলার একটি চায়ের দোকানে স্থানীয়দের সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় সহ নানা বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন রবিউল । অভিযোগ সেই সময় কিছু বুঝে ওঠার আগেই এলাকার পাঁচ সাতজন সশস্ত্র দুস্কৃতি অতর্কিত হামলা চালায় রবিউল ইসলামের উপর । তিনি রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন, স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে শাড়াফুল সরকারি হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করেন।

ওই ঘটনায় ৫ জনের বিরুদ্ধে স্বরূপনগর থানায় লিখিত অভিযোগ জানান রবিউল ইসলাম। অভিযোগের ভিত্তিতে একাধিক ধারায় মামলা রজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে স্বরূপনগর থানার পুলিশ। অধ্যাপক রবিউল ইসলামের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় একটি তোলাবাজ গ্রুপ মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। আর যেটার নেতৃত্ব দিচ্ছে মাঞ্জুর আলম বিল্লাহ্ নামের এক যুবক । ওদের তোলাবাজির বিরুদ্ধে আমি বরাবরই রুখে দাঁড়িয়েছি । যেটা ওরা সহজে হজম করতে না পেরে আমার উপর এভাবে হামলা চালিয়েছে। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী এখনও কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি। তবে ঘটনার দুদিন পেরিয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত কেন আসামীদের গ্রেফতার করা গেল না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। স্বরূপনগর থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রতাপ মোদক অবশ্য জানান তদন্ত চলছে, দোষীরা গ্রেপ্তার হবে।

রবিউল ইসলাম সাহেবের সুস্থতা কামনার পাশাপাশি দুষ্কৃতিদের গ্রেফতারের দাবি এবং উপযুক্ত শাস্তির দাবিতে সামাজিক গণমাধ্যমে সরব হয়েছেন বাংলার বিদ্বজ্জনেরা এবং একাধিক সামাজিক সংগঠন। সারা বাংলা সংখ্যালঘু যুব ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক মোঃ কামরুজ্জামান ফেসবুকে লেখেন, ‘অধ্যাপক রবিউল ইসলাম দুষ্কৃতীদের দ্বারা আক্রান্ত। দুষ্কৃতীকারীদের শাস্তি চাই।’ বাংলার এক প্রতিবাদী মুখ মোহাম্মদ জিম নাওয়াজ ফেসবুক ওয়ালে লিখেছেন, ‘আমার মতে, এই বাংলায় আমার দেখা বিদগ্ধ বাঙালি পণ্ডিতদের মধ্যে অবশ্যই রবিউল ইসলাম সাহেব একজন । তিনি অত্যন্ত নম্র ভদ্র শান্তশিষ্ট সুবক্তা । যে বা যারা তাঁর উপর আক্রমণ চালিয়েছে তাদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তির আবেদন জানাচ্ছি।’ জানা গিয়েছে, হতদরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান হয়েও বর্তমানে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ড. মোঃ রবিউল ইসলাম। স্থানীয়দের কথায়, শিকড়কে ভুলে যাননি রবিউল, তাই প্রায়ই আমাদের মাঝে ফিরে আসেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অধ্যাপনার পাশাপাশি গ্রামের অসহায় হতদরিদ্র মানুষের বিপদে-আপদে ছুটে আসেন তিনি। দুর্বলদের পাশে দাঁড়িয়ে এলাকার দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান রবিউল । বর্তমান সমাজে পিছিয়েপড়া মানুষের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নয়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন । সবকিছুর পাশাপাশি রবিউলের ধর্মভীরুতা এলাকার শিক্ষিতদের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ড. মোঃ রবিউল ইসলামের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে, কয়েক বছরের মধ্যেই দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে তার কয়েকশো ছাত্র-ছাত্রী। গণিতচর্চার দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইএসআই, আইএমএসসি, সিএমআই, আইআইএসই, আইআইটিগুলো থেকে ফ্রান্সের ইকোলো পলিটেকনিকে আজ তার ছাত্র-ছাত্রীদের সফল উত্তরণ ঘটেছে । তবে রবিউলের গ্রামের এবং পার্শ্ববর্তী এলাকার আর্থিক ভাবে পিছিয়ে পড়া সমাজের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার কথা মাথায় রেখে ইতিমধ্যে একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছেন রবিউল, যেখানে টাকার জন্য পড়তে না পারা মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পূর্ণ বিনা খরচে পড়াবেন তিনি। এসব কিছুর মাঝে ড. রবিউল ইসলামের ওপর অতর্কিত হামলার ঘটনায় বাংলার শান্তি, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনের নজর এড়িয়ে দুর্বৃত্তদের রমরমা নিয়ে। তবে সকলেরই দাবি অধ্যাপক রবিউল এর হামলার ঘটনায় যুক্ত থাকা সমস্ত দোষীদের অবিলম্বে শাস্তি হোক। তারই অপেক্ষায় রয়েছেন বিদ্বজ্জনরা।

১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা না পাওয়ায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে ঘিরে বিক্ষোভ

নকীব উদ্দিন গাজী ● কুলপি

আপনজন: ১০০ দিনের বকেয়াটাকা রাজ্য সরকার প্রদান করলেও তা থেকে বঞ্চিত কুল্পির করঞ্জলী গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণচন্দ্রপুর গ্রামের শতাধিক শ্রমিক। তাই নিজেদের বকেয়া টাকা পাওনার দাবিতে শুক্রবার এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যকে ঘিরে ধরে এলাকার বাসিন্দারা।

বিক্ষোভকারীদের অভিযো, ২০২০ সালে ১০০ দিনের কাজ করার পর আজ পর্যন্ত সেই কাজের টাকা তারা পাননি। এমনকি রাজ্য সরকার সম্প্রতি ১০০ দিনের শ্রমিকদের টাকা প্রদান করলেও তা থেকে বঞ্চিত রয়েছে তারা। এ নিয়ে এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন মাঝিকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন ১০০ দিনের কাজের শ্রমিকেরা।

অন্যদিকে শ্রমিকদের টাকা না পাওয়া নিয়ে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন মাঝি বলেন, বেশ কিছু সমস্যার কারণে অনেকের একাউন্টে টাকা ঢোকেনি এমনকি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের আজব দাবি একজন শ্রমিকের একাউন্টে টাকা ঢুকলে সেই টাকা ৪-৫ জন শ্রমিককে ভাগ করে দেওয়া হবে তা নিয়েই সমস্যা দাঁড়িয়েছে।

অন্যদিকে এই ঘটনায় সরব হয়েছেন বিরোধীরা।

বিজেপি ও আইএসএফের দাবি ১০০ দিনের কাজের টাকা নিয়ে দুর্নীতি করেছে তৃণমূল যে সমস্ত শ্রমিকেরা কাজ করেছে তারা টাকা পাচ্ছে না অন্যদিকে যারা কাজ করেনি তাদের একাউন্টে টাকা ঢুকছে। অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন মাঝি বলেন বিক্ষোভকারী শ্রমিকদেরকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যাতে খুব শীঘ্রই সমস্যা মিটিয়ে তাদের বকেয়া টাকা প্রদান করা যায়। তবে বিক্ষোভ কারীদের অভিযোগ রাজ্য সরকার টাকা দিলেও স্থানীয় নেতৃত্বের গাফিলতিতে সেই টাকা পাচ্ছে না তারা অবিলম্বে তাদের বকেয়া টাকা মেটাতে হবে। এ বিষয়ে কুলপির বিধানসভার বিধায়ক যোগুরঞ্জন হালদার বলেন বিষয়টা বিডিওর সঙ্গে কথা বলে সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হবে। এরকম হওয়ার কথা ছিল না কিভাবে হল কেনাই হল তা বিষয়টা তদন্ত করা হবে। দরকার পড়লে আমরা একই অভিযোগ ও দাবি জানিয়ে রাষ্ট্রপতির সাথে দেখা করবো তাকে জানাবো। ক্ষমতা থাকলে বিজেপি স্বেত পত্র প্রকাশ করুক। ২১ দিন হয়ে গেছে চ্যালেঞ্জ করেছি আমি । এখন আর এসে মোদি শাহ মনরেগা আবাস নিয়ে কোনো কথা বলছে না । অন্য সব বিজেপি শাসিত রাজ্যে দেবো বাংলায় দেবে না কারণ এখানে মানুষ বিজেপিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

নববর্ষের ক্যালেন্ডার তৈরি নিয়ে চরম ব্যস্ত এখন নিয়োগী পরিবার

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ঘর ঘর খট খট। নববর্ষের ক্যালেন্ডার তৈরি হচ্ছে দিন রাত। প্রতিদিন প্রোডাকশন প্রায় ২০০০ পিস। বাঁকুড়ার পাটপুরের নিয়োগী পরিবার নিজেদের বাড়িতে তৈরি করছেন নববর্ষের ক্যালেন্ডার। বাড়িতে ঢুকেই চোখে পড়বে ব্যস্ততা। গোটা মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে ক্যালেন্ডার। একের পর এক ক্যালেন্ডারে লাল কালি দিয়ে প্রিন্ট করে চলেছেন পরিবারের কর্তা স্বরূপ নিয়োগী। সাহায্য করছেন তাঁর মেয়ে এবং স্ত্রী। প্রায় নয় বছর ধরে এই কাজ করছে নিয়োগী পরিবার। বছরের শুরুতে এবং নববর্ষের সময় থাকে ক্যালেন্ডারের বিশেষ চাহিদা এবং সেই কারণেই এই কর্ম ব্যস্ততা ধরা পড়ল ছবিতে। কলকাতার থেকে ক্যালেন্ডার তৈরি হয়েই আসে। অর্ডার মারফত ক্যালেন্ডারে বিজ্ঞাপন প্রিন্ট করেন স্বরূপ নিয়োগী। এছাড়াও স্বরূপ নিয়োগী জানান বাংলা ক্যালেন্ডারে লক্ষী গণেশের চাহিদা বিপুল। মা-মেয়েতে সমান ভাবে কাজ করে চলেছেন। স্বামী স্বরূপ নিয়োগীর সঙ্গে প্রায় ৯ বছর এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রীতা নিয়োগী। তিনি জানান, অন্যান্য বছরের তুলনায় এই বছর রামচন্দ্র এবং রাম মন্দিরের ছবি লাগানো ক্যালেন্ডারের বিশেষ চাহিদা রয়েছে। ক্যালেন্ডার বিক্রেতা সোমনাথ মন্ডল জানালেন, অন্যান্য বছরের তুলনায় ক্যালেন্ডার কেনার ঝোঁক কমেছে মানুষের। চিরাচরিত ভাবে দেব দেবীর ছবি লাগিয়ে নীচে তারিখ ঝোলানো ক্যালেন্ডার বেশি পছন্দ করছে মানুষ। তিনি আরও জানান যে নতুনত্ব মডেল চালু হলেও সেই সবার অস্তিত্ব আর নেই। দেব দেবীতেই সন্তুষ্ট হয়েছে দিনপঞ্জির ক্রেতারা। নববর্ষ মানেই নতুন ক্যালেন্ডার। ক্যালেন্ডারে সঙ্গে জড়িয়ে আছে নস্টালজিয়া। শিশু মনে ক্যালেন্ডার শেখার ইচ্ছা থেকে শুরু করে বড় হয়ে বাড়িতে ক্যালেন্ডার নিয়ে আসা পর্যন্ত, পহেলা বৈশাখের সময় ক্যালেন্ডার এর চাহিদা বরাবরই থাকে। সেই চাহিদা পূরণের জন্যই বাঁকুড়া শহরের পাট পুরের নিয়োগী পরিবার কাজ করে চলেছেন পুরো দমে।

প্রচারে গিয়ে পান্তা ভাত খেলেন প্রার্থী

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: মালদহ জেলার মালদহ উত্তরের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জী উত্তর মালদহের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া গ্রাম গুলিতে ভোটের প্রচার করলেন। প্রসূণ বানার্জীকে হাতের কাছে পেয়ে গ্রামবাসীরা তাঁদের এলাকার রাস্তাঘাট থেকে পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে কথা বলেন,এর সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত এলাকাতে চাষ বাস সহ চলাচলের সমস্যার কথা বলেন গ্রামের লোকেরা। প্রচন্ড গরমের মধ্যে এক গ্রামবাসীর বাড়িতে মাটির বারান্দাতে বসে পেঁয়াজ লঙ্কা আলু সেদ্ধ মাছ ভাজা দিয়ে পান্তা ভাত খেলেন প্রসূন ব্যানার্জী। তিনি বলেন গরমে শরীর ঠান্ডা রাখতে পান্তা ভাত খুব উপকারী।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

শান্তিনিকেতনে বাজেয়াপ্ত হল বালুর বাড়ি

আমীরুল ইসলাম ● বোলপুর

আপনজন: রেশন বন্টন দুর্নীতি মামলায় আগেই অভিযুক্ত হয়েছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এই দুর্নীতির বিষয়ে তদন্ত শুরু করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সেই তদন্তে উঠে আসে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিভিন্ন জায়গায় বিলাসবহুল বাড়ি পাশাপাশি প্রচুর সম্পত্তির খবর। রেশন বন্টন দুর্নীতির টাকা থেকেই কি এই বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি করেছিলেন জ্যোতিপ্রিয়? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছিলেন ইডি আধিকারিকরা। তারপরই আজ সকাল নাগাদ ইডি সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বোলপুর শান্তিনিকেতন এলাকায় দোতারা বাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে জানা যায়। বর্তমানে বাড়িটি বাজার মূল্য কোটি টাকার উর্ধ্বে।

বেলুড়ের শ্রমজীবী হাসপাতালে উঠল ধর্না

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হাওড়া

আপনজন: প্রায় ৩৬ দিনের মাথায় অবশেষে ধর্না উঠল শ্রমজীবী হাসপাতালে। শনিবার জরুরি ভিত্তিতে বিশেষ সভা করে শ্রমজীবী হাসপাতাল সহযোগী মঞ্চ আপাতত অবস্থান স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। হাসপাতাল সম্প্রসারণের জন্য বন্ধ ইন্দো-জাপান কারখানার খাস জমি শ্রমজীবী হাসপাতালকে দেওয়ার বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ ভূমি দফতরের সঙ্গে আলোচনা চলছিল। বিষয়টিতে মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করে দ্রুত সমাধানের ব্যবস্থা এবং শ্রমজীবী হাসপাতালকে ওই খাস জমি দেওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। যাতে শ্রমজীবী হাসপাতাল ৩০০ বেডের একটি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তুলতে পারে। অবশেষে গত শুক্রবার ভূমি দপ্তরের আধিকারিকরা আলোচনায় বসেন।

মুসড়ার ক্লাবের উদ্যোগে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিবেদক ● পাত্রসায়ের

আপনজন: পাত্রসায়ের ব্লকের মুসড়া নিউ স্বাক্ষরতা ক্লাব একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সমাজসেবার পরিচয় দিল। শনিবার পাত্রসায়ের ব্লকের মুসড়া গ্রামের নিউ স্বাক্ষরতা ক্লাব প্রাঙ্গণে সকাল সাড়ে দশটা থেকে বেলা ১টা পর্যন্ত রক্ত সংগ্রহ করা হয়। এদিনের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ নবীন সিং , প্রধান সবিতা মুখার্জি,বিশিষ্ট সমাজসেবী প্রভাত মুখার্জি, চন্দন পান ও জয়দেব মুখার্জি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট ব্যাক্তিবর্গ ও ক্লাবের কর্মকর্তারা। বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতাল ব্লাড ব্যাংকের পক্ষ থেকে রক্ত সংগ্রহ করতে আসেন ডা: উৎপল পাণ্ডা, টেকনিশিয়ান পারমিতা যশ ও ব্লাড ব্যাংক কর্মী জয়ন্ত শীল। এদিন নারী ও পুরুষ মিলিয়ে মোট ৩৮ জন রক্তদাতা রক্তদান করেন। সমগ্র রক্তদান শিবির টি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও সাংবাদিক সেখ আজফার হোসেন পান্না।

প্রথম নজর

ইসরায়েলকে কঠোর মূল্য দিতে হবে: এরদোগান

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যিপ এরদোগান। এ সময় তিনি ইসরায়েলকে কঠোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

শনিবার (১৩ এপ্রিল) বার্তা সংস্থা আনাদোলু এজেন্সির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইসরায়েলকে হুঁশিয়ারি দিয়ে এরদোগান বলেন, গাজায় নিপীড়নের জন্য ইসরায়েলকে মূল্য দিতে হবে।

তুরস্কের যোগাযোগ বিভাগের পরিচালক ফাহরেত্তিন আলতুন বলেন, মাহমুদ আব্বাসের সঙ্গে ফোনালাপে এরদোগান বলেছেন, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাব (বাস্তবায়ন)-সহ গাজায় যুদ্ধবিরতির জন্য সমস্ত উপায়কে বাস্তবায়ন করতে হবে।

এরদোগানের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন, যাই হোক না কেন, আমরা গাজায় ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াব। ইসরায়েলকে অবশ্যই এই নিপীড়নের মূল্য দিতে হবে।

আলতুন তুরস্কের সংবাদমাধ্যম টিআরটি ওয়ার্ল্ডকে জানান, এরদোগান সমস্ত ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যের প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিয়েছেন। এ ছাড়া তিনি ইসরায়েলের বিরুদ্ধে দৃঢ় ও ঐক্যবদ্ধ থাকার গুরুত্বের ওপর জোর দেন।

এর আগে সংবাদমাধ্যম জানায়, গাজা উপত্যকার নুসিরাত ক্যাম্পে সম্প্রচারের প্রস্তুতির সময় টিআরটি আরবি টিমের গাড়িতে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী হামলা চালায়। এতে করে সামি শাহাদা নামের এক ক্যামেরাম্যান গুরুতর আহত হয়েছেন। তবে এ ঘটনায় সংবাদমাধ্যমটির প্রতিবেদক নামি বেরহুম অক্ষত অবস্থায় রক্ষা পেয়েছেন। সংবাদমাধ্যমের গাড়িতে হামলার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন তুরস্কের যোগাযোগ বিভাগের পরিচালক। তিনি আহত সাংবাদিকের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন।

গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় হামলা চালিয়ে আসছে ইসরায়েল। দেশটির সেনাদের এ হামলায় গাজার ৩৩ হাজার ৬০০ এর বেশি লোক নিহত হয়েছেন। অন্যদিকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাসের হামলায় ইসরায়েলের এক হাজার ২০০ লোক নিহত হয়েছেন।

ওমানের ১০ অঞ্চলে কৃত্রিম বন্যার শঙ্কা, বিশেষ সতর্কতা

আপনজন ডেস্ক: রাজধানী মাস্কাটসহ ওমানের ১০টি অঞ্চলে রোববার দুপুর ১২টা থেকে কৃত্রিম বন্যার পূর্বাভাস দিয়েছে দেশটির আবহাওয়া দফতর। এরই মধ্যে ভারী বর্ষণ নিয়ে ৪ দিনের সতর্কতা জারি করেছে প্রশাসন।

কৃত্রিম বন্যার কারণে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন কয়েকটি অঞ্চলের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

১. মাস্কাট
২. মুসান্দাম
৩. উত্তর আল বাতিনাহ
৪. দক্ষিণ আল বাতিনাহ
৫. আল বুরাইমি
৬. আল দাখিলিয়া
৭. আল উস্তা
৮. ধোফার
৯. আল ধাহিরাহ
১০. উত্তর আল শারকিয়্যাহ

আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়, রোববার থেকে বুধবার পর্যন্ত লঘুচাপের প্রভাবে রাজধানী মাস্কাটসহ ওমানের ১০টি অঞ্চলে বজ্রসহ বৃষ্টি এবং বিরূপ আবহাওয়া বিরাজ করবে। এর ফলে বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিতে পারে কৃত্রিম বন্যা।

ওমানের ন্যাশনাল মাল্টি হ্যাজার্ড আর্লি ওয়ার্নিং সেন্টারের তথ্যমতে, উপকূলে পানির চাপ বাড়ার পাশাপাশি বাড়বে ঢেউয়ের উচ্চতাও। এ সময় ৩০ থেকে ১২০ মিলিমিটারের ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ভোগান্তি বাড়াবে বাতাসের গতিবেগও। ঝুঁকি বিবেচনায় এরই মধ্যে সবাইকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

রমজানে ৩০ মিলিয়ন মানুষ উমরাহ পালন করেছেন

আপনজন ডেস্ক: এ বছর পবিত্র রমজানে ৩০ মিলিয়ন (৩ কোটি) মুসল্লি উমরাহ পালন করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার (৯ এপ্রিল) সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়ের বরাতে এ তথ্য জানিয়েছে হারামাইন কর্তৃপক্ষ।

মন্ত্রণালয় জানায়, ১৪৪৫ হিজরি/২০২৪ সালের রমজান মাসে ৩০ মিলিয়ন মানুষ উমরাহ পালন করেছেন।

এর আগে, রমজানের প্রথম ১৫ দিনে ৮২ লাখ ৩৫ হাজার মুসুল্লি উমরাহ পালন করেছেন বলে জানিয়েছে সৌদি হজ ও উমরাহ মন্ত্রণালয়।

রমজানের শেষ দশকে ইতেকাফ পালন করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া। বছরের যেকোনো সময় উমরাহ পালন করা যায়। তা সত্ত্বেও অনেক পুণ্যার্থী অধিক সওয়াবের আশায় এ মাসে ছুটে আসেন মক্কার মসজিদে হারাম ও মদিনার মসজিদে নববিতে।

রমজান শুরুর দিকে এবারের রমজানে একবারের বেশি উমরাহ পালনের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করেছিল সৌদি কর্তৃপক্ষ। পবিত্র মাসে ভিড় কমাতে এবং সবাই যাতে স্বচ্ছন্দে উমরাহ পালন করতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছিল দেশটির হজ মন্ত্রণালয়।

শতবছর পর নামাজের জন্য খুলে দেওয়া হল ঐতিহাসিক মসজিদ

আপনজন ডেস্ক: অটোম্যান শাসনামলে নির্মিত গ্রিসের থেসালিনিকির ঐতিহাসিক ইয়েনি যামি মসজিদ ১০০ বছর পর নামাজের জন্য খুলে দিয়েছে গ্রিস সরকার। আর মসজিদটি খুলেই ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেছেন মুসলিমরা। বুধবার (১০ এপ্রিল) এ খবর জানিয়েছে বার্তা সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস (এপি)। জানা গেছে, মুসলিমরা ১০০ বছর আগে গ্রিসে যুদ্ধে হেরে যাওয়ায় অনেক মসজিদ বন্ধ করে দেয় অর্থোডক্স খ্রিস্টানরা।সেগুলোর মধ্যে অন্যতম ঐতিহাসিক ইয়েনি যামি মসজিদ। দেশটিতে গত শতক থেকেই বহাল থাকলেও সম্প্রতি মত পাল্টায় দেশটির কর্তৃপক্ষ। ফলে বুধবার (১০ এপ্রিল) খুলে দেওয়া হয় মসজিদটি। পরে মুসলিমরা এখানে ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায় করেন। এদিন ৭০ হাজার মুসল্লি নামাজে অংশ অংশ নিয়েছেন। এক শতাব্দি পূর্বে ইহুদি থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল ডনমেহ সম্প্রদায়ের মানুষ। আর তাদের জন্য অটোম্যান শাসকরা এ মসজিদ নির্মাণ করেন। ১৯০২ সালে তৈরি মসজিদটির স্থাপত্যে দেখা মেলে ইসলামিক কারুকার্যের। ইতালিয়ান স্থপতি ভিতালিনো পোসেলির হাত ধরেই গড়ে ওঠে মসজিদটি। ১৯২৩ সালে গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যে দুই দেশের সংখ্যালঘু মুসলিম ও খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী বিনিময় হয়। ফলে ইয়েনি যামি মসজিদটিতে নামাজ আদায় বন্ধ হয়ে যায়। পরে এটি কখনো ব্যবহার হয়েছে আশ্রয়কেন্দ্র, কখনো জাদুঘর হিসাবে। আবারও মসজিদটি খুলে দেওয়ায় দেশটির মুসলিমরা ফিরে পেয়েছেন হারানো ঐতিহ্য।

এ প্রসঙ্গে এআই গ্রিসো নামের এক গ্রিস নাগরিক বলেন, আমাদের দেশে ৯৮ শতাংশ খ্রিস্টান এবং ২ শতাংশ মুসলিম বসবাস করেন। এবারের ঈদে প্রায় এক শতাব্দী আগের বন্ধ হয়ে যাওয়া প্রাচীন মসজিদ খুলে দেওয়ায় প্রমাণ করে গ্রিসে মুসলিম আর সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। এ সময় এক মুসল্লি বলেন, গ্রিস সরকার জানিয়েছিল, একশো বছর পর মসজিদটির দরজা খুলে দেওয়া হবে। তাই নামাজ পড়তে এসেছিলাম। প্রায় ৬৩ বছর যাবৎ এখানে আছি, এতদিন এটাকে জাদুঘর হিসেবে চিনলেও, জানতাম না এটা একটা মসজিদ। প্রসঙ্গত, অর্থোডক্স খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী ইউরোপের দেশটিতে ২০২০ সাল পর্যন্তও মুসলিমদের জন্য কোনো মসজিদ ছিল না। ভোটানিকোসে প্রথম সরকারিভাবে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয় ২০২০ সালে। যেটি পুরোপুরি চালু রয়েছে। এ ছাড়া এথেন্সের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশিসহ এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের মুসলিম কমিউনিটিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত অসংখ্য মসজিদ রয়েছে।

পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ে আলপনা আঁকা হচ্ছে। ঢাকা, ১৩ এপ্রিল।

ইরানকে 'একশব্দে' কঠিন বার্তা দিলেন জো বাইডেন!

আপনজন ডেস্ক: আগামী ২৪ থেকে ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ইসরায়েলকে লক্ষ্য করে হামলা চালাতে পারে ইরান, এমন আশঙ্কা করা হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা প্রতিবেদনের বরাতে গতকাল শুক্রবার (১২ এপ্রিল) এ তথ্য জানায় প্রভাবশালী মার্কিন সংবাদমাধ্যম ওয়ালস্ট্রিট জার্নাল।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন জানিয়েছেন, তিনি মনে করেন ইরান ইসরায়েলে হামলা চালাতে খুব বেশি দেরি করবে না। তিনি এ ধরনের পদক্ষেপ না নিতে ইরানকে সতর্ক করেছেন।

গতকাল শুক্রবার হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা জানান।

গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের দূতাবাস প্রাঙ্গণে হামলা হয়। ওই হামলায় ইরান রেভল্যুশনারি গার্ড কোরের (আইআরজিসি) জ্যেষ্ঠ কমান্ডারসহ সাত কর্মকর্তা নিহত হন। হামলার প্রতিশোধ নেওয়ার হুমকি দিয়েছে ইরান। ইরানের প্রতি বার্তা কী– জানতে চাইলে বাইডেন সংক্ষেপে বলেন, 'ডোন্ট (হামলা নয়)'।

১ এপ্রিলের এ হামলার ঘটনায় ইসরায়েল দায় স্বীকার করেনি। তবে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি বলেছেন, ইসরায়েলকে অবশ্যই শাস্তি পেতে হবে।

ইরানের হামলার আশঙ্কাকে কেন্দ্র করে ভারত, ফ্রান্স, পোল্যান্ড ও রাশিয়ার মতো দেশগুলো তাদের নাগরিকদের ওই অঞ্চলে ভ্রমণ নিয়ে সতর্ক করেছেন।

গতকাল জার্মানিও তাদের নাগরিকদের ইরান ছাড়ার আহ্বান জানায়।

পাকিস্তানে বাস থামিয়ে ৯ যাত্রীকে গুলি করে হত্যা

আপনজন ডেস্ক: যাত্রীবাহী বাস থেকে নামিয়ে ৯ যাত্রীকে গুলি করে হত্যা করেছে বন্দুকধারীরা। ঘটনাটি ঘটেছে পাকিস্তানের বেলুচিস্তানের প্রাদেশিক রাজধানী কোয়েটায়। স্থানীয় সময় আজ শনিবার এক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

অজ্ঞাত বন্দুকধারীদের একটি দল বেলুচিস্তানের কোয়েটা থেকে ইরানের সীমান্তবর্তী শহর তাফতানে একটি যাত্রীবাহী বাস থামিয়ে দেয়। এরপর বাসে থাকা যাত্রীদের আইডি কার্ড চেক করে এবং পাঞ্জাব প্রদেশের ৯ যাত্রীকে হত্যা করে। বেলুচিস্তান প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল নুশকি জেলার কাছে শুক্রবার রাতে এই ঘটনাটি ঘটেছে। যদিও কোনো গোষ্ঠী এই হামলার দায় স্বীকার করেনি।

সেখানে দীর্ঘদিন ধরে স্বাধীনতার জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদীরা লড়াই করছে।

আরব নিউজের সঙ্গে কথা বলার সময় নুশকির একজন জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা বলেছেন, সশস্ত্র একটি দল কোয়েটা-তাফতান মহাসড়কে একটি যাত্রীবাহী বাস আটকায়। জ্যেষ্ঠ সুপারিনটেনডেন্ট পুলিশ (এসএসপি) আল্লাহ বুখশ বলেছেন, 'সুলতান চরাহির কাছে তাদের আইডি কার্ড চেক করার পর ৯ যাত্রীকে তারা নামিয়ে নেয় এবং একটি পাহাড়ের কাছে নিয়ে গিয়ে গুলি করে।' তিনি আরো বলেন, 'পুলিশ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সন্ত্রাসীদের তাড়া করলে, তাদের দিকে রকেটচালিত গ্রেনেড নিক্ষেপ করে পালিয়ে যায় সন্ত্রাসীরা। তবে তাদের ধরার জন্য খোঁজ চলছে।' প্রধান সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী দল বেলুচ লিবারেশন আর্মি (বিএলএ) পাকিস্তানে ৮ ফেব্রুয়ারি সাধারণ নির্বাচনের পর গত দুই মাসে এই অঞ্চলে হামলা জোরদার করেছে। গোষ্ঠীটি এই সময়ের মধ্যে গোয়াদর এবং কেচ জেলায় দেশের গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্থাপনায় সমন্বিত আক্রমণ শুরু করে। বেলুচিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী সরফরাজ বুগতি যাত্রীদের হত্যার ঘটনার নিন্দা করেছেন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'আমরা এই সন্ত্রাসীদের ক্ষমা করব না। এরা পাকিস্তানের শত্রু এবং বেলুচিস্তানে শান্তি নষ্ট করতে চায়।' পাকিস্তান সরকার এবং পাঞ্জাব প্রদেশের বিরুদ্ধে বেলুচ জাতীয়তাবাদীরা দীর্ঘদিন ধরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক শোষণের অভিযোগ করে আসছে। তাদের অভিযোগ, বেলুচিস্তানের সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে একচেটিয়া লাভ করছে পাকিস্তান সরকার। তবে পাকিস্তানি প্রশাসন অতীতে এই ধরনের অভিযোগ অস্বীকার করেছে। বরং সরকার বলছে, বেলুচিস্তানের বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার উন্নতির জন্য বেশ কিছু উন্নয়ন উদ্যোগ চালু করা হয়েছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

ইসরায়েলকে বাঁচাতে এবার চিনের দ্বারস্থ হল যুক্তরাষ্ট্র

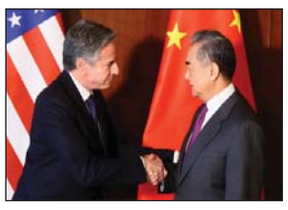

আপনজন ডেস্ক: ইরানের বড় ধরনের হামলা থেকে বন্ধুরাষ্ট্র ইসরায়েলকে বাঁচাতে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এর অংশ হিসেবে এবার প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ চীনের দ্বারস্থ হয়েছে তারা।

সংবাদমাধ্যম সিএনবিসির এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, পশ্চিমা কূটনীতিকরা ইসরায়েলে ইরানের হামলা ঠেকাতে উঠেপড়ে লেগেছেন। তারা এ কাজে চীনকে ব্যবহার করতে চাইছেন।

বিভিন্নভাবে চীনকে অনুরোধ করছেন, দেশটি যেন তেহরানকে হামলার ভয়বহতা সম্পর্কে বুঝিয়ে এ থেকে বিরত রাখে।

এ বিষয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিঙ্কেন চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইসহ তুরস্ক ও সৌদি আরবের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এই সপ্তাহের শুরু থেকে দফায় দফায় সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর কূটনীতিকদের সঙ্গে ইরান ইস্যুতে আলোচনা চলছে।

বৃহস্পতিবার মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বলেছেন, ব্লিঙ্কেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের সঙ্গে বিশদ কথা বলেছেন। তিনি তাদের স্পষ্ট করতে বলেছেন, উত্তেজনা কারো স্বার্থে নয়। দেশগুলোর উচিত ইরানকে উত্তেজনা না বাড়াতে বুঝানো।

তিনি আরো বলেন, 'আমরা গত কয়েক দিন ধরে ইউরোপীয় মিত্র এবং অংশীদারদের সঙ্গে কথা বলছি। তাদেরও ইরানকে একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠানোর আহ্বান জানিয়েছি। বার্তাটি হলো, উত্তেজনা ইরানের স্বার্থে নয়, এটি অঞ্চলের স্বার্থে নয় এবং এটি বিশ্বের স্বার্থেও নয়।' জানা গেছে, জার্মানির চ্যান্সেলর ওলাফ শোলৎজ আগামী সপ্তাহে চীন সফর করবেন। তিনিও ইরান ইস্যুতে বেইজিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করবেন। চীন ব্রিকস জোটেরও সদস্য। রাশিয়া ও ইরানের তেল রপ্তানির গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য অংশীদারও দেশটি। উদীয়মান বাজারে ইরান প্রচ্ছন্নভাবে চীনের নেতৃত্ব মেনে চলে। তাই ইরানকে দমাতে চীনকে কার্যকর মনে করছে যুক্তরাষ্ট্র। চীনের দ্বারস্থ হওয়ার বিষয়টি নতুন নয়। এর আগেও লোহিত সাগরে ইরান-সমর্থিত হুথিদের আক্রমণের মুখে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে এ ধরনের অনুরোধ করেছে। তবে যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন সময় স্বীকার করেছে, মার্কিনরা বারবার চাইলেও ইরানের ওপর চীনের কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগের প্রমাণ তারা পাননি। এবার যেহেতু পরিস্থিতি আরো উত্তেজনাকর তাই চীনকে বড় প্রভাবক হিসেবে কাজে লাগাতে পশ্চিমা কূটনৈতিক তৎপরতা চলছে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৩.৫৪মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৬.০১ মি.

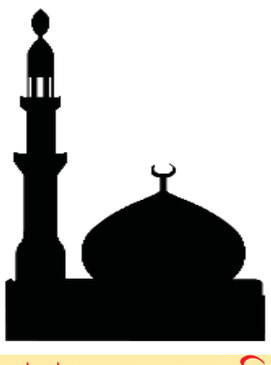

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৩.৫৪	৫.১৬
যোহর	১১.৪২	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৬.০১	
এশা	৭.১২	
তাহাজ্জুদ	১০.৫৮	

ব্রাজিলে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ৯

আপনজন ডেস্ক: ব্রাজিলের উত্তরপূর্বাঞ্চলে বাস দুর্ঘটনায় ৯ জন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছে অন্তত ২০ জন।

বৃহস্পতিবার (১১ এপ্রিল) স্থানীয় সময় ভোর ৪টায় টেক্সেইরা দে ফ্রেইতাস শহরে এ দুর্ঘটনা ঘটে। বাসটি মহাসড়ক থেকে ছিটকে রাস্তার পাশে উল্টে পড়ে তারা হতাহত হয়। দেশটির কর্তৃপক্ষের বরাতে বার্তা সংস্থা রয়টার্স এ তথ্য জানিয়েছে। ফেডারেল হাইওয়ে পুলিশ (পিআরএফ) জানায়, বাসটি ব্রাজিলের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রিও ডি জেনেইরো থেকে বাহিয়া রাজ্যের পর্যটন শহর পোর্তো সেগুরোতে যাওয়ার সময় ভোর ৪টার দিকে রাস্তা থেকে ছিটকে পড়ে।

সিডনিতে শপিংমলে ছুরি হামলা, নিহত বেড়ে ৭

আপনজন ডেস্ক: অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলস অঙ্গরাজ্যের রাজধানী সিডনির একটি শপিংমলে ছুরিকাঘাতের ঘটনায় নিহত বেড়ে ৭ জনে দাঁড়িয়েছে। এর মধ্যে হামলাকারীও রয়েছেন।

শনিবার (১৩ এপ্রিল) স্থানীয় সময় বিকেলে শহরটির ওয়েস্টফিল্ড বন্ডি জংশন মল কমপ্লেক্সে এ ঘটনা ঘটে। জায়গাটি পর্যটকদের বেশ পছন্দের।

স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলো জানিয়েছে, শপিংমলে প্রবেশ করে সামনে যাকে পেয়েছেন তাকেই ছুরিকাঘাত করেছেন ওই ব্যক্তি। ওই সময় সেখানে ক্রেতার ভিড় ছিল। কি কারণে এ হামলা করা হয়েছে তা জানা যায়নি। এ ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানেজ।

নিউ সাউথ ওয়েলস অ্যাম্বুলেন্সের এক কর্মকর্তা বলেন, এ ঘটনার পর শপিংমল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেখান থেকে সবাইকে দ্রুত সরে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। নিরাপত্তা ক্যামেরায় ধরা পড়া ভিডিওতে দেখা যায়, এক ব্যক্তি লম্বা ছুরি নিয়ে শপিং সেন্টারে ঘুরছেন। এরপর একেকজনকে ছুরিকাঘাত করছেন। তিনি নয়জনের ওপর হামলা করেছেন। এর মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে। এরপর এক নারী পুলিশ কর্মকর্তা তাকে গুলি করেন। সংবাদমাধ্যম সিডনি মর্নিং হেরাল্ড বলছে, বিকেল ৩টি ২০ মিনিটের দিকে ওই ব্যক্তিতে ভেতরে হাঁটতে দেখা যায়। তার সঙ্গে ছুরি ছিল। এ সময় তার চিকিৎসা নিচ্ছেন সাতজন।

হামলার শঙ্কায় বৈঠক ডেকেছেন নেতানিয়াহু

আপনজন ডেস্ক: ইসরায়েলে হামলা চালাতে পারে ইরান। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্যে জানা গেছে দুয়েক দিনের মধ্যেই এ হামলা হতে পারে। হামলার ভয়ে শুক্রবার সতর্ক অবস্থায় ছিল ইহুদিবাদী দেশটি।

যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকজন কর্মকর্তা ধারণা করছেন, হামলায় ইরান ১০০ ড্রোন ও কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার করতে পারে। আর ইরানের এমন বড় হামলার শঙ্কার মধ্যে মন্ত্রীদের সঙ্গে জরুরি বৈঠক ডেকেছেন দখলদার ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু।

মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাত দিয়ে সিবিএস নিউজকে জানিয়েছে, ইরান যদি ১০০ ড্রোন ও কয়েক ডজন ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে হামলা চালায় তাহলে এটি ঠেকানো ইসরায়েলের জন্য 'চ্যালেঞ্জিং' হয়ে যাবে।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসি জানিয়েছে, ইরানের সম্ভাব্য হামলার পর করণীয় ঠিক করতে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইয়োহাভ গ্যালান্টসহ যুদ্ধকালীন মন্ত্রীসভার সঙ্গে বৈঠক করবেন নেতানিয়াহু। এছাড়া বিরোধী দলীয় নেতা বেনি গান্তজের সঙ্গেও আলোচনা করবেন তিনি।

গত ১ এপ্রিল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানি কনস্যুলেটে হামলা চালায় ইসরায়েল। এতে দেশটির চৌকস বাহিনী বিপ্লবী গার্ডের দুই জেনারেলসহ সাত উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নিহত হন। ঐ হামলার প্রতিশোধ নিতেই সরাসরি ইসরায়েলে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ইরান।

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে এখন 'প্রস্তুত' স্পেনসহ ইউরোপের তিন দেশ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দিতে স্পেনসহ ইউরোপের তিনটি দেশ 'প্রস্তুত' রয়েছে। অপর দুটি দেশ হলো- আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজের সঙ্গে বৈঠকের পর ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে নিজেরা প্রস্তুত বলে জানায় আয়ারল্যান্ড ও নরওয়ে। খবর আল জাজিরার।

স্পেনের প্রধানমন্ত্রী সানচেজ বলেন, স্পেন 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব' ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে চায়। একই কথা বলেছেন নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গাহর স্টোয়ারও। তিনি বলেন, তার দেশও অন্যান্য দেশের মতো ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিতে প্রস্তুত রয়েছে।

আয়ারল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী সাইমন হ্যারিস বলেন, ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দিতে আমরা প্রস্তুত। সেটি স্পেন এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে।

উল্লেখ্য, এর আগে ইউরোপের দেশ মাল্টা ও স্লোভেনিয়া জানিয়েছিল, তারা ফিলিস্তিনকে রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেবে। স্পেন, আয়ারল্যান্ড, নরওয়ের প্রধানমন্ত্রীর সাথে মাল্টা ও স্লোভেনিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের পর তারা যৌথভাবে এ ঘোষণা দেয়।

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ১০১ সংখ্যা, ১ বৈশাখ ১৪৩১, ৪ শাওয়াল, ১৪৪৫ হিজরি

জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহার 'দুই বিঘা জমি' কবিতায় বলিয়াছেন–"শুনে বিবরণ ক্রোধে তিনি কন, 'মারিয়া করিব খুন।'/ বাবু যত বলে পারিষদ-দলে বলে তার শতগুণ।" কবি বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কাহারো উপর 'বাবু' রাগ দেখাইলে তাহার অধীনস্থ 'পারিষদ' আরো শতগুণ রোষপ্রকাশে বাবুকে খুশি করিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শতবর্ষ পূর্বে কবি এমন চিত্র আঁকিয়াছেন। পরিতাপের বিষয় হইল, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতেই এখনো এই চিত্র দেদীপ্যমান।

তৃতীয় বিশ্বের দেশে দেশে এমনিতেই জনগণের মধ্যে দুঃখ-কষ্ট-যন্ত্রণার শেষ নাই। তাহাদের শরীরের কোষে কোষে শত শত ক্ষত। সেই সকল ক্ষতের নিরাময় প্রয়োজন। কিন্তু ক্ষতের একটুখানি উপশমের যথার্থ চেষ্টা দূরের কথা, মূল্যস্ফীতিসহ বিবিধ সংকটের চাপে পড়িয়া বরং সেই সকল ক্ষত আরো গাঢ় হয়। এই অবস্থায় কেহ যদি সেই ক্ষত তথা কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দেয়, তাহা হইলে সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা কেমন হইতে পারে? মনের ভাব প্রকাশ করিবার জন্য মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের জিহ্বা দিয়াছেন। জিহ্বা এমন একটি অঙ্গ, যাহা দিয়া আমরা অনেক পুণ্য অর্জন করিতে পারি, আবার ইহার খারাপ ব্যবহার আমাদের দুর্ভোগের কারণ হইয়া উঠিতে পারে। দেখা যায়, জিহ্বার দ্বারা আমরা গুনাহের কাজ অধিক করি। এই সমস্যার মূলে রহিয়াছে আমাদের অজ্ঞানতা এবং কালচার। এক বিশিষ্টজন বলিয়াছিলেন–বাঙালির কালচার নাই, যাহা আছে তাহা এগ্রিকালচার। বাঙালির গিবত ও বাজে কথা বলিবার প্রীতি দেখিয়া এক স্কলার আরো আগাইয়া বলিয়াছিলেন, 'এগ্রিকালচার নামে বাঙালির যাহা আছে, তাহা আসলে আগিল-কালচার।' আমরা আসলে এই 'কুসিত কালচার' হইতে বাহির হইতে পারিতেছি না। জিহ্বার লাগাম টানিয়া ধরিতে পারিতেছি না। অনেকে বলেন, মেধা যদি না থাকে, তাহা হইলে মনন তৈরি হয় না। তৃতীয় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন অনেকেরই মনন তৈরি হয় নাই। এই জন্য অনেকেই তাহার জিহ্বা সংযত না করিয়া মুখে যাহা আসে তাহাই বলিয়া ফেলেন। তখন ভাষার বিষে নীল হইতে হয় সাধারণ মানুষকে। এখন, পারিষদ শ্রেণির কাহারো কাহারো দিশাহীন শূন্যগর্ভ ভাষণের মধ্যে আশা না থাকিয়া বিষ থাকিলে মানুষ কোথায় যাইবে? ১৯৫৭ সালের ২১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে বাজেটের উপর সাধারণ আলোচনায় একজন স্বতন্ত্র সদস্য দাঁড়াইয়া তাত্পর্যপূর্ণ কিছু শ্লেষ কথা বলিয়াছিলেন, যাহার মর্মার্থ হইল–ইহারা (দায়িত্বপ্রাপ্তরা) বলিবে দক্ষিণে, কিন্তু উত্তরে যায়;/ সাপের মাথায় ব্যাঙ নাচে, / জলে শিলা ভাসে, বানর সংগীত গায়।

মনে রাখিতে হইবে, হাদিসে নাজাত পাওয়ার জন্য প্রথমেই জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করিবার কথা বলা হইয়াছে। এই জন্য বলা হয় যে, জিহ্বার কারণে মানুষ ৩০টিরও বেশি গুনাহতে লিপ্ত হইতে পারে। যুদ্ধের ময়দানে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার চাইতে 'জিহ্বা সংযত রাখা' বেশি কঠিন। এই জন্য রাসুল (সা.) ইরশাদ করিয়াছেন–'যে চুপ থাকে, সে মুক্তি পায়।' (সহিহ বুখারি, হাদিস :৭৮৫৪)। সুতরাং বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি বেশি কথা বলিবার পূর্বে ভাবিয়া দেখেন–এই কথাটি তাহার কি না-বলিলেই নহে? হজরত আলি (রা.) বলিয়াছেন যে, যদি শরীরের কোনো অঙ্গে বিষ থাকে তাহা হইল–বাগ্যন্ত্র। (কাওয়ায়েদুন নবওয়্যাহি :২৯৯)। যথার্থ অর্থেই জিহ্বার বিষ এতটাই বিষাক্ত যে উহা অনেক অর্জনই তছনছ করিয়া দিতে সক্ষম। জিহ্বা একই সঙ্গে হিতকর এবং অনিষ্টের মূল। ইহার দ্বারা অন্যকে বন্ধু বানানো যায়, পুণ্য অর্জন করা যায়, মানুষের চোখের জল মুছিয়া দেওয়া যায়। আবার ইহার দ্বারাই অন্যকে প্রবলভাবে ক্ষতবিক্ষত করা যায় এবং পরম শত্রু বানানো যায়। এই জন্য যাহারা বিজ্ঞবান, তাহারা ভাবেন–কী দরকার এত কথা বলিবার? মনে রাখিতে হইবে, সৃষ্টিকর্তা আমাদের একটি মুখ কিন্তু দুইটি কান দিয়াছেন। ইহার মাজেজা হইল–তুমি কম বলো, বেশি করিয়া শোনো। কিন্তু আমরা কতজন তাহা বুঝি বা মানি?

• • • • • • • • • • • • •

জাতিসংঘের মৃত্যু

নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী অঙ্গ। এর প্রধান কাজ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই সংস্থার অন্য প্রধান অঙ্গ সাধারণ পরিষদ, সেও শান্তি, নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলো সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতি নির্দেশিত সুপারিশ বা পরামর্শমাত্র, তার বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়। পক্ষান্তরে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক। এই প্রস্তাব যাতে বাস্তবায়িত হয়, সে জন্য কোন সদস্যরাষ্ট্রকে বাধ্য করার জন্য একাধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। লিখেছেন হাসান ফেরদৌস।

তারিখটা ক্যালেন্ডারে দাগ দিয়ে রাখার মতো–২৫ মার্চ ২০২৪। এদিন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ গাজায় যুদ্ধবিরতি দাবি করে ২৭২৮ নম্বর প্রস্তাব গ্রহণ করে। নিরাপত্তা পরিষদের মোট ১৫ সদস্যের ১৪ জন প্রস্তাবটির পক্ষে ভোট দেয়। যুক্তরাষ্ট্র ইতিপূর্বে একাধিক যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করলেও এদিন প্রথমবারের মতো প্রস্তাবটির বিপক্ষে ভোট না দিয়ে ভোটদানে বিরত থাকে। ফলে দীর্ঘ ছয় মাস পর গাজায় যুদ্ধবিরতি দাবি সমর্থন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

প্রস্তাবটি গৃহীত হওয়ার পরপরই পরিষদ কক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত করতালি দিয়ে তাকে স্বাগত জানায় বিশ্বসভা। কিন্তু সেই করতালির শব্দ মিইয়ে যাওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জানানো হলো, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গৃহীত হলেও সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়। এই প্রস্তাবে এমন কিছুই বলা হয়নি, যার কারণে ইসরায়েলকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হবে। নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়নকারী অঙ্গ। এর প্রধান কাজ আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই সংস্থার অন্য প্রধান অঙ্গ সাধারণ পরিষদ, সেও শান্তি, নিরাপত্তাসহ নানা বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু সেই প্রস্তাবগুলো সদস্যরাষ্ট্রগুলোর প্রতি নির্দেশিত সুপারিশ বা পরামর্শমাত্র, তার বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়। পক্ষান্তরে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবের বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক। এই প্রস্তাব যাতে বাস্তবায়িত হয়, সে জন্য কোন সদস্যরাষ্ট্রকে বাধ্য করার জন্য একাধিক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে। জাতিসংঘ সনদের সপ্তম অধ্যায়ে নির্দেশিত বিধিব্যবস্থা অনুসারে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের সুযোগ রয়েছে। এমনকি সরাসরি সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণও এই বিধিব্যবস্থার অন্তর্গত। এসব ব্যবস্থা 'চ্যাপটার সেভেন' সিদ্ধান্ত নামে পরিচিত। যুক্তরাষ্ট্রের বক্তব্য, গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গৃহীত হলেও এই সিদ্ধান্ত 'চ্যাপটার সেভেন' ধারাভুক্ত নয়। এখানে কোথাও স্পষ্টভাবে কোনো নিষেধাজ্ঞা বা সামরিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়নি। এখানে 'পরিষদ দাবি করছে' (দ্য কাউন্সিল ডিমান্ডস) বা পরিষদ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে (দ্য কাউন্সিল ডিসাইডস) বলা হলেও কোথাও চ্যাপটার সেভেনের ধারাভুক্ত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়নি।

মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বিষয়টি এভাবে ব্যাখ্যা করেন, 'আমরা যখন বলি, প্রস্তাবটির বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয়, তার মানে এখানে কোথাও সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র, ব্যক্তি বা সংস্থার ওপর কোনো সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব আরোপিত হয়নি, যেভাবে অন্য অনেক প্রস্তাবে ঠিক (শাস্তিমূলক) কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তার উল্লেখ থাকে।'

এ কথা ঠিক, সপ্তম অধ্যায়ের অধীনে গৃহীত সিদ্ধান্তে সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়ে থাকে। যেমন লিবিয়ায় যুদ্ধাবস্থা বন্ধের দাবিতে গৃহীত ১৯৭৩ নম্বর সিদ্ধান্তের শুরুতেই বলা হচ্ছে, পরিষদ সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় ব্যবস্থা গ্রহণে অনুমতি দিচ্ছে ('অথরাইজেস')। একইভাবে ২০২৩ সালে হাইতির গৃহযুদ্ধ ঠেকাতে সেখানে একটি বহুজাতিক শান্তিরক্ষী বাহিনী গঠনের প্রস্তাব অনুমোদন করে নিরাপত্তা পরিষদ যে ২৬৯৯ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তাতেও শান্তিরক্ষী বাহিনীতে অংশগ্রহণসহ অন্য কী কী ব্যবস্থা নেওয়া যাবে, নিরাপত্তা পরিষদ তা বেশ সবিস্তারেই উল্লেখ করে।

সমস্যা হলো, যুক্তরাষ্ট্র যে অজুহাতে নিরাপত্তা পরিষদের ২৭২৮ নম্বর সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক নয় বলে সাফাই দিচ্ছে, তা ভাষার মারপ্যাঁচমাত্র। বিশ্বসভা কী চায়, কী তার লক্ষ্য, এই প্রস্তাবের ভাষায় তা না বোঝার মতো কিছু নেই। এখনই যুদ্ধ বন্ধ করে, পরিষদ ইসরায়েলকে এই কথাই বলছে, তা তার ভাষা যত নমনীয় বা কূটনৈতিক সুলভ হোক না কেন। বস্তুত নিরাপত্তা পরিষদের যেকোনো সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাব সব সদস্যরাষ্ট্রের জন্যই অবশ্যপালনীয়। এই প্রশ্নে আন্তর্জাতিক আদালত (ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অব জাস্টিস) কোনো রাখঢাক ছাড়াই তার মতামত জানিয়েছে। ১৯৬৬ সালে নামিবিয়ায় দক্ষিণ আফ্রিকার অধিগ্রহণ অবৈধ ঘোষণা করে আন্তর্জাতিক আদালত তার রায়ে জানিয়েছিল, নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত শুধু যে সপ্তম অধ্যায়ভিত্তিক হতে হবে তা নয়, পরিষদের সব সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নই সদস্যরাষ্ট্রের জন্য বাধ্যতামূলক। অন্য কথায়, বিশ্ব আদালতের সে রায় অনুসারে, গাজার যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে ২৭২৮ নম্বর সিদ্ধান্তে নিরাপত্তা পরিষদ স্পষ্টভাবেই বলেছে, অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করা হোক। বিষয়টির গুরুত্ব বোঝাতে পরিষদ 'ডিমান্ডস' কথাটি ব্যবহার করেছে। ফলে এটি যে অবশ্যপালনীয়, তা না বোঝার কোনো অবকাশ নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবিষয়ক অধ্যাপক ড্যান জয়নার লিখেছেন, সপ্তম অধ্যায়ের অধীনে হোক বা না হোক, নিরাপত্তা পরিষদ যখন বলে, সে দাবি করছে অথবা সে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছে, তখন সে সিদ্ধান্ত অবশ্যই পালনীয়। ইতিপূর্বে ইরানের আণবিক কর্মসূচি বন্ধের দাবি-সংবলিত যে সিদ্ধান্তগুলো নিরাপত্তা পরিষদ গ্রহণ করে, তাতে ইরানকে আণবিক কর্মসূচি বন্ধের দাবি জানানো হয়েছিল। সে সিদ্ধান্ত বাধ্যতামূলক নয়, এমন কথা কেউ বলেনি, বরং উল্টোটাই বলেছিল। নিরাপত্তা পরিষদের সর্বসম্মত প্রস্তাব মেনে চলা যদি বাধ্যতামূলক না হয়, তাহলে এমন প্রস্তাবের কী মূল্য? এমন নিরাপত্তা পরিষদেরই-বা কী দরকার? ২৬ মার্চ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে একজন সাংবাদিক ঠিক এই প্রশ্নই করেছিলেন ম্যাথু মিলারকে। তাঁর জবাব ছিল, 'আমরা চাই, জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা প্রশ্নে তার মতামত প্রকাশ করুক। কারণ, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। আর সে কারণেই (অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গ্রহণ) প্রক্রিয়ার সঙ্গে আমরা জড়িত ছিলাম। তবে শেষ পর্যন্ত গাজায় যুদ্ধবিরতি ও জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারটি জাতিসংঘের মাধ্যমে নয়, এর বাইরে (দোহায় যে কূটনৈতিক আলাপ-আলোচনা চলছে) তার মাধ্যমেই অর্জিত হবে। ম্যাথু মিলার বলতে চান বা না চান, তাঁর উত্তর থেকে স্পষ্ট, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে বা অন্য কোনো ফোরামে যে আলোচনাই হোক না কেন, সেটা একটা লোকদেখানো ব্যাপারমাত্র। আসল যে সিদ্ধান্ত, তা আসবে মার্কিন তত্ত্বাবধানে, জাতিসংঘের বাইরে দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় ভাবে। নিরাপত্তা পরিষদের যে প্রক্রিয়া, তার ওপর যুক্তরাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই, সেখানে রাশিয়া বা চীন তার বিপক্ষে ভেটো প্রয়োগ সক্ষম। অতএব এই পরিষদ এড়িয়ে নিজের পছন্দমতো ব্যবস্থা গ্রহণই ভালো।

বস্তুত, এই তথাকথিত নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রয়োজনে ব্যবহার্য একটি হাতিয়ার মাত্র। যে নিয়ম বা আইন তার কাজে লাগবে তাকে ব্যবহার করা হবে, না লাগলে ছুড়ে ফেলা হবে। ইরানের আণবিক কর্মসূচি ঠেকাতে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে সে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র তা লুফে নেয়।

তাহলে সেই সাংবাদিকের ভাষা ধার করে আমরা প্রশ্ন করতে পারি, জাতিসংঘ দিয়ে তাহলে কি কচু হবে?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর যে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা, তার প্রধান স্থপতি যুক্তরাষ্ট্র। আমরা প্রায়ই ওয়াশিংটনের কাছ থেকে যুদ্ধোত্তর সময়ে প্রতিষ্ঠিত নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার (রুল-বেজড ওয়ার্ল্ড অর্ডার) দোহাই শুনে থাকি। এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানের স্বাক্ষরিত প্রায় সাড়ে পাঁচ শ বহুপক্ষীয় চুক্তি। মানবাধিকার, গণতন্ত্র ও অলঙ্ঘনীয় জাতীয় সার্বভৌমত্ব–তিনটি হলো নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার প্রধান স্তম্ভ। আন্তর্জাতিক আইনের ভিত্তিতে গঠিত হলেও যুক্তরাষ্ট্র এই ব্যবস্থাকে আইনভিত্তিক ব্যবস্থা বলে না, তার কারণ সে নিজেই একাধিক আন্তর্জাতিক আইনের স্বাক্ষরকারী নয়। যেমন আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত। নারীর বিরুদ্ধে বৈষম্য বা উদ্বাস্তু চুক্তিকেও যুক্তরাষ্ট্র স্বীকৃতি দেয় না।

বস্তুত, এই তথাকথিত নিয়মভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রয়োজনে ব্যবহার্য একটি হাতিয়ার মাত্র। যে নিয়ম বা আইন তার কাজে লাগবে তাকে ব্যবহার করা হবে, না লাগলে ছুড়ে ফেলা হবে। ইরানের আণবিক কর্মসূচি ঠেকাতে নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে সে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়, যুক্তরাষ্ট্র তা লুফে নেয়। কিন্তু জাতিসংঘ যখন পূর্ব জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী ঘোষণাকে আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন বলে, যুক্তরাষ্ট্র তা কানে না তুলে সেখানে নিজের রাজধানী সরিয়ে আনে। একইভাবে কিউবায় মার্কিন অবরোধের বিরুদ্ধে অসংখ্য প্রস্তাব নেওয়া হলেও সেসবের কোনোটাই যুক্তরাষ্ট্র হিসাবে আনার প্রয়োজন দেখেনি। আলাবামা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্টেফান ওয়াল্টের কথায়, বিশ্বব্যবস্থা, তা তাকে যে নামেই ডাকা হোক, আসলে এমন এক ব্যবস্থা যেখানে যুক্তরাষ্ট্র যেকোনো আইন বা সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করতে পারে, এড়িয়ে যেতে পারে, বা নিজের ইচ্ছামতো নতুন করে লিখতেও পারে।

২৫ মার্চ নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বাধ্যতামূলক নয় বলে যে বিধান হোয়াইট হাউস দিয়েছে, তা আমাদের পরিচিত বিশ্বব্যবস্থা 'উপেক্ষা করা, এড়িয়ে যাওয়া ও নিজের খুশিমতো নতুন করে লেখা'র সর্বশেষ উদাহরণ। এই খেয়ালখুশির একটি বলি হলো জাতিসংঘ। যে বিশ্বব্যবস্থা তৈরির পেছনে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল যুক্তরাষ্ট্র, (অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব গ্রহণ) তার হাতে নির্মিত হচ্ছে এই ব্যবস্থার শবাধার।

হাসান ফেরদৌস প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক

সৌ: প্র: আ:

এরদোগান-মোহ কাটছে তুর্কিদের!

সিনান উলগেন

অনেক পর্যবেক্ষকের ভুরু কপালে তুলে গত রোববার তুরস্কের স্থানীয় ভোটে সরকারবিরোধীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয় পেয়েছেন। ভোটের এই ফল নিশ্চিতভাবেই তুরস্কের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির গতি-প্রকৃতি পাল্টে দেবে।

ভোটের ফলে দেখা যাচ্ছে, মধ্য-বামপন্থী রিপাবলিকান পিপলস পার্টি (সিএইচপি) সারা দেশে মোট ৩৭ দশমিক ৮ শতাংশ ভোট পেয়েছে। এটি প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান এবং তাঁর ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টির (একেপি) জন্য একটি বড় ধাক্কা।

এই নির্বাচনে একেপি পেয়েছে ৩৫ দশমিক ৫ শতাংশ ভোট। তবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, এখন তুরস্কের ৮১টি প্রদেশের মধ্যে দেশের সবচেয়ে বড় ১০টি মহানগরসহ ৩৫টি প্রদেশই শাসন করবেন সিএইচপির মেয়ররা। সিএইচপির নিয়ন্ত্রণে থাকা এসব এলাকার মোট জনসংখ্যা ৫ কোটি ৩০ লাখ। আর অন্যদিকে এরদোগানের একেপি জিতেছে ২৪টি প্রদেশে, যেগুলোর মোট জনসংখ্যা ১ কোটি ৯৫ লাখ। সিএইচপির এই অবাক করা জয়ের পেছনে তুরস্কের চলমান অর্থনৈতিক অস্থিরতা মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে।

এরদোগানের অনুসৃত ভুল সামষ্টিক নীতি সাধারণ তুর্কি নাগরিকদের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস করেছে, মুদ্রাস্ফীতিকে উসকে দিয়েছে এবং তুর্কি মুদ্রা লিরাকে ধাক্কা মেরে অনেক নিচে ফেলে দিয়েছে। আর এসবেরই রাজনৈতিক পরিণতি ভোগ করছেন এরদোগান ও তাঁর একেপি।

তুরস্কের মহানগর এলাকাগুলোতে, যেখানে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চেয়ে শ্রমিক শ্রেণি মূল্যস্ফীতির বড় শিকার হয়েছে, সেখানে এই অবস্থা বেশি দেখা গেছে। গভীর অর্থনৈতিক মন্দার কবলে পড়ে মানুষের মনে যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে, তা একেপির ভোট কমিয়ে দিয়েছে।

দেশটির বিরোধী রাজনীতিকদের সহজাত নেতা হিসেবে ইস্তাম্বুলের মেয়র ও সিএইচপির নেতা একরেম ইমামোগলুর উত্থানকে তুরস্কের গণতন্ত্রের ভবিষ্যতের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বিষয় হিসেবে দেখা হচ্ছে।

একেপির প্রার্থী মুরাত কুরুমকে ১২ শতাংশ পয়েন্টের ব্যবধানে পেছনে ফেলে ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে ইমামোগলু সহজেই পুনর্নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর পুনর্নির্বাচনের ক্ষেত্রে আরও একটি চিত্তাকর্ষক দিক হলো তাঁর প্রতিপক্ষ কুরুমের প্রচারণায় খোদ প্রেসিডেন্ট এরদোগানের সম্পৃক্ততা, সংবাদমাধ্যমের ফলাও প্রচার এবং আনুষঙ্গিক সরকারি সুবিধা ছিল; কিন্তু তারপরও কুরুম হেরে গেছেন।

আসলে এটি ক্ষমতাসীন একেপির বিরুদ্ধে (এবং বলা যায় এরদোগানেরও বিরুদ্ধে) ইমামোগলুর তৃতীয় জয়।

ঠিক পাঁচ বছর আগে ইমামোগলু ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচনে জিতেছিলেন। ওই নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন একেপি নেতা ও তুরস্কের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বিনালি ইলদিরিম। ওই মেয়র নির্বাচনে ইমামোগলু ১৩ হাজার ভোটে ইলদিরিমকে হারিয়েছিলেন। কিন্তু এরদোগানের সরকার ওই ভোটে 'অনিয়ম' হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ভোটের বৈধতা বাতিল করে দেয় এবং প্রার্থীদের আবার নির্বাচনে নামতে বাধ্য করে। সে ভোটেও প্রায় ৮ লাখ ভোট পেয়ে ইমামোগলু জিতে যান।

এসব বিবেচনায় নিয়ে গত রোববারের ইমামোগলুর জয়কে ২০১৯ সালের স্থানীয় নির্বাচনের শেষ রাউন্ড এবং ২০২৮ সালে অনুষ্ঠেয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রথম রাউন্ডের আলোকে ব্যাখ্যা করা উচিত।

এই নির্বাচনের ফল নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৮ সালের পরও এরদোগান যাতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়াতে পারেন সে জন্য ক্ষমতাসীন একেপি দ্বিতীয়বারের মতো সংবিধান সংশোধনে উদ্যোগী হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই ভোটের ফল একেপির সেই পদক্ষেপের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াবে। একেপির রাজনৈতিক জেল্লা এই নির্বাচনী ফলের কারণে অনেকটাই ঝাপসা হয়ে গেছে। এটি এরদোগানের অজনপ্রিয়তাকে তুলে ধরছে। ফলে একেপির রাজনৈতিক মর্যাদার ম্লান হয়ে যাওয়া চেহারা সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এরদোগানের ক্ষমতা প্রলম্বিত করার উদ্যোগের বৈধতাকে ইতিমধ্যেই ক্ষুন্ন করেছে।

যেহেতু এখন সংবিধান পরিবর্তনের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে আসবে, সেহেতু স্বাভাবিকভাবেই এরদোগানের রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি দিনকে দিন জোরালো হতে থাকবে।

এখন প্রশ্ন হলো এরদোগানের এই মেয়াদই যদি সত্যি সত্যি তার শেষ মেয়াদ হয়, তাহলে তাঁর সেই শূন্যস্থান কে বা কারা পূরণ করবেন? বছরের পর বছর ধরে তুরস্ক যে অর্থনৈতিক সমন্বয় কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে, একেপির এই বড় পরাজয় সেই কর্মসূচির ভবিষ্যতের ওপরও ছায়া ফেলেছে। ২০২৩ সালের মে মাসে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর অর্থনৈতিক গোঁড়ামিতে ফিরে আসাকে দলটির এই নির্বাচনের বিপর্যয়ের জন্য অনেক একেপি সদস্য দায়ী করবেন। সুদের হার মাত্রাতিরিক্তভাবে বাড়ানো এবং রক্ষণশীল রাজস্ব নীতি অনুসরণের কারণে তুরস্কে যে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রায় নিশ্চিতভাবেই একেপির জনপ্রিয়তায় ধস নামিয়েছে।

কিন্তু অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই তেতো বড়ি অপরিহার্য থেকে যাচ্ছে এবং কমপক্ষে আরও ১২ থেকে ১৮ মাসের জন্য এই নীতি অনুসরণ করতে হবে। তত দিন একেপিকে এই যন্ত্রণাদায়ক সমন্বয়ের জন্য দলের অভ্যন্তরীণ নেতাদের রাজনৈতিক সমর্থন জোগাড় করতে হবে। গতবারের প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট নির্বাচনে এরদোগানের বিরুদ্ধে তৎকালীন সিএইচপি নেতা কেমাল কিলিচদারুগলুকে সমর্থন করে প্রায় সব কটি বিরোধী দল জোট গঠন করেছিল। কিন্তু সেই নির্বাচনে তারা ব্যর্থ হওয়ার পর, বিরোধী জোট ভেঙে পড়ে। গত রোববারের স্থানীয় নির্বাচনে বিরোধী প্রতিটি দল তাদের নিজস্ব প্রার্থী দেয়। বিরোধী নিয়ন্ত্রিত এলাকাগুলোতে এসব বিরোধী দল আলাদাভাবে বেশ ভালো ফল করেছে।

ভোটের ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, ইমামোগলু এবং রাজধানী আঙ্কারার হবু সিএইচপি মেয়র মনসুর ইয়াভাস তাঁদের দলের সমর্থকদের বাইরের ভোটে টানতে সক্ষম হয়েছেন।

এই পরিস্থিতি বিরোধী দলগুলোর জন্য, বিশেষ করে ইমামোগলু এবং সিএইচপির চেয়ারম্যান ওজগার ওজেলের জন্য ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতিপর্বকে স্বস্তিদায়ক করেছে।

শেষ পর্যন্ত গত রোববারের নির্বাচনে সম্ভবত তুর্কি গণতন্ত্রেরই প্রকৃত জয় হয়েছে। তুর্কি ভোটাররা আবারও বহুদলীয় গণতন্ত্রের প্রতি গভীর অনুরাগ দেখিয়েছেন। তাঁরা গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের সম্ভাবনার প্রতি তাঁদের আস্থা প্রদর্শন করেছেন। গত এক দশকে দেশটি নিঃসন্দেহে এরদোগানের কর্তৃত্ববাদী শাসনের কবলে পড়ে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় পিছিয়ে পড়েছে। কিন্তু তুর্কিরা দেখিয়ে দিয়েছেন তুর্কি প্রজাতন্ত্র দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রবেশকালে কেন শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক বিশ্বের ঘাটে দৃঢ়ভাবে নোঙর ফেলেছে।

সৌ: প্র: আ:

প্রথম নজর

ঈদের পরেই প্রচারে ঝাঁঝ বাড়ালেন সাজদা

সুরজীৎ আদক ● আমতা

আপনজন: আমতার মাটি থেকে বেশি লিড দেওয়ার টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন উলুবেড়িয়া লোকসভা নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যান তথা রাজ্যের পূর্ত,জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের মন্ত্রী পুলক রায়।এবার সেই টার্গেট পূরণের জন্য প্রচারের ঝাঁঝ বাড়ালেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা বিদায়ী সাংসদ সাজদা আহমেদ। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগে আমতা কেন্দ্রের কাশমলি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের আয়োজনে বাকসিহাটে বর্ধিত কর্মীসভা থেকে উলুবেড়িয়া লোকসভা আসনের দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ-কে আমতা কেন্দ্র থেকেই ৫২ হাজার ভোট লিড দেওয়ার টার্গেট বেঁধে দিয়েছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায়। মন্ত্রীর সেই নির্দেশ মোতাবেক ইতিমধ্যেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দলের নেতা ও কর্মী সমর্থকেরাও। বৃহস্পতিবার শাসক-বিরোধী দু'দলের নেতা থেকে মন্ত্রী এমনকি প্রার্থীরাও সামিল হন ঈদ উৎসবে । আর পবিত্র ঈদ উৎসবের পরেই শনিবার আমতা কেন্দ্রের থলিয়া এবং ঝিকিরা অঞ্চলের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রচার ও জনসংযোগ সারলেন প্রার্থী সাজদা আহমেদ। আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল জানান, রাজ্যের মন্ত্রী পুলক রায় উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের আমাদের আমতা কেন্দ্রের ১৮টি অঞ্চলের ২৯২টি বুথ থেকে মোট ৫২ হাজার ভোটের লিড দেওয়ার যে টার্গেট বেঁধে দিয়েছেন,সেই টার্গেট পূরণ করতেই আমরা প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছি।উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ তথা দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ জানান,'একদিকে কেন্দ্র সরকারের আকাশছোঁয়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি! অন্যদিকে রাজ্য সরকারের নজরকাড়া পদক্ষেপ। যেমন লক্ষীর ভান্ডারে সাধারণ মহিলাদের জন্য ৫০০ টাকা থেকে বেড়ে ১০০০ টাকা।এবং তফসিলি জাতি ও উপজাতিদের জন্য ১০০০ থেকে বেড়ে হয়েছে ১২০০ টাকা।তাই আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে সাধারণ মানুষ তাঁরা সঠিক প্রতিনিধিকে বেছে নেবেন বলেই আমার বিশ্বাস। এদিনের এই জনসংযোগে দলের প্রার্থী সাজদা আহমেদ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত পাল,হাওড়া জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ সেলিমুল আলম,বাগনান-১নং পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ সেখ সাদ্দাম (বান্টি) প্রমুখ।

শান্তির আহ্বানে দুয়ারে দুয়ারে কর্মাধ্যক্ষ

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকলেও ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে কার্পণ্য নেই রাজনীতিবিদদের। হাড়োয়া বিধানসভা এলাকার জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হাজী ফারহাদ বৃহস্পতিবার ঈদের নামাজ সমাপ্ত করে নিজের এলাকায় প্রতিবেশীদের খোঁজখবর নিতে সশরীরে হাজির হন ফারহাদ। লক্ষণীয় বিষয় সেখানে কয়েকজন রাজনৈতিক মতানৈক্য ব্যক্তির বাড়িতেও পৌঁছে গিয়ে সৌজন্যের নজির সৃষ্টি করেন। কখনো পায়ে হেঁটে কখনো বা স্কুটার চেপে পৌঁছে যান দুয়ারে দুয়ারে। ফারহাদ বলেন, মানুষের পাশে থেকে সৌজন্যের রাজনীতি করাই আমাদের শিখিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই দলীয় নেতৃত্বের কথাকে মান্যতা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ হিসাবে নৈতিক দায়িত্ব পালন করাই কর্তব্য।

জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু চালকের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা। বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল দুই বাইক আরোহী যুবকের। গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আরও একজন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ওই যুবকদের নাম, তন্ময় সরকার(৩০) এবং বিমান সরকার (২২)। উভয়ের বাড়ি মুর্শিদাবাদের সুতি থানা এলাকার ফরিদপুর গ্রামে। পুলিশ দেহ উদ্ধার করে জঙ্গিপুর হাসাপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে সুতির সাজুর মোড়ের দিক থেকে অ্যাপাচে বাইকে করে সামশেরগঞ্জের বাসুদেবপুর হয়ে ডাকবাংলার দিকে যাচ্ছিল তিন যুবক। সেসময় বাসুদেবপুর বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে তারা। ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তিনজনকেই সুতির মহেসাইল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও চিকিৎসকরা দুজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকি একজনের চিকিৎসা চলছে। এদিকে দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ। তারপরেই দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়।

গার্ডেনরিচে বহুতল ভাঙার ঘটনায় তিন ইঞ্জিনিয়ার সাসপেন্ড

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: গার্ডেনরিচে নির্মীয়মান বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় কলকাতা পুরসভার তিন ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হল। গত ২২ মার্চ ওই ঘটনায় তদন্ত করতে একটি সাত সদস্যের কমিটি গঠন করেছিল কলকাতা পুরসভা। শুক্রবার ওই তদন্ত কমিটি ছটি বিষয়ে রিপোর্ট জমা দেয় কলকাতা পুরসভার বর্তমান কমিশনার ধবল জৈনের কাছে। সেই রিপোর্টের ওপরেই ভিত্তি করে তিন ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করার কথা ঘোষণা করে কলকাতা পৌরসভা। তবে ওই ঘটনায় তদন্ত এখনো শেষ হয়নি।

তদন্তে নিরপেক্ষতা রাখতেই ওই তিন ইঞ্জিনিয়ার কে সাসপেন্ড করা হয় বলে জানা গিয়েছে। তবে তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তি মূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা পড়ার পরেই ওই তিন ইঞ্জিনিয়ার এর ভুল ত্রুটি চিহ্নিত হবে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে ওই ইঞ্জিনিয়ারদের বিল্ডিং বিভাগ থেকে সরিয়ে অন্যত্র বদলি করা হয়েছিল। এবার তদন্ত প্রক্রিয়া চলাকালীন তাদের সাসপেন্ড করা হল। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, কত ১৭ মার্চ কলকাতা পুরসভার ১৩৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটি নির্মীয়মান বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়ে ১৩ জনের মৃত্যু হয়। ঘটনার পর ১৮ মার্চ সন্ধ্যায় মেয়র ফিরহাদ হাকিম এর উপস্থিতিতে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়। সেই বৈঠকের পর ১৫ নম্বর বোরোর এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সাব এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার কে শোকজ করা হয়। ৪৮ ঘন্টার মধ্যে ওই ইঞ্জিনিয়ারদের শোকজের জবাব দিতে বলা হয়। এরপর তারা যে জবাব দেয় তা সন্তোষজনক বলে মনে করেনি কলকাতা পুরসভা। তাই ওই ইঞ্জিনিয়ারদের কয়েক মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। জানা গেছে, বর্তমান তদন্ত কমিটির রিপোর্টে সিমেন্টে কংক্রিট ঠিক ছিল না সঙ্গে রাফ ফুটিং অর্থাৎ ভিতে বিন্দুমাত্র কংক্রিটের অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি এই ধরনের কথা উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া নির্মাণ ক্ষেত্রে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছে বলেও রিপোর্টে বলা হয়েছে। কোনরকম স্ট্রাকচারাল ডিজাইন ছাড়া বহুতলটি নির্মাণ করা হচ্ছিল বলে, রিপোর্টে উল্লেখ হয়েছে। যদিও এখনো ওই ঘটনাস্থলের মাটি পরীক্ষা করা হয়নি। সেটি আগামী দিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় করবে বলে জানা গিয়েছে।

কালিয়াচকে নাকা চেকিং পুলিশের

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচন নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে তৎপর পুলিশ প্রশাসন। নাকা চেকিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। নিরাপত্তায় কার্যত মুড়ে দিতে সক্রিয় রয়েছে নির্বাচন কমিশন ও মালদা জেলা পুলিশ ও প্রশাসন। কালিয়াচক থানার অধীনে ৪টি স্থানে নাকা চেকিং পয়েন্টের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে মধুঘাট, সুলতানগঞ্জে, বালিয়াডাঙ্গা রুটের মোজমপুর, কালিয়াচক অমৃতি রুটের সিলামপুরে নাকা চেকিং পয়েন্ট করা হয়েছে। কার্যত সারাক্ষণই চলছে নজরদারি। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই চলছে তল্লাশি। মূলত অবাঞ্ছিত কিছু , টাকা পয়সা থেকে প্রভৃতি থাকলে দেখা হচ্ছে। ১২ এপ্রিল থেকে নাকা চেকিং শুরু হয়েছে এবং চলবে ৬ মে পর্যন্ত। শনিবার সিলামপুর নাকা চেকিং পয়েন্ট খতিয়ে দেখতে নাকা চেকিং এ উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট আইপিএস সবিতা গোতওয়াল, কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরি-সহ সংশ্লিষ্ট জেলা ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। কালিয়াচকের অন্যতম ব্যস্ততম এলাকা রুট কালিয়াচক সিলামপুর অমৃতি রুট । কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায় চৌধুরি জানান, 'কালিয়াচক থানা এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে ৪ টি নাকা চেকিং পয়েন্ট করা হয়েছে। সন্দেহজনক কোন কিছু কিংবা অবাঞ্ছিত কিছু গাড়িতে নিয়ে চলাচল করলে তাতে নজরদারি চালানো হচ্ছে ও ধরা পড়লে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ইমন স্টুডিওর বর্ষ অনুষ্ঠান

বাবলু প্রামানিক ● সোনারপুর

আপনজন: দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিশারপাড়া কোদালিয়ায় ইমন স্টুডিও উদ্যোগে সকাল থেকে ১২ জন কলাকুশলী নিয়ে পয়লা বৈশাখের উপলক্ষে। ক্যালেন্ডার শুটিংয়ের আয়োজন করা হয়। যারা আগামী দিনে বিভিন্ন মডেল হিসাবে বিভিন্ন জায়গায় পরিচিত পাবে।

ইন্ডাস্ট্রিজ উদ্যোক্তা সোনালী দে বলেন পাঁচ বছর ধরে মডেলিং কাজের সাথে যুক্ত হয়েছি। যা আগামী দিনে পথ চলতে অনেক সহজ হবে।

আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত দুটি বাড়ি

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: রান্নার উনুনের আগুন থেকে ভরদুপুরে সাগরপাড়ায় আগুনে পুড়ল ২টি বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার দুপুরে সাগরপাড়া থানার দেবীপুর বাজার আশ্রমপাড়া এলাকায় গৌতম সরকারের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে। তারপর ধোঁয়া দেখতে পেয়ে পরিবারের সদস্যরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে। ঘটনায় গৌতম সরকার এবং তার ভাইয়ের বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মিভূত হয়। কিছুই বাঁচানো সম্ভব হয়নি। তবে গ্রামবাসীদের তৎপরতায় বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো সম্ভব হয়েছে, না হলে আশেপাশের বাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে যেত বলে সূত্রে খবর। রান্নার উনুনের আগুন থেকে এই ঘটনা বলে জানান পরিবারের সদস্যরা। আগুনের ঘটনায় গৌতম সরকারের বাড়ির আসবাবপত্র, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র,চাল,গম সহ অন্যান্য সামগ্রী কিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। এখন ছেলেমেয়েদের নিয়ে কোথায় থাকবেন,কি খাবেন কিছুই জানেন না তারা। আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলোর জন্য সরকারি সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

আরএসপি প্রার্থীর সমর্থনে পথসভা

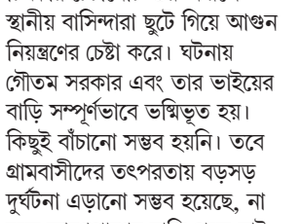

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: আসন্ন লোকসভা নির্বাচন উপলক্ষে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত আরএসপি দলের প্রার্থী জয়দেব সিদ্ধান্ত- র সমর্থনে পথসভা।

কুমারগঞ্জ ব্লকের সমজিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মোল্লা দীঘি বাজারে এই পথসভা চলে শনিবার। পথসভায় সভাপতিত্ব করেন বিশ্বনাথ শিল। এছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন, বামফ্রন্টের কুমারগঞ্জ ব্লকের আহ্বায়ক রণজিৎ কুমার তালুকদার, মোফাজ্জল হোসেন, দিনেশ দাস।

পথসভায় বক্তব্য রাখেন ছাত্র সংগঠনের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অ্যালবার্ট এবং সিপিআই(এম) দলের জেলা কমিটির সদস্য মোফাজ্জল হোসেন সহ আরো অনেকে।

ঈদ উপলক্ষে বস্ত্র বিতরণ ও সংবর্ধনা

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: পূর্ব বর্ধমানের রায়না ১ এর বহরমপুর গ্রামের গ্রীন স্টার ক্লাবের উদ্যোগে জাঁকজমকপূর্ণভাবে পালিত হয় ঈদের অনুষ্ঠান।এই অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে বস্ত্র বিতরণ, গুণীজন সংবর্ধনা ও দুস্থ মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের কে সম্মানিত করা হয়।গ্রীন স্টার ক্লাবের পক্ষ থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন রায়নার বিধাইকা শম্পা ধারা, রায়না থানার ওসি পুষ্পেন্দু জানা, অল ইন্ডিয়া হিউম্যান রাইটসের চেয়ারম্যান বুম্বা মুখার্জি ,দক্ষিণ দামোদর প্রেস ক্লাবের সম্পাদক মোল্লা শফিকুল ইসলাম সহ বহু বিশিষ্ট অতিথিরা। সমস্ত অতিথিরা অনুষ্ঠানের অন্যতম উদ্যোক্তা হাফিজুল ও ক্লাবের কর্মকর্তাদের এই উদ্যোগের জন্য ভুয়সী প্রশংসা করেন। সমস্ত আগত অতিথিরা ঈদের শুভেচ্ছা জানান। ক্লাবের অন্যতম কর্মকর্তা হাফিজুল বলেন তারা সারা বছর ধরে মানুষের সেবায় রক্তদান থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সমাজিক কাজ করে থাকেন। তারা ঈদের এরকম ধরনের অনুষ্ঠান করতে পেরে তারা খুবই আনন্দিত। এই অনুষ্ঠানে অতিথিদেরকে আসার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

ঈদ উপহার সুফি সুপার সোসাইটির

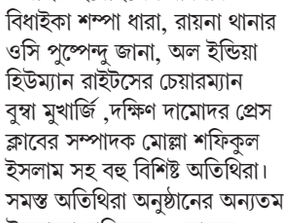

নুরুল ইসলাম খান ● হুগলি

আপনজন: হুগলি র "সুফি সুপার সোসাইটি" র তরফে ঈদের খুশি সকল স্তরের মানুষের সাথে ভাগ করে নিতে সংগঠনটি এলাকার তিনটি হসপিটাল (জাঙ্গিপাড়া রুরাল হসপিটাল ,উদয়নারায়নপুর স্টেট হসপিটাল এবং জগৎবলভপুর হাসপাতালে) প্রায় আড়াই শতাধিক বেশি রুগীদের হাতে "ঈদ উপহার" হিসাবে খাদ্য তুলে দিল । সুফী সুপার সোসাইটি শিক্ষা ও সেবামূলক সংগঠন। জঙ্গল সুফী, সাতগড়া,জাঙ্গীপাড়া, হুগলী । সংগঠনের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন তানবির জামান, মোকতাদেরুল মল্লিক, আফ্রিদি সেখ নজরুল সহ সদস্য বৃন্দ।

ধর্মস্থান অপবিত্র করায় আদিবাসীদের বিক্ষোভ

আনোয়ার আলি ● মেমারি

আপনজন: আদিবাসী সাঁওতাল জনজাতির লৌকিক দেবতার মধ্যে অন্যতম জাহের বুড়ি, জাহের হাড়াম, মারাংবুরু, মড়েক, তুরুইক, সীমাসাড়ে প্রভৃতি। এই জনজাতির পূজা-পার্বণ স্থল 'জাহের থান' নামে পরিচিত। জাহের থান সাঁওতালদের সবচেয়ে পবিত্র ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এটি গ্রামের এক প্রান্তে অবস্থিত হয়। সাঁওতালদের গ্রাম নির্মাণের সাথে জাহের থানের নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেরকমই একটি পবিত্র 'জাহের থান হল পূর্ব বর্ধমান জেলার মেমারি ১ ব্লকের অন্তর্গত দুর্গাপুর অঞ্চলের চোটখন্ড উত্তর এলাকার তারঘেরার জাহের থান - যেটি ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের তত্ত্বাবধানে। এলাকার আদিবাসীদের অভিযোগ স্থানীয় বাসিন্দ উন্নতি ঘোষ স্বামী লাল্টু ঘোষ পবিত্র জাহের থানের তাদের দেবদেবী ছুঁড়ে ফেলে ভেঙে দিয়েছে, পবিত্র স্থানে গোবর ফেলে জাহের থান প্রাঙ্গনটি নোংরা করেছে। এছাড়াও তারা আদিবাসী দেখা মাত্রই অকথ্য ভাষায় কটুক্তি করেন। এ বিষয়ে মেমারি থানা, মেমারি ১ বিডিও, পূর্ব বর্ধমান জেলা শাসক, এসডিওকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।

ভারত জাকাত মাঝি পারগানা মহলের পক্ষ থেকে শিক্ষক মহাদেব টুডু বলেন আদিবাসীদের ধর্মস্থান অপবিত্রকারীকে ক্ষমা চাইতে হবে। ক্ষমা না চাইলে পুড়িয়ে মারার হুমকি দেন। এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন দীর্ঘদিন ধরেন তৃণমূল শাসিত দুর্গাপুর অঞ্চলের জনপ্রতিনিধিদের অভিযোগ ও সমস্যা সমাধানের কথা বললে বিষয়টি তারা এড়িয়ে যান। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী আদিবাসীদের সুরক্ষা সম্মানের কথা বলেন সেখানে তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের কোন হেলদোল নেই। তার অভিযোগ, ভেস্টেড ল্যান্ডে তিনপুরুষ ধরে আদিবাসীদের জাহের থানের কিছু অংশ উন্নতি ঘোষের নামে রেকর্ড।

বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণ কাণ্ডে দুজন গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক ● তমলুক

আপনজন: বেঙ্গালুরুতে রামেশ্বরম কাফেতে বিস্ফোরণকাণ্ডে ২ সন্দেহভাজন গ্রেফতার দুই,কাঁথি থেকে ২ সন্দেহভাজনকে গ্রেফতার করেছে এনআইএ,ভুয়ো পরিচয়ে কাঁথিতেই আত্মগোপন করে ছিল ২ সন্দেহভাজন।২ জনের মধ্যে একজন বিস্ফোরণকাণ্ডের মাস্টারমাইন্ড,এমন দাবি এনআইএ-র।ভোটের মুখে এহেন ঘটনায় বিজেপির শীর্ষ নের্তৃত্বের নিশানায় মমতার সরকার, 'দুর্ভাগ্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে উঠছে', মন্তব্য অমিত মালব্যর,ভোটের মুখে এহেন ঘটনায়,এবার মুখ খুললেন কাঁথির তৃণমূল প্রার্থী তথা বিধায়ক উত্তম বারিক। উত্তম বলেন, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত করে, কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহার করে, ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার, রাজনৈতিক অস্তিত্ব রক্ষা করতে চাইছে। জনগণ থেকে তাঁরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই ভোট দেবে।' পাশাপাশি তিনি গোটা ঘটনায় কেন্দ্রীয় সরকারকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন। তিনি বলেন, 'এটি একটি চক্রান্ত। এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্যই এই সকল কর্মকাণ্ডের সঙ্গে থাকে কেন্দ্রীয় সরকার।' বলেই দাবি কাঁথির তৃণমূল প্রার্থীর। এনআইএ সূত্রে দাবি, রামেশ্বরম কাফেতে বিস্ফোরণের পরেই পশ্চিমবঙ্গে চলে আসে ধৃত মুসাভির হুসেন, শাজিব ও আবদুল মাথিন আহমেদ ত্বহা। ২৮ দিন ধরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে বেরিয়েছে তারা। দু-তিন দিন আগে অন্য নাম ব্যবহার করে নিউ দিঘার একটি হোটেলে ওঠে দুই সন্দেহভাজন। সূত্রের খবর,তাদের ধরতে রাজ্য পুলিশের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এনআইএ। পরিকল্পনা মতো গতকাল গভীর রাতে হোটেলে হানা দিয়ে দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়।

দেগঙ্গায় 'ঈদের খেলা মিলন মেলা' অনুষ্ঠান

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন: ঈদুল ফিতর উপলক্ষে দেগঙ্গার সোহাই শ্বেতপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় বিশ্বেশ্বর পুর সংকল্প গ্রাম কল্যাণ সমিতির আয়োজনে তিন দিনব্যাপী ঈদের খেলা মিলন মেলা শীর্ষক এক আনন্দ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। চাঁদ রাতের দিন থেকে শুরু হয়ে ঈদের পরদিন পর্যন্ত চলে এই অনুষ্ঠান।এই অনুষ্ঠানে কেরাত, গজল প্রতিযোগিতা, ইসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান,বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গুণী মানুষদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।বর্তমান সমাজব্যবস্থার উপর ছিল এক মনোজ্ঞ আলোচনা।বস্ত্র বিতরণ,শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিষেবা ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।সমাপ্তি অনুষ্ঠানে মসজিদের ইমাম এবং হাজী সাহেবদের সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি বলেন,মা এবং পিতা হলেন আমাদের প্রধান শিক্ষক। সেই মা কে যদি আমরা সুশিক্ষিত করতে না পারি তাহলে আমাদের সন্তানদের আমরা তৈরি করতে পারব না, মানুষ করতে পারব না।এই অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম মুকুল,মাসুদ আলম,ওজিদুল হক সাহাজি, শাহজাহান, মৃত্যুঞ্জয় ঘোষ, মুজিবর সহ আরো অনেকে। তিন দিন ধরে হয় এই মিলন মেলা অনুষ্ঠান।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

জয়নগরে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● জয়নগর

আপনজন: জয়নগর থানা এলাকা থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য।ঘটনাস্থলে বারুইপুর এস ডি পিও অতীশ বিশ্বাসে নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন। দুই দিন নিখোঁজ থাকার পরে ধান ক্ষেতের মধ্যে থেকে এক কৃষকের ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ালো শনিবার সন্ধ্যায়।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল,জয়নগর থানার অন্তর্গত গোদাবর এলাকার এক কৃষক আব্দুল ওয়াব শেখ(৬০) গত বৃহস্পতিবার ঈদের বিকাল থেকে নিখোঁজ ছিলো,শনিবার বিকালে এলাকার লোকজন চাষের জমির পাশে মৃতদেহ দেখতে পায়,ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পালের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী।মৃতের পরিবারের দাবী গ্রামের মধ্যে অন্য এক ব্যাক্তির সঙ্গে ভাগচাষী হিসাবে ধান চাষ করতেন আব্দুল ওয়াব শেখ,ভাগ চাষীর সঙ্গে দীর্ঘ দিনের ঝামেলা, এই কারণে খুন বলে দাবী মৃত চাষীর পরিবারের।পুলিশ এই ঘটনায় গ্রামের ২ জন কে আটক করে জিজ্ঞাসা করছে।ঘটনাস্থলে উপস্থিত আছেন বারুইপুর এস ডি পিও অতীশ বিশ্বাস,জয়নগর থানার আই সি পার্থ সারথি পাল সহ প্রচুর পুলিশ বাহিনী। মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়।

প্রচারে সেলিম

আপনজন: মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত কংগ্রেস সমর্থীত প্রার্থী মুহাম্মদ সেলিমের ভোট প্রচারে ভিড় মুর্শিদাবাদের রানীনগরে। ছবি ও তথ্য: সজিবুল ইসলাম।

ঈদে দেবাংশু

আপনজন: ঈদ মিলন উৎসবে দেবাংশু ভট্টাচার্যকে পুষ্প দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন হোড়খালী অঞ্চলের প্রধান আঞ্জুমা বিবি। ছবি: সেক আনোয়ার হোসেন।

কবি গীতশ্রীর অ্যালবাম

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: একালের এক প্রতিভাময়ী কবি গীতশ্রী সাহা সাহিত্যচর্চা ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বহুদিন ধরে চলাচল করছেন মূলত সাহিত্যকে ভালবেসে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পাঠ্যরত অবস্থায় লেখালেখিতে হাতে খড়ি মূলত একটি কবিতার মাধ্যমে। বিভিন্ন দৈনিক ও পত্রপত্রিকায় তাঁর লেখা কবিতা ও গল্প প্রকাশিত হয়ে চলেছে বিভিন্ন সময়ে। বিষয় ভিত্তিক চিন্তাশীল প্রকাশ ঘটে তার কবিতায়। পেশায় হার্ড ওয়ার ইঞ্জিনিয়ার গীতশ্রী কাজের ফাঁকে সময় পেলেই কবিতা লিখেন, কলম ধরেন। এবার এ.সি. ডিজিটাল মিউজিক জিও সাভন অ্যাপে প্রকাশ করল লেখিকা ও কণ্ঠ শিল্পী গীতশ্রী সাহার তিনটি এ্যালবাম। সেগুলি হল "নববর্ষ " "দীপ্তিময় রবীন্দ্রনাথ" ও "বনলতা সেন"।

প্রথম নজর

বাবার সঙ্গে তেল বিক্রি করতে এসে ঈদের সকালে মৃত্যু পুত্রের

নাজিম আক্তার ● হরিশ্চন্দ্রপুর

আপনজন: খুশির ঈদ আর পালন করা হল না। বাবার সঙ্গে কোড মাছের হাড় ও বাতের ব্যথার তেল বিক্রি করতে করতে এসে ঈদের সকালে মৃত্যু হল যুবকের।ছেলের নতুন জামা কাপড় বুকে জড়িয়ে ধরে কান্নায় ভেঙে পড়ে বৃদ্ধা মা।জানা গেছে,মৃত যুবকের নাম রাজু শেখ(২৭)।বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলার সালারে।মাস দুয়েক আগে সপরিবারে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল।গত তিন দিন থেকে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার মহেন্দ্রপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বনসরিয়া গ্রামে তাঁবু খাটিয়ে রয়েছে পরিবারটি।এদিন সকালে যুবকের মৃত্যুতে দিশেহারা হয়ে পড়ে পরিবার। ভবানীপুর গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় ভবানীপুর গ্রামে তার কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা হয়।বাবা কতিল শেখ বলেন,

'আমার তিন ছেলে।রাজু ছিল মেজো।বড়ো ও ছোট ছেলে শারীরিক প্রতিবন্ধী।মাস দুয়েক আগে সপরিবারে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।হাটে-বাজারে ও গ্রামে গিয়ে কোড মাছের হাড় ও বাতের ব্যথার তেল বিক্রি করে সংসার লালন পালন করি।বছরের ছয় মাস বাইরে থাকি ও ছয় মাস ঘরে থাকি।ছেলে দীর্ঘ ধরে মৃগী রোগে ভুগছিল।অর্থের অভাবে সেইভাবে চিকিৎসা করাতে পারছিলাম না।ঈদের দিন বৃহস্পতিবার ভোরে অসুস্থজনিত কারণে রাজুর মৃত্যু হয়েছে।রাজু শেখের মা মহবুদা বিবি বলেন' ছেলের জন্য ঈদ উপলক্ষে একদিন আগে নতুন কাপড় কিনেছিলাম। তারপরের দিন সকালে ঈদের নামাজ পড়তে যাওয়ার আগে ভোরে মারা যায়।'স্থানীয় বাসিন্দা হেলাল আলি বলেন, ছেলের মৃত্যুতে পরিবারটি দিশেহারা হয়ে পড়েছিল।আমাদেরকে জানালে গ্রামবাসী মিলে কাফন ও দাফনের ব্যবস্থা করে দিলাম।'

প্রতিষ্ঠা দিবস পালন চৈতন্য টেকনো স্কুলের

পারিজাত মোল্লা ● হাওড়া

আপনজন: শনিবার দেশব্যাপী ৯০০ স্কুল ৮ লক্ষছাত্রছাত্রী নিয়ে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল শ্রী চৈতন্য টেকনো স্কুল। দিল্লির সিবিএসই পঞ্জীভূত এই স্কুল রাজ্যে ৮ টি শাখা ইতিমধ্যেই বিস্তার করেছে। এদিন হাওড়ার লিলুয়া ক্যাম্পাসে ছিল ইন্টসো প্রাইজ ডিস্টিবিউশন। সাংবাদিক সম্মেলনে পানিহাটি শাখার প্রধান সুমিতা চক্রবর্তী বলেন -''আমাদের চেয়ারম্যানের উপদেশ এই প্রতিষ্ঠানে ছাত্র শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যেন সংযোগ থাকে। আমরা সেটা মেনে চলি। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যে কোনো শাখায় প্রিন্সিপালের সঙ্গে অভিভাবকরা যখন খুশি দেখা করে তাঁদের বক্তব্য জানাতে পারেন। আমরা পড়াশোনার পাশাপশি ছাত্রছাত্রীদের মনস্তত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করি। আজকের ক্ষয়িষ্ণু সমাজে ভবিষ্যতের নাগরিকদের সুস্থ মানসিকতা একান্ত কাম্য। আমরা সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকি। তাই যথার্থ মানুষ গড়ার কারিগর হিসেবে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'। লিলুয়া শাখার প্রধান রবিকিরণ বলেন, এই বছর রাজ্য থেকে বিশ্বমানের ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ট্যালেন্ট সার্চ অলিম্পিয়াড পরীক্ষায় আমাদের প্রতিষ্ঠানের র ৪৪ জন সফল হয়েছেন।

অনুগামীর জামার কলার ধরায় বিতর্কে অধীর চৌধুরি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: একসময় 'অধীর গড়' নামে পরিচিত ছিল বহরমপুর তথা মুর্শিদাবাদ জেলা! এবার নিজের গড়েই নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়লেন অধীর চৌধুরী। শনিবার সকালে বহরমপুরে প্রচারে যেতেই নতুনবাজার গোয়ালপাড়া এলাকায় গো ব্যাক স্লোগানের সম্মুখীন হন অধীর চৌধুরী। পাল্টা স্লোগান শোনা যায় অধীর চৌধুরীর অনুগামীদের মুখ থেকে।

তবে পরিস্থিতি তখন অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে, যখন অধীর চৌধুরী গাড়ি থেকে নেমে এসে এক তৃণমূল কর্মীকে ধাক্কা দিয়ে তার সঙ্গে বচসায় জড়ান। পাশেই ছিল সিসি ক্যামেরা, যার ফুটেজ রীতিমতো ভাইরাল হয়েছে সামাজিক মাধ্যম জুড়ে। ভোটের আগে বিতর্কের মুখে বহরমপুরের পাঁচবারের কংগ্রেস সাংসদ অধীর রঞ্জন চৌধুরী। শনিবার সকালে অধীর চৌধুরী বহরমপুরের গান্ধী কলোনিতে প্রচার সেরে ভাগীরথীর পাশের রাস্তা ধরে বাড়ি ফিরছিলেন, নতুনবাজার গোয়ালপাড়ার হনুমান মন্দিরের সামনে রাস্তায় এক তৃণমূল কর্মী অধীর কে দেখে অশালীন মন্তব্য করে বলে অভিযোগ। গাড়ি থেকে নেমে ওই তৃণমূল কর্মীর সাথে বচসায় জড়ান অধীর। ওই তৃণমূল কর্মীকে ধাক্কা দিয়ে তার কলার ধরতেও দেখা যায় অধীর কে। ভাইরাল হয় সেই সিসি ক্যামেরার ফুটেজ। যা নিয়ে শনিবার দিনভর সরগরম থাকে বহরমপুরের রাজনীতি।

শনিবার সন্ধ্যায় অধীরের বিরুদ্ধে বহরমপুর শহর জুড়ে ধিক্কার মিছিল করে তৃণমূল কংগ্রেস।

অধীরের অবশ্য দাবী তিনি কাউকেই মারধর করেননি। বরং, তৃণমূল কর্মীরাই অশান্তির সৃষ্টি করেছিল। পৌরসভা নির্বাচনে একইভাবে পথ আটকানো হয়েছিল তার।

যদিও এই ঘটনার পর অধীর চৌধুরীর দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন বহরমপুর পৌরসভার পৌরপিতা তথা তৃণমূল নেতা নাড়ুগোপাল মুখার্জি।

ইডি হেফাজতে ভয় দেখিয়ে স্বীকারোক্তি আদায়: শাহজাহান

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: শনিবার সন্দেশখালি কাণ্ডে ধৃত শেখ শাহজাহানকে প্রথমে নিয়ে যাওয়া হয় মেডিকেল পরীক্ষা করার জন্য হাসপাতালে। এরপর হাসপাতাল থেকে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় ব্যাঙ্কশাল আদালতে। সেখানে তার পক্ষে আইনজীবী আদালতে দাবি করেন ইডি হেফাজতে থাকাকালীন জোর করে ভয় দেখিয়ে তার মক্কেল শেখ শাহজাহানকে বয়ান লেখানো হয়েছে। একই সঙ্গে তার আইনজীবী কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে শেখ শাহজাহান যে বয়ান দিয়েছে সেই বয়ান প্রত্যাহার করে নিতে চায় বলে তারা আইনজীবী জাকির হুসেন আদালতে আবেদন জানান। দুর্নীতি মামলায় দৃত হুগলি জেলার বলা ঘরের যুবনেতা কুন্তল ঘোষ এবং রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত শংকর আঢ্য এই একই অভিযোগ এর আগে করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার বিরুদ্ধে। শনিবার সন্দেশখালি মামলার শুনানি ছিল ব্যাঙ্কশাল আদালতে। শুনানি চলাকালীন ভ্যানচাল আদালতে শাহজাহানের বিচার বিভাগীয় হেফাজত চেয়ে আবেদন জানান আইনজীবী অরিজিৎ চক্রবর্তী। তার দাবি ছিল এই মামলায় কারা সাক্ষী দিয়েছেন তা শাহজাহান জানেন। এখন শাহজাহান মুক্তি পেলে এই

মামলার অসুবিধা হতে পারে। শাহজাহানের আয় বহির্ভূত অনেক সম্পত্তি রয়েছে বলেও আদালতে জানান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আইনজীবী। সেই সময় আদালতে বিচারপতির কাছে একটি কাগজ পেশ করেন শাহজাহানের আইনজীবী। তিনি আদালতে জানান ওই কাগজে শাহজাহানের বয়ান রয়েছে এবং তিনিই তা আদালতকে জানাতে চান। শাহজানের আইনজীবী আদালতকে জানান ভয় দেখিয়ে ইডি হেফাজতে থাকাকালীন তার মক্কেলকে দিয়ে জোর করে বয়ান লেখানো হয়েছে। হুমকি দেওয়া হয়েছিল যদি ওই বয়ান না দেয় তাহলে তার পরিবারকে মাদক ও মহিলা পাচার মামলায় জড়িয়ে দেওয়া হবে। এরপরই শাহজাহান ওই বয়ান দেন। তবে এখন শাহজাহান তার বয়ান প্রত্যাহার করতে চান বলে আদালতকে আবেদন জানান। শাহজাহানের আইনজীবীর এই

তাহের-খলিলুরের মনোনয়ন

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: লোকসভা নির্বাচনের মনোনয়ন জমা করলেন জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা দুই বিদায়ী সাংসদ খলিলুর রহমান ও আবু তাহের খান।আগামী ৭ই মে তৃতীয় দফায় নির্বাচন হবে জঙ্গিপুর ও মুর্শিদাবাদ লোকসভা আসনে। শুক্রবার মনোনয়ন জমার প্রথম দিনেই নিজেদের মনোনয়ন জমা করলেন দুই তৃণমূল প্রার্থী। এই দুই কেন্দ্রে মনোনয়নের শেষ দিন আগামী ১৯ শে এপ্রিল। ২২ শে এপ্রিল মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিন। রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রের ভোট গণনার পাশাপাশি এই দুই কেন্দ্রেও ভোট গণনা হবে ৪ঠা জুন। প্রসঙ্গত, গত ২০১৯ এর লোকসভা নির্বাচনে জঙ্গিপুর কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী খলিলুর রহমান, অন্যদিকে মুর্শিদাবাদ কেন্দ্র থেকে জয়ী হন তৃণমূল প্রার্থী আবু তাহের খান।

ইমামবাড়া মসজিদে এএসআই তালা দেওয়ায় কালা দিবস পালন

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: মুর্শিদাবাদের নিজামত ইমামবাড়া এশিয়ার সর্ববৃহৎ তথা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম ইমামবাড়া। মুসলিম ধর্মের শিয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম ধর্মীয় উপাসনালয় ইমামবাড়া। হাজারদুয়ারির উল্টোদিকে অবস্থিত নিজামত ইমামবাড়ার ভেতরের মসজিদে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ তথা আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া গত মাস ছ'য়েক আগে তালা লাগিয়ে দেয়। প্রথমদিকে নবাব পরিবারের সদস্য সহ স্থানীয় মানুষজন ভেবেছিলেন সাময়িক কোনো কাজের জন্য তা করা হয়েছে, কিন্তু ছয় মাস পার হয়ে গেলেও সেই তালা এখনো খোলেনি এএসআই কর্তৃপক্ষ। বারংবার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ শাখার সুপারেনটেনডেন্ট কে আবেদন এবং চিঠিপত্র করা হলেও তিনি কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ। এমনকি তিনি চিঠির উত্তর দেননি। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সেই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঈদের নামাজের পর মুর্শিদাবাদ শহরের চক মসজিদের সামনে কালা দিবস পালন করা হয় বৃহস্পতিবার। প্রত্যেক শিয়া সম্প্রদায়ের মানুষজন কালো কাপড় হাতে বেঁধে কালা দিবসের প্রতিবাদ কর্মসূচীতে উপস্থিত হয়। বিক্ষোভ দেখানো হয় মসজিদের তালা খোলার দাবি জানিয়ে।

আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রতিবাদকারীরা বলেন, 'আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে তালা না খুললে অন্য পথে হাঁটবেন তারা।'

কালা দিবসের বিক্ষোভ সভায় উপস্থিত ছিলেন, ছোটে নবাব সৈয়দ রেজা আলী মির্জা, নবাব পরিবারের সদস্য সৈয়দ ওয়াকার আব্বাস আলী মির্জা, নবাব পরিবারের অন্য এক সদস্য তথা মুর্শিদাবাদ পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ফাহিম মির্জা সহ স্থানীয় অসংখ্য ধর্মপ্রাণ মানুষজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগেও হাজারদুয়ারীর পশ্চিম দিকের প্রবেশদ্বার বন্ধ করা নিয়েও কোন উত্তর দেননি ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগের রায়গঞ্জ শাখার সুপার হরি ওম সরন।

স্থানীয়দের মতে, 'হাজারদুয়ারি চত্বরে কার্যত একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চাইছেন তিনি।'

নিরানন্দে ঈদ পালন হুগলির বৈদ্যবাটিতে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● হুগলি

আপনজন: নিরানন্দ ভাবেই ঈদের শুভেচ্ছা জনালেন, অলবেঙ্গল মাইনোরিটি অ্যাসোসিয়েশন এর সভাপতি আবু আফজাল জিন্না। হুগলির বৈদ্যবাটি চৌমাথা মুসলিম পাড়ার জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে পবিত্র ঈদুল ফিতর নামাজ বাদ এ কথা বলেন, চলতি বছরে বৈদ্যবাটি চৌমাথা মসজিদ কমিটির সমর্থনে ইমাম সাহেব সহ সকলে পুরাতন জামা কাপড় পড়ে ঈদ পালন করলেন । কারণ ফিলিস্তিনবাসির দুঃখে ব্যথিত হয়ে এমন সিদ্ধান্ত। মসজিদ কমিটির সম্পাদক মোহাম্মদ সায়েম আলি তিনি ও সহমত পোষণ করেন। পাশাপাশি আজকে শ্যাড়াফুলি ফাঁড়ির ইনচার্জ সুমন্ত নন্দি বাবু ফুলের তোড়া দিয়ে বরণ করেন ও শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান আবমার সভাপতি আবু আফজাল জিন্না।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

চালতাবেড়িয়া ঈদগাহে ঈদের নামাজ

মোমিন আলি লস্কর ● জয়নগর

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর থানার অন্তর্গত জয়নগর এক নম্বর ব্লকের বামনগাছি অঞ্চলের চালতাবেড়িয়া গ্রামে চালতাবড়িয়া মাদ্রসা দারুল সালাম ঈদগার ময়দানে অনুষ্ঠিত হল ইসলাম ধর্মীয় পবিত্র ঈদুল ফিতর ঈদের নামাজ। পবিত্র ঈদুল ফিতর নামাজ ইমাম মাওলানা মোজাম্মেল হক হালদার। চালতাবেড়িয়া মাদ্রসা দারুল সালাম ঈদগাহ ময়দানে বহু ধর্মপ্রাণ মানুষের সমাগম হয়। ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হয় আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার সকাল ৮-টা নাগাদ। চালতাবড়িয়া দারুল সালাম ঈদগাহে মূলত বামনগাছি অঞ্চলের ও চালতাবেড়িয়া অঞ্চলের মানুষরা অংশ নেন।

ঈদ মিলন উৎসবের ওয়েবিনারে পাথেয় হল 'দি স্পিরিট অব ইসলাম'

নিজস্ব প্রতিবেদক ● বহরমপুর

আপনজন: মুর্শিদাবাদের চাতক ফাউন্ডেশন আয়োজিত অষ্টম বর্ষ ঈদ মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হলো অনলাইন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে । অনুষ্ঠানের মধ্যমণি ছিলেন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা দার্শনিক তথা চাতকের মুখ্য উপদেষ্টা খাজিম আহমেদ। অনুষ্ঠানের শুরুতেই এদিন ঈদ মিলন উৎসব অনুষ্ঠানের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন চাতকের সম্পাদক শেখ মফেজুল। তিনি বলেন বর্তমান প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে বিশ্বজুড়ে যে ঈদ উৎসব পালিত হলো, সেই ঈদকে কেন্দ্র করে এ বঙ্গে ঈদের প্রাসঙ্গিকতা এবং প্রতিবেশীদের কাছে ঈদ নিয়ে কিভাবে সাহিত্য সংস্কৃত চর্চা হওয়া উচিত সেই নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন 'চাতক' সম্পাদক । এদিন বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ ১৪৩১ কে স্বাগত জানিয়ে সকলকে অভিনন্দন জানান শেখ মফেজুল ।

বাংলাদেশ ঢাকা থেকে এ বঙ্গের সন্তান বিশিষ্ট শিক্ষক এডুকেশন কনসালটেন্ট আব্দুল বাসিত অনুষ্ঠানে যোগদান করেন । যোগদান করেছিলেন এ রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক লেখক সমাজসেবী শিক্ষক সহ বিশিষ্টজনেরা।

এদিন ঈদ উৎসব কে কেন্দ্র করে বিভাগ পরবর্তী বাংলায় কিভাবে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চা হচ্ছে, আর কেমন সাহিত্য চর্চা হওয়া উচিত, সেই নিয়ে জ্ঞান গম্ভীর অতলান্তিক আলোচনা করেন বিশিষ্ট ইতিহাসবেত্তা, প্রাবন্ধিক খাজিম আহমেদ । তিনি তুলে ধরেন শিক্ষা, চিকিৎসা, উন্নয়ন যাবতীয় কাজ করতে গেলে সর্বোপরি প্রয়োজন অর্থের। এই অর্থ কিভাবে আমরা রোজগার করতে পারি, অর্থ দিয়ে কি ভাবে সমাজকে বদলাতে পারি তার সুনির্দিষ্ট পথনির্দেশনা করেন তিনি। তিনি গভীর আত্মপ্রত্যায় ব্যক্ত করে বলেন, এ বাংলায় এক শ্রেণীর শিক্ষিত সমাজ যারা শিক্ষাকে বেশি গুরুত্ব দিতে চাইছেন কিন্তু কোনভাবেই আর্থিক সামাজিক উন্নয়ন কিভাবে সম্ভব সেই নিয়ে এতোটুকু ভাবিত নন । সমাজের উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়, যদি আমরা কুটির শিল্প থেকে শুরু করে সার্বিক ক্ষেত্রে অর্থ বিনিয়োগ না করি । সর্বোপরি "দি স্পিরিট অব ইসলাম" যে তথ্য আমাদের সামনে হাজির করেছে, তাকে উপেক্ষা করতে কখনোই পারি না । খন্ডিত একটা জাতিসত্তাকে এ বাংলায় উজ্জীবিত করার মূল বিষয় হলো আর্থিকভাবে চাঙ্গা করা । তাই ঈদ মিলনের প্রাসঙ্গিকতা আমাদের খন্ডিত বাংলার জাতিসত্তাকে আরো বেশি সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে আমাদের সর্বাপেক্ষা দরকার একজোট হওয়া । উন্নয়ন নিয়ে ভাবা । সাহিত্য সংস্কৃতির চেতনাকে আরো মুক্ত দিগন্তে উন্মেষিত করা । যে কাজ চাতক ফাউন্ডেশন দীর্ঘ সময় ধরে করে চলেছে। আমরা চাই এ বঙ্গে একটি আইডিয়াকে প্রতিষ্ঠা করতে, তার জন্য দরকার সকলের সহযোগিতা। তিনি আরো বলেন এই আজকের ওয়েবিনারে যারা যেখান থেকে উপস্থিত হয়েছেন, আলোচনায় অংশগ্রহণ করেছেন আমরা সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এবং আগামী দিনে আমাদের সাথে আরও দৃঢ়ভাবে সামিল হওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি।

কবিতা পাঠ করেন কবি গোরাচাঁদ পাল, আজিজুল হক। এছাড়াও মতামত প্রকাশে অংশগ্রহণ করেন আব্দুল বাসিত, আইয়ুব আলী, জহিরুল ইসলাম, আশরাফ আলী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ সহ আরো অনেকে। প্রযুক্তি ও কারিগরি সহযোগিতায় ছিলেন চাতকের সোশ্যাল মিডিয়া সম্পাদক তথা অধ্যক্ষ মোঃ মিজানুর রহমান । সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন চাতক ফাউন্ডেশন এর সম্পাদক শেখ মফেজুল ।

শিক্ষক সমিতির রাজ্য সম্মেলন ঘিরে প্রবল উদ্দীপনা জঙ্গলমহলে

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মেদিনীপুর

আপনজন: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষক সংগঠন নব কলেবরে সেজে ওঠার পর প্রথম রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১৬ই এপ্রিল মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় নির্বাচন কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের সরিষাতে। ঐদিন বেলা বারোটার সময় শিক্ষক শিক্ষিকাদের এক সুবৃহৎ মিছিল তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে এক কিলোমিটার পথ পরিক্রমার পর সম্মেলন শুরু হবে। জানা গিয়েছে, ওই সম্মেলন থেকে শিক্ষামন্ত্রী তথা শিক্ষা সেলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ব্রাত্য বসুর উদ্যোগে "মা মাটি শিক্ষক" নামে এক পুস্তিকা প্রকাশিত হবে। ওই পুস্তিকাতে ২০১১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত শিক্ষা স্বার্থে তৃণমূল সরকারের সামগ্রিক কাজের বিবরণ ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা থাকবে। এছাড়াও একটি ওয়েবসাইট উদ্বোধন হবে যেখানে শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তথ্য, আগামীর চিন্তা পরিকল্পনা, অভাব অভিযোগ জানানোর জন্য গ্রিভেন্স সেল ইত্যাদি থাকবে বলে জানা গেছে।সম্মেলন থেকে বিশিষ্ট দের লেখা ও শুভেচ্ছা বার্তা নিয়ে এক স্মারক গ্রন্থ "শিক্ষা-বার্তা" প্রকাশিত হবে বলে জানা গেছে। তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সভাপতি মইদুল ইসলাম বলেন, "কুচবিহার থেকে কাকদ্বীপ, দিঘা থেকে দার্জিলিং রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষিকারা এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য মুখিয়ে আছেন। প্রায় ত্রিশ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা এই সম্মেলনে যোগদান করবেন বলে আশা রাখি"। এই সম্মেলনকে ঘিরে ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর বাঁকুড়া পুরুলিয়া জেলা তথা গোটা জঙ্গলমহলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের মধ্যে এক বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে । তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্যের সহ সভাপতি তথা জঙ্গলমহলের জেলা গুলির পর্যবেক্ষক শান্তনু দে জানিয়েছেন, "জঙ্গলমহলের জেলা গুলো থেকে প্রায় পাঁচ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকা এই সম্মেলনে যোগদান করবেন।" তিনি আরো বলেন, এই সম্মেলন হতে চলেছে শিক্ষকদের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন। এই সম্মেলন থেকে রাজ্যের ৪২ টি কেন্দ্রে তৃণমূলকে সমর্থন জানাতে ঝাঁপিয়ে পড়া হবে।

মাইনান গ্রামে ঈদের জামাত ঘিরে প্রবল উন্মাদনা

আপনজন: হুগলি জেলার খানাকুল থানার মাইনান গ্রামে আরামবাগ মহকুমার মধ্যে সবথেকে বড় ঈদের জামাত বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে সাতটায় অনুষ্ঠিত হয়। হাজার হাজার মানুষের সমাগমের সেই ময়দানে ঈদুল ফিতর নামাজ আদায় করেন নাবাবীয়া মিশনের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাহিদ আকবার। ঈদুল ফিতরের নামাজ আদায়ের পরে সকলের সাদর শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ঈদুল ফিতরের নামাজ পড়ান নাঙ্গলপাড়া দরবার শরীফের হযরত মাওলানা আবু মুসা সাহেব ও খাঁন পাড়া মসজিদের ইমাম সাহেব।

ঈদের ময়দানে ফিলিস্তিনের প্রতি সহমর্মিতা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● অরঙ্গাবাদ

আপনজন: এসআইও সামশেরগঞ্জ ব্লকের পক্ষ থেকে ফিলিস্তিনি জনগণের সাথে একাত্মতা প্রকাশ এবং ইজরাইলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করার জন্য মুর্শিদাবাদ জেলার সামশেরগঞ্জ ব্লকের সুলিতলা ঈদগাহ ময়দানে মানবন্ধন আয়োজন করা হয়। সকল মেম্বার ওয়ার্কার ও শিশু কিশোররা হাতে প্লাকার্ড হাতে নিয়ে সংহতি প্রর্দশন করে।

উক্ত মানববন্ধনে উপস্থিত ছিলেন- জেলা কিশোর অঙ্গন সম্পাদক- মদুদ আহমেদ, ব্লক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম সহ অন্যান্য সদস্যরা।

জেলায় জেলায় ঈদ উদযাপন

শকুন পুকুর ঈদগাহ ময়দান, ভাঙড়, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

মেদিনীপুর শহর, শাহী ঈদগাহ

দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জয়নগর থানার চালতাবেড়িয়া ঈদগাহ

উত্তর ২৪ পরগনা নিউবরকপুর থানার মাসুন্দা জামে মসজিদে নামাজ

দক্ষিণ সরাই ঈদগাহ ময়দান, গুমা, হাবড়া, উত্তর ২৪ পরগনা

পারভূরশীট্র, পুরশুড়া, হুগলি

উত্তর চব্বিশ পরগনার শাসন আমিনপুর দুগদিয়ায় ঈদের নামাজের দৃশ্য

ফতেউল্লাপুর বায়তুন নূর মসজিদ থানা নিমতা জেলা উঃ ২৪ পঃ

তাজপুর, বড়জোড়া, বাঁকুড়া

বসিরহাটের পিফা কয়ালবাড়ী ঈদগাহ ময়দান ঈদের নামাজ

উত্তর ২৪পরগনার রাজারহাট পানাপুকুর বগডোবা

কফোলা ঈদগাহ ময়দান কোলাঘাট পুর্ব মেদিনীপুর

নলহাটি, বীরভূম

হাওড়া জয়পুর কাশমলি সেখ পাড়া

মালদার সুজাপুর নয়মৌজা ঈদগাহ ময়দানের চিত্র

হাওড়া জেলার উনসানী মাঝের পাড়া ঈদগাহ ময়দান

কৃষ্ণমাটি (খড়িবাড়ী) মাদ্রাসার ঈদগাহ, উত্তর ২৪ পরগণা

ঈদের জামাত কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম, শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

যাদবনগর ঈদের নামাজ

করিমপুরের থানারপাড়া দহপাড়া ঈদগাহে নারী-পুরুষের ঈদের নামাজ

হাটমুড় গ্রামে ঈদ। কেতু গ্রাম পূর্ব বর্ধমান

রাজাপুর বেড়িশা বাগান, উত্তর ২৪ পরগণা

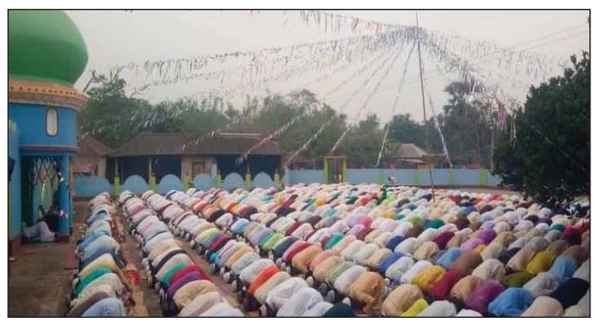

মুরালিগঞ্জে ঈদের নামাজ

বেতবেড়িয়া, খুড়িগাছি, শ্যামপুর , হাওড়া

সন্তনপুর জামে মসজিদ (হুগলি)

তাহালা ও পশ্চিম বহলা, কোলাঘাট, পূর্ব মেদনীপুর

সাঁওতা গ্রামেঈদের নামাজ

হাবড়া দক্ষিণপারাইয ঈদগাহ ময়দান

খাজুট্টি মল্লিক পাড়া জামে মসজিদ

সাতসগড়া ঈদগাহ

আল আমিন ঈদগাহ ময়দান, স্থান চ্যাং দানা

রাজখোলা দরবার শরীফ, পাঁচলা, হাওড়া

বারুইপুর কোর্টের মাঠে ঈদের নামাজ

চেঙ্গাইলে মহিলা ঈদের জামাত

(ছবি ও তথ্য সম্পাদনা: আবদুস সামাদ মণ্ডল)

দৈনিক বাংলা সংবাদপত্র
আপনজন
ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

রবি-আসর

- প্রবন্ধ: মির্জা গালিব
- নিবন্ধ: ১৮ তম লোকসভা নির্বাচন ও জনগণ
- অণুগল্প: মানবতা
- বিশেষ প্রতিবেদন: বাঙালি এবং বাংলা নববর্ষ
- ছড়া-ছড়ি: নববর্ষ

আপনজন ■ রবিবার ■ ১৪ এপ্রিল, ২০২৪

“হাম থে মরনে কো খাড়ে, পাস না আয়া না সহি,
আখির উস্ শোখকে তারকাশমে কোয়ি তীর ভি থা-?”

মির্জা গালিব

খুব সম্ভবত ভারতের ইতিহাসে মির্জা গালিবের মতো প্রভাবশালী কবি দ্বিতীয়টি নেই। তার লেখা অজস্র গজল, শায়েরি, রুবাইয়াতে বিহ্বল হয়েছে সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ থেকে পরিণত পণ্ডিত পর্যন্ত। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি একটি যুগ সন্ধিক্ষণের সচেতন সাক্ষী। লিখেছেন **ফৈয়াজ আহমেদ...**

-আমি তো মরবার জন্যেই দাঁড়িয়ে ছিলাম; সে-ই তো কাছে এলো না।
আচ্ছা, মারবার জন্য কোনো তীরই কি ছিল না আজ রূপময়ীর তূণে?
খুব সম্ভবত ভারতের ইতিহাসে মির্জা গালিবের মতো প্রভাবশালী কবি দ্বিতীয়টি নেই। তার লেখা অজস্র গজল, শায়েরি, রুবাইয়াতে বিহ্বল হয়েছে সদ্য প্রেমে পড়া তরুণ থেকে পরিণত পণ্ডিত পর্যন্ত। উপমহাদেশে সঙ্গীতের পুরোধা জগজিৎ সিং, মেহদি হাসান, মোহাম্মদ রফি, গুলাম আলী, গুলজার কিংবা রাহাত ফতেহ আলী খানও ব্যবহার করেছেন তার পঙক্তি। বিভিন্ন আসরে গেয়েছেন সমৃদ্ধ সব গজল। তার চেয়ে বড় কথা, তিনি একটি যুগ সন্ধিক্ষণের সচেতন সাক্ষী। মোঘল সাম্রাজ্যের পতন, কোম্পানি শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামকে দেখেছেন খুব কাছে থেকে। নাটকীয় সময়ের বুকে দাঁড়িয়ে থাকা গালিবের জীবন যেন তার লেখা কবিতার চেয়েও নাটকীয়।
“ইয়ে না থি হামারি কিসমাত্ কি বিসাল-এ ইয়ার হোতা,
আগার অওর জিতে রেহতে ইয়েহি ইনতেজার হোতা।”
-প্রিয়ের সাথে মিলন হবে; আসলে এ আমার ভাগ্যেই ছিল না। যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতাম, অপেক্ষাটাই দীর্ঘতর হতো শুধু।
গল্পের আগের গল্প
জীবিকার সন্ধানে বিভিন্ন সময়ে বহু মানুষ ঠাঁই নিয়েছে ভারতের মাটিতে। আরব, আফগান, তুর্কি এবং মোঙ্গল- তাদের অনেকেই ফিরতে পারেনি নিজ দেশে।
মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে এমন এক ভাগ্যান্বেষী তুর্কি সৈনিক আগমন করলেন কুক্কান বেগ খান নামে। কিছুদিন লাহোরে বসবাস করে দিল্লিতে গিয়ে চাকুরি নেন সম্রাট শাহ আলমের দরবারে। সেখানেও মন না টিকলে চলে যান জয়পুরের মহারাজার অধীনে।
স্থায়ীভাবে বসবাস করেন আগ্রায়। দুই ছেলের মধ্যে নাসরুল্লাহ বেগ খান চাকরি জুটিয়ে নেন মারাঠা শিবিরে। অন্য ছেলে আবদুল্লাহ বেগ খান অতটা ভাগ্যবান ছিলেন না। বহু দরবার ঘুরে ফিরে আলোয়ার মহারাও বক্তাওর সিং-এর সেনাধিনায়ক হিসাবে যোগ দেন। কিন্তু সেখানেও থাকা হয়ে উঠেনি। ১৮০২ সালে মৃত্যু বরণ করলেন বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে।
ইতোমধ্যে দুই পুত্র এবং এক কন্যা রেখে যান আবদুল্লাহ বেগ। বড় ছেলের নাম আসাদুল্লাহ বেগ খান; পরবর্তী সময়ে যিনি মির্জা গালিব নামে বিখ্যাত হন। ১৭৯৭ সালের ২৭শে ডিসেম্বরে জন্ম নেয়া গালিব বেড়ে উঠেছিলেন চাচা নাসরুল্লাহ খানের তত্ত্বাবধানে। হাতির পিঠ থেকে পড়ে ১৮০৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন নাসরুল্লাহ। নবাবের প্রচেষ্টায় লর্ড লেক মৃতের পরিবারের জন্য ভাতা বরাদ্দ দেন। গালিবের ভাগ্যে জুটেছিল বাৎসরিক ৭৫০ টাকা। তাও পরের দিকে সে ভাতাও পারিবারিক টানাপোড়েনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান ‘গালিবের মা’ যতদিন বেঁচেছিলেন; অর্থের কিছুটা পেতেন। জীবনের উপলব্ধি নিয়েই পরে তিনি লিখেছেন-
“বাজিচায়ে আতফাল হ্যায় দুনিয়া মেরে আগে,
হোতা হ্যায় সব রোজ তামাশা মেরে আগে।”
-আমার সামনে পৃথিবীটা যেন বাচ্চাদের খেলার মাঠ, প্রতিটা রাত্রি আর দিনে কেবল তামাশাই ঘটে যাচ্ছে।
প্রাথমিক দিনগুলো আগ্রায় এক মাদ্রাসার প্রসিদ্ধ শিক্ষক মুহম্মদ মুয়াজুমের ছাত্র ছিলেন গালিব। তৎকালীন মুসলিম শিক্ষাব্যবস্থায় আরবি ভাষা ও ধর্মকে গুরুত্ব দেয়া হতো। সরকারি ভাষা হবার বদৌলতে পড়তে হতো ফার্সি। শীঘ্রই আবদুস সামাদ নামক জনৈক ব্যক্তির জ্ঞান এবং চিন্তা তাকে প্রভাবিত করে। ভদ্রলোক প্রথম জীবনে জরাথুস্ত্রবাদী থাকলেও পড়াশোনা করে ইসলামে দীক্ষা নেন। আরবি-ফারসি ভাষা এবং বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান ছিল ঈর্ষণীয়। গালিব দুই বছর (১৮১০-১২) তাকে নিজের পরিবারে রেখে জ্ঞান অর্জন করেন। পরবর্তী জীবনেও তার সাথে গালিবের পত্রালাপ হয়েছে।
“কয়েদ-এ-হায়াত ওয়া বন্দ-এ-গাম আসল্ মে দুনো এক হ্যায়,
মওতসে পেহলে আদমি গাম সে নাজাত পায়ে কিউ?”
-জীবনের মেয়াদ আর বিষাদের বন্দিত্ব আসলে এক ও অভিন্ন, মৃত্যু আগেই মানুষ বিষাদ থেকে মুক্তি পাবে কেন?
এর মধ্যে ১৮১০ সালের আগস্ট মাসে ইলাহি বক্স খানের কন্যাকে বিয়ে করেন গালিব। ইলাহি বক্স ছিলেন ফিরোজপুরের ঝিরকা এবং লোহারুর নবাব আহমদ বক্স খানের ভাই। খুব সম্ভবত তাদের অনুরোধেই আগ্রা ছেড়ে দিয়ে স্থায়ীভাবে দিল্লিতে বসবাস শুরু করেন।

কবি গালিব আগ্রার মকতবে থাকতেই শায়েরি লেখায় হাত পাকে গালিবের। প্রথম দিকে ফার্সিতে লেখলেও দ্রুতই উর্দুকে বেছে নেন ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে। ততদিনে শিক্ষিত সমাজে উর্দুর ব্যবহার এবং মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত। আবদুস সামাদের মাধ্যমে পরিচিত হন ফারসি সাহিত্যের প্রাণপুরুষ বেদিল, বুখারী, আসির, রুমি, জামিদের সাথে। গালিব প্রথমদিকে তাদের ব্যর্থ অনুকরণ করেন। লেখাগুলো তাই ঠিক কবিতা হয়ে ওঠেনি। হতাশ না হয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। নবাব হুসামুদ্দৌলা গালিবের কবিতার ভক্ত। একবার কিছু গজল সাথে নিয়ে সময়ের বিখ্যাত কবি মীরকে দেখান হুসাম। লক্ষ্ণেতে বসে উদীয়মান কবির লেখা দেখে মীরের আক্ষেপ ছিল, একটা গুরু পেলে বালকটি বড় কবি হয়ে উঠার সম্ভাবনা আছে; আর না পেলে অসার কথামালা গেঁথেই প্রতিভা শেষ হয়ে যাবে। মীরের অবস্থান উর্দু কবিতায় সবথেকে উঁচুতে আর তার মৃত্যুর সময় গালিবের বয়স তেরো বছর। ঠিক সেই বয়সের লেখা কবিতা হুসামুদ্দৌলার মাধ্যমে মীরকে দেখানোর ঘটনাই ঈঙ্গিত দেয় গালিবের সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত গালিব কোনো প্রকার কবির ছায়ায় না দাঁড়িয়েই স্মরণীয় হলেন।
গালিবের চিঠিতে ‘ডোমনি’ সম্বোধনে এক নারীকে দেখা যায়। শব্দটির অর্থ একাধারে গায়িকা ও নর্তকী হলেও তিনি ছিলেন উচ্চবংশীয়া। শোকগীতি দেখে সহজেই অনুমেয়, প্রেয়সী খুব অল্প বয়সেই মারা যান।
“ভালোবাসা লুকিয়ে রাখতে, কলঙ্ক থেকে বাঁচতে হায়, তোমার ধুলার ঘোমটা পরার ব্যাপারটা বড়ই বাড়াবাড়ি নয় কি!”
খুব সম্ভবত গালিবের প্রণয়নী লোকনিন্দার ভয়ে আত্মঘাতী হয়েছিলেন। তাই, পরবর্তী লেখাগুলোতে বিরহ এক প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে মদ-জুয়ার মতো কিছু কুস্বভাব থাকতো তখন; গালিবেরও ছিল। আগ্রা থেকে মা এবং দিল্লি থেকে আহমদ বক্স খান তাকে আর্থিকভাবে সহযোগিতা করতেন। কিন্তু আহমদ বক্স নবাবী থেকে ইস্তফা দিলে গালিবের অবস্থা হয়ে উঠলো শোচনীয়। হুহু করে বেড়ে উঠতে থাকলো ধার-দেনা।

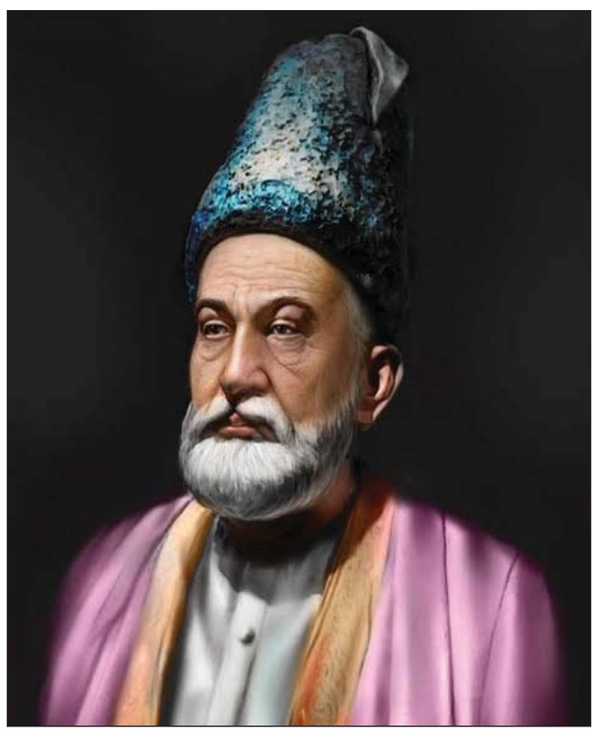

কলকাতায় গালিব
নাসরুল্লাহ খানের মৃত্যুর পর সরকার থেকে দশ হাজার টাকা ভাতার ব্যবস্থা করা হলেও পরে তা সংশোধন করা হয়। নতুন সংশোধনে পাঁচ হাজার টাকা গালিবের পরিবার এবং পাঁচ হাজার টাকা খাজা হাজী নামে এক ব্যক্তির জন্য বরাদ্দ হয়। দ্বিতীয় সংশোধনের বিষয়টি পরিবারকে জানানো হয়নি। তাই প্রাপ্য দশ হাজার টাকার জন্য আহমদ বক্সের মারফত অনুরোধ জানান গালিব। দিনের পর দিন চলে গেলেও কাজ হলো না। এবার গালিব নিজেই যাত্রা করলেন কলকাতায়। ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধির সাথে সাক্ষাতের জন্য। ১৮২৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে কানপুর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, মুর্শিদাবাদ হয়ে পৌঁছালেন কলকাতা। এপ্রিলে গভর্নর জেনারেলের কাছে আবেদন পেশ করলেন। পক্ষে মজবুত যুক্তি থাকলেও হেরে যেতে হলো। বঞ্চিত হলেন পারিবারিক পেনশনের টাকা উদ্ধারে। ১৮২৯ সালে কলকাতা ত্যাগ করেন গালিব। তার আগে কবি-সমাজের অনুষ্ঠানে যোগ দেন। ফার্সি ভাষায় বিদগ্ধ কাতিল ছিলেন সেখানকার মুকুট। গালিব মোটা দাগে নিজের মন্তব্য জানালেন, মাতৃভাষা ছাড়া অন্য ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়া গেলেও প্রয়োগের ভালোমন্দ বিচার গড়ে উঠে না। পরোক্ষভাবে কাতিলের বিরুদ্ধে যাওয়ায় বেশ সমালোচিত হন। গালিব নিজে বেশ কিছু লেখা ফার্সিতে লেখলেও উর্দুর প্রতি তার দরদ ছিল অনন্য।
“না সাতায়িশ কি তামান্না, না ছিলে কি পারওয়া,
গার নেহি হ্যায় মিরে আশার ম্যায় মানি না সাহি।”
-প্রশংসা পাবার খায়েশ নেই; কোনো বিনিময়েরও প্রত্যাশা করি না। এমন যেন না হয় যে, আমার লেখার কোনো অর্থ নেই।
কলকাতার সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থা গালিবের সাহিত্যচিন্তার গতি পরিবর্তন করে দেয়। ফার্সিশাসিত উর্দু তখন অনেকটাই অপরিণত ও বাগাড়ম্বরপূর্ণ। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ মারফত বাংলা ভাষার রূপান্তরের ইতিহাস সবার জানা। এই কলেজই প্রবর্তন করে উর্দু ভাষার নতুন শৈলী; যা আগের অনেক সমস্যা থেকে মুক্ত। গালিব এ থেকে নিজস্ব শৈলীকে মজবুত করার প্রেরণা লাভ করেন।
দ্বিতীয় জীবন
মোঘল দরবারে গালিবের ঠাঁই হয়নি বেশ কিছু কারণে। তাই নিজে নিজেই পথ চলতে উদ্যমী হলেন। বন্ধুর পরামর্শে ১৮৪১ সালে ১১০০টি শায়ের নিয়ে প্রকাশ করেন প্রথম দিওয়ান। দিল্লি কলেজের ফার্সি ভাষাশিক্ষার চাকুরিও চলে এসেছিল তার হাতে প্রায়। দিল্লি কলেজের পরিদর্শক ছিলেন জেমস্ থমসন। ফার্সি ভাষায় গালিবের দক্ষতা শুনে তার কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো পড়ানোর জন্য। গালিবও প্রস্তাব মেনে থমসনের বাড়ি আসলেন। অপেক্ষা করলেন অভ্যর্থনা জানিয়ে ভেতরে নেবার।
কেউ এলো না, গালিবও গেলেন না ভেতরে। কিছুক্ষণ পরে থমসন নিজে বেরিয়ে এসে জানতে চাইলেন, ভেতরে না যাবার কারণ। জানালেন, আগে প্রতিবারই তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে; এখন ব্যতিক্রম হবার কারণ কী? থমসন স্পষ্ট করে দিলেন বিষয়টি। আগে প্রতিবার গালিব ছিলেন দরবারের অতিথি, আর এখন একজন চাকুরে। শুনে সাথে সাথেই চাকুরি না নিয়ে ফিরে আসেন মির্জা গালিব। এই ঘটনাই নির্ধারণ করে দেয় কবির আত্মসম্মান।
“কাহো কিসসে ম্যাঁয় কি কিয়া হ্যায় শাবে গাম বুরি বালা হ্যায়,
মুজে কিয়া বুরা থা মারনা আগার এক বার হোতা?”
-এই নিঃসঙ্গ আর বিষন্ন রাতের অভিযোগ আমি কার কাছে করব? প্রতি সন্ধ্যায় মরার চেয়ে একবারে মৃত্যুটাই কি শ্রেয় ছিল না?
অর্থকষ্টে গালিব তখন জর্জরিত। তাই যেন আরো বেশি করে জড়িয়ে গেলেন জুয়ার নেশায়। এই অপরাধেই গ্রেফতার হয়ে তিনমাসের জন্য ঢুকলেন জেলে। সেখানেও প্রচলিত আছে এক গল্প। জেলে থাকার সময় একদিন এক যুবককে কাঁদতে দেখেন গালিব। কারণ জানতে চাইলে যুবক উত্তর দেয়, তিনদিনের জেল হয়েছে। গালিব বিস্মিত হয়, মাত্র তিনদিনের জন্য কান্না! ফোঁপাতে ফোঁপাতে যুবক জানায়, তার বিয়ে হবার কথা ছিল; বিয়েটা ভেঙে গেলো।
গালিবের উত্তর রসাত্মক- বাহ! মাত্র তিনদিনের জেলের বিনিময়ে সারাজীবনের জেল খাটা থেকে বেঁচে গেলে। তোমার তো বরং আনন্দ করার কথা। জেল থেকে বের হলে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন মৌলানা নাসিরুদ্দিন। সম্রাটের কাছে সুপারিশ করে দরবারী ইতিহাসকারের কাজ দেয়া হয়। বাদশাহ দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের সাথে তার সম্পর্ক বেশ ভালো হয়ে ওঠে। ১৮৫০ সালে বাদশাহ তাকে ফার্সি ভাষায় তৈমুর বংশের ইতিহাস রচনার ভার দিয়ে বছরে ছ’শো টাকা বরাদ্দ দেন। হঠাৎ ভাগ্য সুপ্রসন্ন হতে শুরু করে। মির্জা ফখরুদ্দীন এবং ওয়াজেদ আলি শাহ ভাতার ব্যবস্থা করলেন গালিবের জন্য। কিন্তু এই স্বাচ্ছন্দ্য স্থায়ী হয়নি। ১৮৫৭ সালের ভারতের প্রথম স্বাধীনতা আন্দোলন গোটা গল্প বদলে দিল। গালিব সরাসরি কোন পক্ষে সমর্থন না দিয়ে অপেক্ষা করলেন অনেক আশায়।
“হাজারো খাওয়ায়িশে অ্যাইসি কি হার খাওয়ায়িশ পে দাম নিকলে,
বহুত নিকলে মিরে আরমা লেকিন ফিরভি কাম নিকলে।
-হাজার আকুল আকাঙ্ক্ষা, প্রতিটাই পীড়িত করে সমান ভাবে। অনেকগুলোই পূরণ হয়ে গেছে, তারপরেও যেন পর্যাপ্ত হয়নি।
সিপাহি বিদ্রোহের পর
বিদ্রোহের পর গালিবের আশ্রয়স্থল হয় রামপুরের নবাব ইউসুফ আলি খানের কাছে। বরাদ্দ হয় মাসিক বৃত্তি। সিপাহি বিদ্রোহের অশান্ত সময়ে টুকে রাখা নোটগুলো গুছিয়ে নিয়ে প্রকাশ করেন দাস্তাম্বু। সিপাহি যুদ্ধের ইতিহাস চর্চার জন্য বইটি অনন্য দলিল।
ব্রিটিশদের কোপদৃষ্টিতে পড়ার ভয়েই হোক কিংবা পৃষ্ঠপোষকতা পাবার জন্য, দাস্তাম্বু পক্ষপাত দোষে দুষ্ট। ব্রিটিশ তোষামোদির এই চেষ্টা তাকে তার পূর্বতন সুযোগের অনেকটাই ফিরিয়ে দেয়। ১৮৬০ সালে পুনরায় চালু হয় পেনশন। ১৮৬৩ সাল থেকে যোগ দেন দরবারে। অবস্থা আরো ভালো হতে পারত। কিন্তু ব্রিটিশ তদন্তে সিদ্ধান্ত আসে, গালিব ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত না থাকলেও বিরোধীদের প্রতি তার সহানুভূতি ছিল। আসলে এতে তার দোষ নেই; কারণ তিনি ভালোভাবেই টের পেয়েছিলেন-
“কিতনা খাওফ হোতা হ্যায় শাম কে আন্ধারো মে
পুছ উন পারিন্দোছে জিনকো ঘর নেহি হোতে।”
-সন্ধ্যার অন্ধকার কতটা ভয়ঙ্কর, তা সেই পাখিকে জিজ্ঞাসা করো; যার কোনো ঘর নেই।
শরীর ভেঙে পড়তে থাকে ধীরে ধীরে। তারপরও রামপুর রাজ্যের সভাকবির ভূমিকা পালন করেন গালিব। ১৮৬৬ সালের দিকে আবার ফেরেন দিল্লি। ১৮৬৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারিতে মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণে জ্ঞান হারান তিনি। আর ফেরানো যায়নি তাকে। পরদিন ১৫ই ফেব্রুয়ারি দুপুরের পরপরই মৃত্যুবরণ করেন মির্জা গালিব। দিল্লিতেই তাকে সমাহিত করা হয় বিখ্যাত আধ্যাত্মিক সুফি নিজামুদ্দিন আউলিয়ার সমাধির কাছে।
গালিবের চিন্তাধারা
মির্জা গালিব ছিলেন ফার্সি সাহিত্যের ক্লাসিক কবি এবং উর্দু সাহিত্যের পথিকৃৎ। এতদিন কবিরা প্রায়ই জীবন ও বাস্তবতার বাইরে বসবাস করতেন। গালিবের কবিতায় ফুটে উঠলো জীবনের সুর, বাস্তবতার আঘাত, নিয়তি এবং চাওয়া পাওয়ার সমীকরণ। এজন্য জনপ্রিয়তা এতটাই উচ্চতায় পৌঁছালো যে, মাত্র তিন বছরের ব্যবধানে চারবার পুনর্মুদ্রণ করতে হয় দিওয়ান।
আচারিক ধর্মের থেকে অন্তরের দিকে গালিবের মনোযোগ ছিল বেশি। এজন্য সমকালীন ধর্মতত্ত্ববিদদের অনেকেরই কোপানলে পড়তে হয়েছে তাকে। প্রতিষ্ঠিত ধর্মচর্চার প্রতি গালিবের কটাক্ষ ফুটে উঠেছে-
“কাবা কিস মুহসে যাওগে গালিব, শরম তোমকো মাগার নেহি আতি।”
-কোন দিক ঘুরে তুমি কাবায় যাবে গালিব; যখন তুমি লজ্জিত আর অনুতপ্ত নও?
আত্মশুদ্ধি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে তার ধর্মচিন্তায়। স্মরণ করা যেতে পারে, গালিব পারস্য ও ভারতের সুফিবাদ এবং ক্লাসিক যুগের ফারসি কবিতার সাথে সুপরিচিত ছিলেন।
“উমর ভার গালিব ওহি গালতি করতা রাহা
ধুল চেহরে পর থি ওর আয়না সাফ করতা রাহা।”
-জীবনটা ভরে গালিব একই ভুল করে গেছে। ধুলো ছিলো মুখে আর সে বারবার পরিষ্কার করেছে আয়না। আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যকার সম্পর্ক গালিবের চোখে ধরা দিয়েছে অন্যভাবে।
“না থা কুচ তো খোদা থা, কুচ না হোতা তো খোদা হোতা
ডুবায় মুজকো হুনে নে, না হোতা ম্যায় তো কিয়া হোতা?”
-যখন কিছুই ছিলো না, খোদা ছিলেন। যদি কিছু নাও হতো, খোদা থাকতেন; আমার অস্তিত্বই আমাকে ডুবিয়েছে, আমি না থাকলে কি এমন হতো?
জীবন, পৃথিবী, প্রেম, ধর্ম এবং ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি বিষয়কে গালিব কবিতায় রূপান্তরিত করে গেছেন। অজস্র অনুভূতি তার ছন্দে বাহিত হচ্ছে প্রজন্মের পর প্রজন্মে। পথ দেখিয়েছেন পরবর্তী অনেক কবিকেই। গালিবকে কেন্দ্র করে হয়েছে গবেষণা; তৈরি হয়েছে উপন্যাস, সিনেমা এবং টিভি সিরিজ। উর্দুর গণ্ডি ছাপিয়ে দিওয়ান অনূদিত হয়েছে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বহু ভাষায়। এইজন্যই হয়তো ‘মুহাসিনে কালামে গালিব’ গ্রন্থের প্রথম লাইনেই নাসিরি বলেছেন-
“হিন্দুস্তানে দু’টি আসমানি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে; একটি পবিত্র বেদ এবং অন্যটি দিওয়ানে গালিব”।
কাব্যবিশারদ জাভেদ ইকবাল বলতে পেরেছেন আরো এক ধাপ সামনে গিয়ে।
“কাব্য যদি হয় ইমান, তবে গালিবের অনুসারী না হওয়ার অর্থ হচ্ছে কাফের হওয়া”। (জান-এ-গালিব, পৃষ্ঠা- ১৫)

রাজনৈতিক বৈষম্য: প্রেক্ষিত বীরভূম জেলার মুসলিম সম্প্রদায়

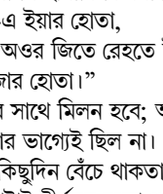

নুরুল ইসলাম

পৃথিবীর বৃহত্তম জনসংখ্যার দেশ ভারত। পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র ভারত। তা সত্ত্বেও, বৈষম্য ও বিদ্বেষ ভারতের রাজনীতির মূলমন্ত্র। বৈষম্য ও বিদ্বেষ এদেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। বীরভূম পশ্চিমবঙ্গের একটি জেলা। আর্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে অনুন্নত। এই জেলার সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ সংখ্যালঘু মুসলিম সম্প্রদায় ও তপশিলী জাতি অন্তর্ভুক্ত। উভয় সম্প্রদায় আর্থিকভাবে অনুন্নত। মুসলিম জনসংখ্যা ৩৭.৮%। তপশিলী জাতির জনসংখ্যা প্রায় ৩০-৩৫%। জেলার মুসলিম ভোটার সংখ্যা ৩৮.৫৪%। (তথ্যসূত্র আদমশুমারি ২০১১) তপশিলী জাতির সাংবিধানিক রক্ষাকবচ থাকার জন্য তাদের সংখ্যানুপাতে তারা রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব পেয়ে থাকেন। কিন্তু পরিহাসের বিষয়, মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য কোনো রক্ষাকবচ নেই। তারা ভারতের সর্বত্র অনুগ্রহের পাত্র।
রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে মুসলিম বঞ্চনার প্রকৃষ্ট উদাহরণ বীরভূম জেলা। মুসলিম ভোটার ৩৮.৫৪%। কিন্তু সংসদে নির্বাচিত মুসলিম প্রতিনিধিত্ব ০%। বিধানসভায় নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব ৯.০৯১%। এগারোটি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে অধিকাংশ আসনে মুসলিম জনসংখ্যা ৩০% কাছাকাছি। তিনটিতে ৬০% বেশি মুসলিম জনসংখ্যা। নলহাটী বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম জনসংখ্যা ৬৫%। কিন্তু সেখান থেকে কখনো কোনো দিন স্থানীয় মুসলিম প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়নি। হাঁসন বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম জনসংখ্যা ৬০%। এই মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বিধানসভা কেন্দ্র দীর্ঘদিন সংরক্ষিত ছিল তপশিলী জাতির জন্য। মুসলিম বঞ্চনার এটাও একটা কৌশল। অসংরক্ষিত হওয়ার পর সেখানে একবার ব্যতিক্রমীভাবে মুসলিম প্রতিনিধি কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন। শুধুমাত্র মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রটি অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুসলিম প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষিত। এই কেন্দ্রে মুসলিম জনসংখ্যা ৬৪%। বীরভূমের এই বিধানসভা কেন্দ্রে ধারাবাহিকভাবে অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মুসলিম প্রার্থী দিয়ে থাকে। ফলে এগারোটার মধ্যে একটি বিধানসভা কেন্দ্রে মুসলিম বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ পায়। এই অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কংগ্রেস প্রীতি সর্বজন বিদিত। এখন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোথাও কোথাও কংগ্রেস প্রীতি ও তৃণমূল করার বাধ্যবাধকতা একটি নতুন সংকট তৈরি করেছে। এই দুই দলে মুসলিম ভোট ভাগ বিজেপির তুরুপের তাস। তাদের রণকৌশল, হিন্দু ভোট মেরুকরণ। মুসলিম ভোট বিভাজন। মুসলিম সম্প্রদায় নিশ্চিত এই ফাঁদে পড়বে। পড়ছে। কারণ তাদের কোনো সর্বজন গ্রাহ্য নেতা নেই। তাদের কোনো সুনির্দিষ্ট রণকৌশল নেই। হ্যাঁ, তবে তারা

নিশ্চিত বিজেপি বিরোধী। তারা বিজেপিকে এরাজ্যে ক্ষমতাসীন দেখতে চাইনা। কিন্তু তারা বিজেপিকে খুব বেশি দিন রুখতে পারবে না। মুসলিম বঞ্চনার উপাখ্যান শেষ হয়নি। এই জেলার ছয়টি পৌরসভায় মুসলিম প্রতিনিধিত্ব খুব নগণ্য। পাঁচ থেকে দশ শতাংশের কাছাকাছি। ছয়টি পৌরসভায় পৌরপিতা কখনো মুসলিম সম্প্রদায় থেকে হয় না। শুনেছি, অবাঙালি ব্যবসায়ীরা পয়সার জোরে পদ কেনে নেন। মুসলিম পৌরপিতা না হওয়ার কারণ কি? কারণ শহরে মুসলিম জনসংখ্যা খুব কম। কিন্তু এসব যুক্তি আবার মুসলিম প্রধান এলাকায় প্রযোজ্য নয়!
দীর্ঘ বাম শাসনকালে এবং গত তের বছরের তৃণমূলের শাসনকালে এই প্রথম বীরভূম জেলায় মুসলিম সভাধিপতি হয়েছে । আমাদের সৌভাগ্য, তৃণমূল দয়া করে পশ্চিমবঙ্গের দুই চারটি জেলায় মুসলিম সভাধিপতি করছে। সিপিএমের শাসন কালে সেটাও হতো না। এমনকি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ মালদা ও মুর্শিদাবাদেও হতো না। এই মুহূর্তে বীরভূম জেলার প্রধান রাজনৈতিক দল দুটি। তৃণমূল ও বিজেপি।
তৃণমূলের সংখ্যাগরিষ্ঠ স্টেকহোল্ডার মুসলিম সম্প্রদায়। বিজেপির প্রধান স্টেকহোল্ডার অমুসলিম সম্প্রদায়। সর্বজন বিদিত, বিজেপি প্রকাশ্য মুসলিম স্বার্থ বিরোধী রাজনীতি করে। ফলে, সেখানে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব কম হওয়া স্বাভাবিক। শুধু কম নয়। প্রায় নেই। কিন্তু যে তৃণমূল মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমর্থন লাভ করে, তাদের আচরণ বেশ বিস্ময়কর! তাদের আচরণে মনে হয় না যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের অকুণ্ঠ সমর্থন ছাড়া তাদের অবস্থান কত দুর্বল! গত এক দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে এক শ্রেণির মুসলিম প্রতিনিধির উত্থান হয়েছে। তাদের কর্মকাণ্ড গ্রাম লেভেলে সীমিত। শুধুমাত্র যেখানে বিকল্প উপযুক্ত অমুসলিম নেতা সুলভ নেই। তবে যেসব মানুষদের মুসলিম প্রতিনিধি হিসেবে কোঅপট করা হয়েছে তাদের অধিকাংশ বাহুবলী। দুর্বৃত্ত। তাদেরকে সকলেই ভয় করে। এমনকি মুসলিমরাও তাদেরকে ভয় করে। সকল নেতাকর্মীদের মতো তাদের আর্থিক প্রবৃদ্ধি চোখে পড়ার মতো। এই সব দেখে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ভয়ানক অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছে। ক্ষোভ যেকোনো সময় বিস্ফোরিত হতে পারে। অপেক্ষা শুধু বিকল্পের। কিন্তু তৃণমূল নেতারা বিলক্ষণ জানেন। তাই, তাদের অনেকেই অফ দ্য রেকর্ড বলেন, মুসলিমরা যাবে কোথায়? তৃণমূলকে ভোট দেওয়া তাদের রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা। শুনেছি, তৃণমূলের এক নেতা/নেত্রী অমুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে যাচ্ছেন। কারণ, তিনি নাকি মনে করেন, যতটা অমুসলিম ভোট টানা যাবে সেটা তার জন্য বোনাস। মুসলিম বঞ্চনার আরো একটি দৃষ্টান্ত বর্তমান বীরভূম জেলার তৃণমূল ও বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামো। মুসলিম প্রতিনিধি ব্রাত্য।
১. জেলার সংসদীয় দুটি আসনে কোনো মুসলিম প্রতিনিধি নেই।
২. জেলার ১১ টি বিধায়কের মধ্যে মাত্র একজন মুসলিম প্রতিনিধি।
৩. জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ৫২। মুসলিম সদস্যের সংখ্যা কত?
৪. পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আসন সংখ্যা ১৯ । মুসলিম সংখ্যা কত?
৫. গ্রাম পঞ্চায়েতের সংখ্যা ১৬৯। এই গ্রাম পঞ্চায়েতে ১৬৯ জন পঞ্চায়েত প্রধান আছেন । বর্তমানে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানের মধ্যে মুসলিম প্রধানের সংখ্যা কত? এগুলোর উৎস উৎসুক পাঠক তালাশ করুন।
৬. জেলার বিশাল সংখ্যক মুসলিম জনসংখ্যা থাকা সত্ত্বেও তৃণমূলের দলীয় সংগঠনে তাদের অস্তিত্ব নেই। শহরের বড় বড় হোর্ডিংয়ে দলের বহু চুনোপুঁটির ছবি আছে। শুধু মুসলিম কোনো চুনোপুঁটির ছবি নেই। এক্ষেত্রে বীরভূম যেন বাঁকুড়া। বর্তমান তৃণমূল ও বিজেপির বীরভূম জেলার সাংগঠনিক সর্বোচ্চ কমিটিতে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নেই। এই মুহূর্তে তৃণমূলের পুনর্গঠিত বীরভূমের জেলা নীতি নির্ধারক পাঁচজনের কমিটির মধ্যে একটিও মুসলিম নেই। তবে মনে রাখবেন, এই অবস্থা সমগ্র দেশে চলছে। দেশের সর্বস্তরে মুসলিম প্রতিনিধিত্ব কমছে। এজন্য হিন্দু মৌলবাদের উত্থান যেমন দায়ী ঠিক তেমনি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক দলগুলোর ভন্ডামিও দায়ী।
এদেশের সর্বত্র মুসলিম ডি-এমপাওয়ারমেন্ট প্রক্রিয়া চলছে দুর্বার গতিতে।

১৮ তম লোকসভা নির্বাচন ও জনগণ

এম ওয়াহেদুর রহমান

রাজনৈতিক আদর্শ কিংবা মতাদর্শ হিসেবে গণতন্ত্র বা ডেমোক্রেসি বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বহুল প্রচলিত তথা চর্চিত একটি শব্দ। বিশ্বজুড়ে তাই গণতন্ত্রের জয়জয়কার। সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ সর্বোপরি রাজতন্ত্র থেকে অব্যাহতির অভিলাষে মানুষ বেছে নিয়েছে গণতন্ত্রকে। ফলে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র নিজেকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে তুলে ধরতে গর্ববোধ করে থাকে। তাই বর্তমান যুগ হলো গণতন্ত্রের যুগ। গণতন্ত্রের অর্থ হলো জনগণের শাসন।নির্বাচন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই নির্বাচনের মাধ্যমেই গণতান্ত্রিক দেশে নতুন প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের প্রধান সরকার গঠন করে আসিন হয় শাসকের চেয়ারে। ভারত ও বিশ্বের একটি অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। এই দেশে গণতন্ত্র সাত দশক ধরে পথ পরিক্রমা করে চলেছে। তবে দীর্ঘ ৭৫ বছরের পথ পরিক্রমায় ভারতীয় গণতন্ত্রের ইতিহাসে প্রাপ্তি - প্রত্যাশা নিয়ে জনমানসে মাঝে মধ্যে সমালোচনা কিংবা চুলচেরা বিশ্লেষণ আজ ও অব্যাহত।

ভারতে প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। সংসদীয় গণতন্ত্র সাধারণত চারটি ভিত্তির (১- আইন সভা, ২- নিরপেক্ষ ও স্বাধীন বিচার ব্যাবস্থা, ৩- পক্ষপাতহীন প্রশাসন, ৪- ন্যায়পরায়ন- নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল সংবাদ মাধ্যম) উপর গড়ে ওঠে। ভারতীয় সংবিধানের ১২ থেকে ৩৫ ধারার মধ্যে ছয় ধরনের মৌলিক অধিকার রয়েছে। এছাড়া ১৯৭৬ সালে ৪২ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে চতুর্থ অধ্যায় - ক মৌলিক কর্তব্যের উল্লেখ করা হয়েছে। নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা রক্ষায় নির্দেশমূলক নীতি উল্লেখ করা হয়েছে।সংবিধানের ৭৯ ধারানুযায়ী ভারতীয় সংসদ বা পার্লামেন্ট রাষ্ট্রপতি,উচ্চ কক্ষ রাজ্য সভা ও নিম্ন কক্ষ লোক সভা নিয়ে গঠিত। লোক সভার সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্ত রাজনৈতিক দল পাঁচ বছরের জন্য সরকার গঠন করে এবং নির্বাচিত সরকার জনগণের নিকট দায়িত্বশীল থাকে। সংবিধানের ৩২৬ ধারানুযায়ী ধর্ম, ভাষা,জাত - পাত, নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাই জনগণ ভোটদানের মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করে থাকে। ৩২৪ ধারা অনুযায়ী নিরপেক্ষ নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন রয়েছে। তাছাড়া ভারতে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ সংবাদ মাধ্যম রয়েছে।

ভারতের সুদীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত গণতন্ত্রের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হলেও হয়তো কিছু সামান্য ক্ষেত্রে নেতিবাচক দিক পরিলক্ষিত হয়। গণতন্ত্র কেবলমাত্র সরকার গঠন কিংবা রাষ্ট্র পরিচালনার পদ্ধতি নয়। এই গণতন্ত্র জীবন যাপনের এক প্রক্রিয়া। দেশের ব্যাপক অংশের জনগণ যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে না পারে তবে সে ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য সঠিক ভাবে প্রস্ফুটিত হয় না। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন সকল স্তরে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসান। কিন্তু গণতন্ত্র গণতন্ত্র দীর্ঘ সময় ধরে পথ পরিক্রমা করলেও কিছু সামান্য সমস্যা কে কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার আজ ও পরিলক্ষিত হয় , যা হয়তো গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারে। বেকারত্বের সমস্যা ও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে।জাত - পাতের মতো বর্ণ বৈষম্যমূলক সমস্যা এখন ও সক্রিয়। বুথ দখল,ছাপ্পা ভোট, ভোটের কারচুপি সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। তাছাড়া পারিবারিক আধিপত্য, একদলীয় আধিপত্য, শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের অভাব গণতন্ত্রের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়।২০২৪ সালের ১৮ তম লোকসভা নির্বাচনী মহোৎসবে জনগণ মেতে উঠেছে অর্থাৎ দেশে এ মুহূর্তে চলছে ১৮ তম লোকসভা নির্বাচন কে কেন্দ্র করে নির্বাচনী উৎসব। তবে প্রতিটি উৎসব তখনই সার্থক হয়ে ওঠে যখন তাতে সব ধরনের লোকের অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়। মানি পাওয়ার,পেশি শক্তি, রাজনীতিতে অপরাধীদের প্রবেশ,জাত - পাত, সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ, নৈতিক মূল্যবোধের অভাব বিষয় গুলো নিয়ে হয়তো কেমন যেন মাঝে মধ্যে ভোটারদের মনে প্রশ্ন জাগে। নির্বাচন ভারতের গণতান্ত্রিক কাঠামোর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। একটি গণতান্ত্রিক দেশে নির্বাচন একটি মৌলিক প্রক্রিয়া। অর্থাৎ নির্বাচন হলো গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার প্রক্রিয়া। আর এই নির্বাচনে কিংবা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রতিনিধি বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল হলো প্রাণভ্রমরা স্বরূপ। ‘গণতন্ত্র’ এবং ‘ অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন’ অবিচ্ছেদ্য যমজ। গণতন্ত্র হলো জনগণের দ্বারা গঠিত সরকার , এটি একটি ক্রমাগত অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া।

বাঙালি এবং বাংলা নববর্ষ

সজল মজুমদার

‘এসো হে বৈশাখ, এসো এসো’ - চৈত্রের জীর্ণ ঝরাপাতা এবং অলস দুপুর বেলার দাবদাহের শেষ বেলায় এসে নতুন বৈশাখ কে আমরা এভাবেই ফি বছর অভিনন্দন এবং আমন্ত্রণ জানাই। আসলেই বাঙালি, বাঙালিয়ানার আবেগ, ঐতিহ্য, চিরাচরিত সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক হলো বাংলা নববর্ষ। পৃথিবীর যে প্রান্তেই বাঙালি জাতির প্রতিনিধিরা থাকুক না কেন, বাংলা নববর্ষ কে নবরূপে প্রতিবার উদযাপিত করবার একটা নস্টালজিয়া মনের অন্দরে বিশেষভাবে কাজ করে। বাঙালির নিজস্ব স্বভাব সিদ্ধতার প্রতিফলন নববর্ষের দিনেই যেন ফুটে ওঠে। বাঙালিরা অনেকেই এই দিনে প্রথাগত চিরাচরিত ধুতি পাঞ্জাবিতে এবং মহিলারা নিজেদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক শাড়িতে সেজে ওঠে। তাছাড়াও এই দিনে বাঙালিদের পান্তা ভাত ইলিশ মাছ সহযোগে খাবার রেওয়াজও প্রচলন আছে। আজও বাংলা পঞ্জিকার তিথি, নক্ষত্র, তারিখ মেনে ঘরে ঘরে বিভিন্ন ধরনের শুভ কার্য গুলো সম্পন্ন হয়ে থাকে। পুরোহিত মশাইদের পূজা অর্চনার অন্যতম অংশ হিসেবে এবং বনেদি বাঙালিদের ক্ষেত্রেও পঞ্জিকার একটি বিশেষ গুরুত্ব আজও রয়েছে। অন্যদিকে ইংরেজি ক্যালেন্ডারের পাশাপাশি বাংলা ক্যালেন্ডারের আজও সমান প্রাসঙ্গিকতা আছে। এমনকি ইংরেজি ক্যালেন্ডারে মাস এবং তারিখের পাশে বাংলা মাস এবং তারিখ ছোট করে হলেও নজরে কিন্তু সবারই পড়ে।যেটা হয়তো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় কাজেও লাগে বৈকি। পাশাপাশি, বাংলা নববর্ষ দোকানে, বিক্রেতা এবং ক্রেতাদের পারস্পরিক হিসাব-নিকাশ, পাওনা গন্ডা বুঝে নেবার, মিটিয়ে নেবার একটি বিশেষ দিন। নববর্ষ আসবার বহু পূর্ব থেকেই বাজারে কেনাকাটা,বিনি কিনি কিন্তু শুরু হয়ে যায়।এই ধরুন,বাজারে পরিচিত দোকানে কিছু নিলেন, আর অমনি দোকানদার একটি নববর্ষের আমন্ত্রণ পত্র হাতে গুঁজে দিয়ে বললেন, “ দাদা ঐদিন কিন্তু অবশ্যই আসবেন” । মানে হাসিমুখে পুরনো পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে “ হালখাতা” সেরে নেবার সুন্দর দিন কিন্তু “বাংলা নববর্ষ।” নববর্ষের বহু পূর্ব থেকেই “ চৈত্র সেলের” বাজার কিন্তু সব জায়গায় জমজমাট। দোকানিদের হাক ডাকে এই সময়টা ক্রেতা বিক্রেতাদের মিলন ক্ষেত্রে যেন পরিণত হয়। ওই ঠিক দুর্গাপূজা আসবার আগের এক টুকরো আমেজ। ‘বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণ’ - কি আর সাধে বলা হয়!!! পাশাপাশি সাহিত্য সংস্কৃতি প্রিয় বাঙালি জাতির কাছে এই দিনটি সংস্কৃতি চর্চার একটি বিশেষ দিন। প্রতিদিনের সকাল আর নববর্ষের সকাল কিন্তু আলাদাই মনে হয়।এই দিনে সাহিত্য সংস্কৃতি চর্চার বৈঠকি আড্ডায় ‘ নববর্ষ ‘ যেন তার প্রকৃত রূপ ফিরে পায়। গানে, কবিতায়, কথোপকথনে নববর্ষের উজ্জ্বলতা যেন আরো সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। খাদ্য রসিক বাঙালি ভুরিভোজ সহকারে পেট পুজো করে এই দিনেই তাদের রসনা তৃপ্তি করে থাকে।আরে মশাই, যতই রোগভোগে থাকুন না কেন, এই দিনে ওসব মেনে চলার বালাই নেই!!! ভেতো বাঙালি, মেছো বাঙালির নববর্ষ বলে কথা,রসে বশে থাকার দিন যে!!! আপনি বা আপনার পাড়া-প্রতিবেশী এই দিনেই প্রকৃতির সৌন্দর্য উপভোগ করতে হয়তো দূরে বা নিকটে কোন গন্তব্যস্থানে টুক করে বেরিয়েও পড়তে পারেন। অপরদিকে বিভিন্ন স্বনামধন্য লেখক, কবি, প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিকগণ তাদের নতুন চিন্তাভাবনার ফসল হিসেবে পত্রিকা ও গ্রন্থ প্রকাশের জন্য বাংলা নববর্ষের শুভক্ষণের জন্যই অপেক্ষা করে থাকেন। এক কথায় , নববর্ষ বাঙালির মননে ও চেতনায় এমনভাবে চির বিরাজমান যেন এই দিনটাই তাদের কর্মসংকল্প সূচনার শুভারম্ভ করবার জন্য প্রেরণা যোগায়। যখন বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে গেছে, যখন ইংরেজি নববর্ষে শুভেচ্ছা বিনিময় মোবাইলে ছবি, বার্তা, আদান প্রদানের মাধ্যমেই সকলে সেরে নিচ্ছে, ঠিক এরকম এক সন্ধিক্ষণে বাংলা নববর্ষ এখনো কিন্তু তার কৌলিন্যতা ধরে রেখেছে বলায় যায়। আগামীতেও নববর্ষ কে নব রূপে প্রতিবার আলিঙ্গন করবার এই ধারা অব্যাহত থাকবে আশা করা যায়।

লেখক: শিক্ষক এবং প্রাবন্ধিক

নববর্ষ

শংকর সাহা

সকাল থেকেই গাঙ্গুলী বাড়িতে খুব ধূম। আজ যে নববর্ষ। তাই সকাল থেকেই বাজারের ফর্দ হাতে নিয়ে কঠিন ব্যস্ততায় সৌরাশিষ। গাঙ্গুলী পরিবারের একমাত্র ছেলে সৌরাশিষ।

নীচ থেকে বিনোদিনী দেবী চিৎকার করে ছেলেকে ডেকে বলে ,” বাবা সৌর,বাজারের ফর্দটা মিলিয়ে নিয়ে বাজার করিস। আর শাঁক নিতে ভুলিসনা।আজ বাড়িতে ব্রাহ্মন ভোজ আছে”।

মায়ের কথামতো সৌরাশিষ বাজারে যায়। ফর্দিমতো সব্জি,দইমিস্টি ও মুদির দোকানের বাজারগুলো সেরে নেয়। হঠাতই মনে পড়ে মার কথা।মা যেন শাঁক নিতে বলেছেন তাকে। বাজারে শাঁক বলতে সেই তো বিন্দির শাঁকের দোকান।

দোকানের কাছে যেতেই সৌরাশিষ বিন্দিকে ডেকে বলে,”বিন্দি,দে তো টাটকা টাটকা শাঁক কি আছে”?

বিন্দি বেছে বেছে টাটকা পাটের শাঁকগুলো ব্যাগে ঢুকিয়ে দেয়।

”দাম কতো হলো বিন্দি”? “পাচ টাকা বাবু”

সৌরাশিষ পকেট থেকে দশটি টাকা বের করে দেয়। শাড়ির আঁচল থেকে বিন্দি পাঁচ টাকা ফেরত দিতে গেলে সৌরাশিষের নজরে পরে বিন্দির পরণে শাড়িটি বড্ডই জীর্ণ। বাজার থেকে বাড়িতে এসেই সোজা উপরে চলে আসে

সৌরাশিষ।হঠাতই পাশের ঘর থেকে স্ত্রী লাবণ্য ঘরে ঢোকে। হাতে দামি বেশ কয়েকটি শাড়ি।

“শুনছো,এই শাড়ি তিনটি নববর্ষে নিয়েছি। দাম পড়েছে তিনহাজার।”

“হুম,আলমারিতে টাকাটি রাখা আছে। “ চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে। কিছুতেই মন বসছে না সৌরাশিষের।বারে বারে বিন্দির পরণের সেই জীর্ণ,মলিন কাপড়গুলোর কথা মনে পড়ে তার।”

ইতস্ততঃ করতে করতে বাইরে বেরিয়ে যায় সে।রাস্তার মোড়ে বাইকটি রেখে ফুলপাড়ের বস্তিতে ঢোকে সৌরাশিষ।বিন্দির ঝুপড়ির কাছে গিয়ে ডাক দেয়,” বিন্দি শোন?”

“ বাবু,আপনি?”

বিন্দির হাতে কিছুটাকা দিয়ে সৌরাশিষ বলে,” বিন্দি,কাল নববর্ষ।এইটাকা গুলো দিয়ে একটি শাড়ি কিনিস”

সৌরাশিষের হাত থেকে টাকাটি নিতেই বিন্দির চোখে জল চলে আসে

“ বাবু,পৃথিবীটা এতো স্বার্থপর কেন?” পৃথিবীতে কি আমাদের মতো গরীবের জন্যে কান্না,দুঃখই কি শুধু রাখা আছে?”

বিন্দির কথায় সৌরাশিষ স্তম্ভিত হয়ে যায়।

“ জানি না রে বিন্দি,আমি আসছি” বাড়িতে ফেরার পথে শুধুই বিন্দির কথাগুলো মনে পড়ে তার।

দরিদ্রের ঈদ মোবারক

মোঃ হাফিজুর রহমান

মা গো তুমি মুখ লুকিয়ে কাঁদো কেন অশ্রু চোখে তোমার ।
এই ঈদে কোন কিছু চাই না তো আমার।
বলো তো কী প্রয়োজন নতুন নতুন জামার।
এমনি আমি বলেছিলাম সে তো ছিল ছলনা।
ও মা রাগ করে আর চোখের অশ্রু তুমি যেন তুমি ফেলনা।
তাতে তুমি দুঃখ পেলে আমায় কিছু বলো না।
নাই বা হলো মিস্টি পায়েস কাল ঈদের দিনে।
আমি তো ও সব খাইনা জানো কেন আনবা কিনে ।
তুমি তাই ভেবে কি কষ্ট পেলে।
বলছি তো ওমা খাই না ওসব তোমার ছেলে।
আমায় শুধু কিনে দিও নতুন বই শুনছো তো মা।
আদর করে রোজ বলিও স্কুলে তো যা।
তাতেই তোমার ভুলিয়ে দেব শতপোড়া ঘা।
মাকে আমি জরিয়ে বলি বই দিও মা কিনে।
মানুষ নাকি মানুষ হয় না লেখা পড়া বিনে।
শুধু তো মা চাইছি আমি নতুন বই কিনে।
ঈদ তো সে মা ফিরে আসে বছরে দুই বার।
দিনগুলি কী এমনি রবে শত শত বার।
আঁচলে মুখ ঢেকে কেন কাঁদছো বারে বার।
তোমার ছেলে বড় হয়ে দুঃখ করবে পার।
তোমার চোখের অশ্রু মুছে দাঁড়াও তো মা একবার।
আমার দিকে ফিরে তাকাও তোমায় আমি দেখি।
তোমার দুঃখের করুন ছবি আমার মনে আঁকি।
শত কষ্টের মাঝেও তো মা আমায় দাও নি ফাঁকি।
অশ্রু মুছে উঠতো মা আর ঈদ আসবে না তা হয়কি।

বসন্তের অভ্যর্থনা রমজানকে

মোঃ ইজাজ আহামেদ

এক বছরের পথ অতিক্রম করে রমজান এসেছে হেঁটে,
বসন্ত দুইহাত বাড়িয়ে আলিঙ্গন করছে রমজানকে
স্বাগত জানাতে, বরণ করছে পুষ্প দিয়ে,
সুগন্ধ ছড়িয়ে দিয়ে, পাখিরা সঙ্গীত গাইছে,
বাতাস হাওয়া করছে, সবুজ পোশাক
আর রংবেরঙের স্কার্ফ পরেছে গাছ,
আনন্দের হাসি নিয়ে দাড়িয়ে আছে সূর্য,
জ্যোৎস্নার হাত ধরে হেঁটে আসছে চন্দ্র;
প্রজাপতি, মৌমাছি করছে আনন্দের গুঞ্জন,
ফুলে ফুলে করছে ভ্রমণ;
স্বাগত জানাচ্ছে পশ্চিম দিগন্তে গোধূলি দাড়িয়ে,
সন্ধ্যাতারা আসছে এক আকাশ সন্ধ্যা মাথায় নিয়ে;
রাতময় আকাশ আসছে সহস্র আলোকবর্ষের তারাদের নিয়ে;
কী আনন্দ আবহাওয়ায়!
মেঘ আনন্দে ভাসে আকাশের নীলিমায়।

ছড়া-ছড়ি

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্নে

গোপা সোম

অলস দুপুর বেলায় বসে
বৃক্ষচ্ছায়ে একা,
ধূ ধূ করে শুধু মাঠ ঘাট,
যায় যে ভারী দেখা।
খাল, বিল, ডোবা, জ্যৈষ্ঠের তাপে,
শুকায়ে গেছে সব,
গৃহীরা রয়, রুদ্ধ কপাটে,
নাহি আর কলরব।
বয় তপ্ত বায়, নির্জন ভারী,
হেরি শুনশান চার দিক,
নাকে রুমাল, মাথায় ছাতা,
কভু বা দু-এক পথিক।
সরোবরে, যায় কমে জল,
শতদল না ফুটি,
জলাভাবে বিহগের দল
করে ছোটাছুটি।
চাতক কণ্ঠে হাহাকার রব,
কোথা সে ফটিক জল,
দিন মজুরে খাটে ক্ষেতে,
স্বেদ ঝরে অনর্গল।
হেথায় সেথায় ধোঁকে কুকুর,
গাভী গাছের ছায়ে,
অলসতা সবার মাঝে,
গ্রীষ্মের উষ্ণ বায়ে।
সাধ হয় মনে, লিখি বসে,
অলসবেলার কথা,
গ্রীষ্মেরই মধ্যাহ্ন বেলায়,
সকল জীবের ব্যথা।

বৈশাখ

কনক কুমার প্রামানিক

পুরোনো এক বছর শেষে
বৈশাখ এলো ঘরে,
উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে
বাঙালির দ্বারে।
মুছে যাক জীর্ণতা সব
নতুন আহবানে,
খুশির পালে লাগে হাওয়া
নতুন সুরে গানে।
বৈশাখের এই আগমনে
উদ্যম জাগে প্রাণে,
পৃথিবী রঙে রঙিন হয়
সুখের প্রতি ক্ষণে।

শুভ নববর্ষ

গোলাপ মাহমুদ

আজ শুভ নববর্ষ এলো
ঢোল তবলা বাজে,
ছোট বড় সকলেই যেন
বৈশাখী সাজ সাজে।
কেউবা চড়ে চড়কগাছে
কেউবা নাগরদোলা,
কেউবা কিনে বাঁশের বাঁশি
কেউবা শাখা বালা।
কেউবা কিনে মুড়িমুড়কি
কেউবা তিলের লাড়ু,
কেউবা কিনে কাঠের ঘোড়া
কেউবা মাটির গরু।
কেউবা কিনে পাতার বাঁশি
কেউবা মাটির পুতুল,
কেউবা কিনে চশমা ঘড়ি
কেউবা কানের দুল।

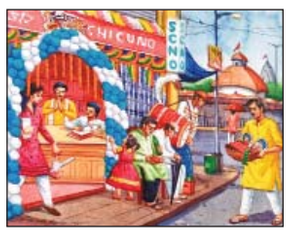

নববর্ষ

সুচিত চক্রবর্তী

বর্ষ বর্ষ বর্ষ
আসছে নববর্ষ ।
আকাশ, বাতাস, পাহাড়, নদী
বলছে কানে কানে
নতুন আশা, উদ্দীপনার
জোয়ার এল প্রাণে।
ফুলে ফুলে মৌমাছিরা
করছে আনাগোনা,
রোদের সাথে মেঘ ছানাদের
কত জানাশোনা।
শিমুলতলায় পাখপাখালির
বসেছে এক মেলা,
তেপান্তরের মাঠে তখন
হাসছে সকাল বেলা

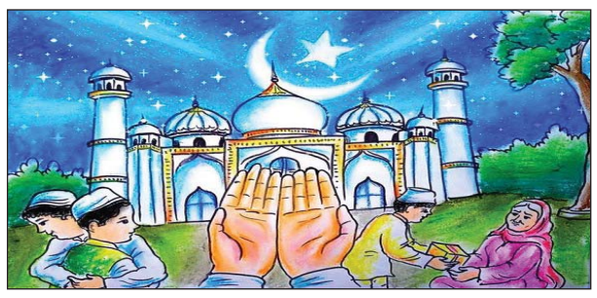

ঈদের খুশি

সামজিদা খাতুন

এই মন -- করিস কেন ছল
রাখঢাক না করেই বল !
ঈদের তোহফা কত পেয়েছিস বল,
এক্কেবারে ই করছি না রে ছল !
আয় তবে আয় দেখবি ঈদের সামান সকল
মামুর দেওয়া লেহেঙ্গা টা কেমন হয়েছে বল !
মায়ের দেওয়া শাড়ীটা দেখি চল্
স্নেহের পরশে কতই না শোভা মিশেছে বল্।
আয় দেখি সালোয়ার গুলো করছে জ্বলজ্বল !
ফুফুর দেওয়া সাজের জিনিস গুলো -- দেখে চক্ষু টলমল।
মেহেদী খানা দিতে ফুফু কেমন করে ভুললো
মেহেদী বিরহে মন এবার ফুঁপিয়ে কেঁদে চললো --
মনের ক্লেশে দাদিমা হলেন বিহ্বল
বললেন -- ‘ আয় বুনি দেরাজ খোল
দ্যাখ কোণে রয়েছে এক ছোট্ট মাটির পাতিল
আর আমার দাদিমার শেষ সম্বল
ভালোবেসে আমায় দিয়ে হয়েছিলেন অন্তরাল।
আজ আমি তোমায় দিলাম
মন চিৎকার করে বলে উঠলো---
“ দাদিমা তুমি থাকো দীপ্ত করে আমার অক্ষুযুগল ।”

ক্ষমতার বাজার

নুর বেগম

শোনো মশাই,”ক্ষমতার বাজার” দুইদিন,
লেলিহান শিখা জ্বালিয়ে থাকবে আর কতদিন?
বাজার সাজে চাঁদের স্নিগ্ধ আলো ছায়ায়,
পড়ে না কেউ সূর্যের প্রখর তাপের মায়ায়।
ইতিহাসপাতা নৃশংস দুঃশাসনের কলঙ্কে ভরা,
লজ্জায় পারেনি দাঁড়াতে রয়েছে যাদের অধঃশিরা।
যুগে যুগে কলঙ্ক রচে কত বীর কত ইতিহাস,
দাম্ভিকতার কবলে পড়ে ছড়িয়েছে যত সর্বনাশ!
বিলাসবহুল সভ্য সাজে অন্তিম তার ধ্বংসাবশেষ,
তারপর রাজত্ব করবে শৈবালজাতীয় উদ্ভিদ বিশেষ।
দম্ভ তোমার ক্ষমতা তোমার দলিত হবে সময়ের পদতলে,
উড়বে কেতন উড়াবে কেতন এতদিন দমিয়ে রেখেছিলে যাদের অতীতকালে!
ফুল ফুটে ফুল ঝরে প্রকৃতির কঠোর নিয়মকালে,
আজ ডালে তো আগামীকাল ধূলায়লুণ্ঠিত পদতলে।
দেখেছে সবাই শুনেছে সবাই মানেনি কেবল অহংবোধে,
বলতে গেলেই আঁতে লাগে চুল্কানি উঠে উগ্র বোধে।
হাহাহা বুঝেছো মশাই,”ক্ষমতার বাজার” মাত্র দুইদিন,
দম্ভের শিখা জ্বালিয়ে পারবে না টিকতে চিরদিন...

বিশ্বকাপ খেলবেন কিনা মেসি নিজেই জানেন: আয়ালা

আপনজন ডেস্ক: ২০২২ সালের বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই ঘুরেফিরে আসছে প্রসঙ্গটি। লিওনেল মেসি কি ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলবেন? মেসি নিজে বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বার্তা দেননি। কাতার বিশ্বকাপকে নিজের শেষ বিশ্বকাপ উল্লেখ করলেও ২০২৬-এর দুয়ার পুরোপুরি বন্ধ করে দেননি মেসি।

মেসি সরাসরি কিছু না বললেও বিশ্বকাপের পর থেকে তাঁর সতীর্থ ও কোচিং স্টাফরা মেসিকে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বকাপেও আর্জেন্টিনা দলে দেখতে চাওয়ার কথা বলেছেন। ২০২৬ বিশ্বকাপে মেসিকে পাওয়ার কথা একাধিকবার বলেছেন আর্জেন্টিনার কোচ লিওনেল স্কালোনি। সে ধারাবাহিকতায় এবার মেসির সাবেক সতীর্থ ও আর্জেন্টিনা দলের সহকারী কোচ রবার্তো আয়ালাও তাঁর বিশ্বকাপ খেলার সম্ভাবনা নিয়ে কথা বলেছেন।

জাতীয় দলের হয়ে খেলাটা মেসি উপভোগ করছেন জানিয়ে আয়ালা বলেছেন, 'আমি বিষয়টা নিয়ে ম্যাচ ধরে ধরে ভাবছি। এরপর কোপা আমেরিকায় কী হয়, আমরা তা দেখব। সে কোন অবস্থায় আছে, তা-ও যাচাই করা হবে। তবে সিদ্ধান্তটা পুরোপুরিভাবে তার কাছ থেকেই আসবে। সে কীভাবে চালিয়ে যেতে চায়, সেটা তার ওপর নির্ভর করছে। সে এখন দারুণ উপভোগ করছে। যখনই সে খেলার জন্য দলে যোগ দিচ্ছে, সময়টা বেশ উপভোগ করছে।'

এর আগে বিষয়টি নিয়ে সর্বশেষ মেসি বলেছিলেন, 'আমার মনে হয়, আমি আর্জেন্টিনা জাতীয় দলের হয়ে নিজের শেষ বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছি। আমি এটা নিয়ে ভাবছি না। আবার এটাও শতভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি না যে আমি সেখানে (পরের বিশ্বকাপে) থাকব না। কারণ, যেকোনো কিছু হতে পারে। মূল কারণ আমার বয়স। আমার সেখানে না থাকাটাই স্বাভাবিক। দেখা যাক কী হয়।'

মেসির জন্য অপেক্ষার পাশাপাশি তাঁর বিকল্প তৈরি রাখার কথাও এ সময় বলেছেন আয়ালা, 'আমাদের আরেকজন খেলোয়াড় প্রস্তুত রাখতে হবে।' তবে মেসির মতো কাউকে পাওয়া যে সহজ নয়, সেটাও স্বীকার করেছেন সাবেক এই সেন্টারব্যাক। এরপরও যাঁরা সুযোগ পাবেন, তাঁদের সেই সুযোগ কাজে লাগানোর তাগিদ দিয়েছেন আয়ালা। বিশ্বকাপ অবশ্য এখনো দূরের পথ। মেসির সামনে এখন কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জ। তবে মহাদেশীয় শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে নামার আগে মেসিকে নিয়ে আছে দুশ্চিন্তাও। সাম্প্রতিক সময়ে চোট ও ক্লান্তিতে কাবু হয়েছেন মেসি। আর্জেন্টিনা ও ইন্টার মায়ামির হয়ে বেশ কিছু ম্যাচে খেলতে পারেননি আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। ৩৭ ছুঁই ছুঁই মেসির শরীর ও পারফরম্যান্সেও বয়সের ছাপ স্পষ্ট। তাই ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে মানসিভাবে ফিট থাকলেও শারীরিকভাবে মেসি প্রস্তুত থাকবেন কি না, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

৬ বলে ৬ ছক্কা মেরে যুবরাজ-পোলার্ডের রেকর্ড স্পর্শ নেপালের দীপেন্দ্রর

আপনজন ডেস্ক: রেকর্ড বইয়ে জায়গা করে নিয়েছেন নেপালের ব্যাটসম্যান দীপেন্দ্র সিং ঐরি। যুবরাজ সিং ও কাইরন পোলার্ডের পর তৃতীয় ক্রিকেটার হিসেবে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ছয় বলে ছয় ছক্কা মারার রেকর্ড গড়লেন নেপালের এই ফিনিশার। ওমানের মাসকাটে কাতারের বিপক্ষে এসিসি প্রিমিয়ার কাপের ম্যাচে আগে ব্যাট করা নেপালের ইনিংসে এই কীর্তি গড়েন দীপেন্দ্র সিং, বোলার ছিলেন কামরান খান। ইনিংসের শেষ ওভারের আগে দীপেন্দ্র সিং ১৫ বলে অপরাজিত ছিলেন ২৮ রানে, নেপালের রান ছিল ৭ উইকেটে ১৭৪। সেখান থেকে মিডিয়াম পেসার কামরানের এক ওভারের টানা ছয় বলে ছয় ছক্কা মেরে নেপালের রানটাকে ৭ উইকেটে ২১০-এ নিয়ে যান ২৪ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান, তিনি ইনিংস শেষ করেন ২১ বলে অপরাজিত ৬৪ রানে।

দীপেন্দ্র সিংয়ের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে কামরান জায়গা করে নেন স্টুয়ার্ট ব্রড ও আকিলা ধনাঞ্জয়ার মতো দুর্ভাগা বোলারদের তালিকায়। যুবরাজ ডারবানে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে ২০০৭ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে ব্রডকে ছয় ছক্কা হাঁকিয়েছিলেন। সেই রেকর্ড ২০২১ সালে এসে ছুঁয়ে ফেলেন পোলার্ড। কুলিজ গ্রাউন্ডে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টি ম্যাচে ধনাঞ্জয়ার এক ওভারে তিনি ছয় ছক্কা মারেন। এবার সে তালিকায় যোগ হলেন দীপেন্দ্র সিং। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে এমন বিস্ফোরক ব্যাটিং অবশ্য এর আগেও দেখিয়েছেন নেপালের এই তরুণ। গত বছর এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে ৯ বলে অর্ধশত করেন তিনি, টি-টোয়েন্টিতে যুবরাজের দ্রুততম ফিফটির (১২ বল) রেকর্ড ভাঙেন দীপেন্দ্র সিং। টানা ছয় ছক্কা সে ইনিংসেও মেরেছেন তিনি। তবে সেটা দুই ওভার মিলিয়ে।

পান্ডিয়া, নাকি দুবে? কে থাকবেন বিশ্বকাপ দলে, মত জানালেন মনোজ তিওয়ারি

আপনজন ডেস্ক: হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবে। দুজনেই অলরাউন্ডার। মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের অধিনায়ক পান্ডিয়া এবারের আইপিএলে এখন পর্যন্ত খেলা ৫ ম্যাচের ৫ ইনিংসে ব্যাট হাতে করেছেন ১২৯ রান। গড় ৩২.২৫ আর স্ট্রাইক রেট ১৫৩.৫৭। বল হাতে ১৫ ওভার করে নিয়েছেন মাত্র ৩ উইকেট। অন্যদিকে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ৫ ইনিংসে শিবম দুবে ৪৪ গড় ও ১৬০ স্ট্রাইক রেটে করেছেন ১৭৬ রান। বল করেননি বলে কোনো উইকেট নেই তাঁর। বল করবেনই-বা কী করে, তিনি যে খেলছেনই শুধু 'ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার' হিসেবে!

এ মাসের শেষ দিকে ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ১৫ জনের দল ঘোষণা করার কথা। এর আগে আইপিএলের পারফরম্যান্সই দেশটির খেলোয়াড়দের জন্য হবে বিশ্বকাপ দলে ঢোকার মানদণ্ড। সেদিক বিবেচনায় হার্দিক পান্ডিয়া ও শিবম দুবের মধ্যে কে এগিয়ে আছেন আর কেই-বা পিছিয়ে আছেন? এমনটা বলা হচ্ছে এ কারণে, অনেকের মতেই ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দলে একটি জায়গা নিয়ে লড়াই হবে এ দুজনের। পান্ডিয়া, নাকি দুবে–ভারতের বিশ্বকাপ দলে কার জায়গা পাওয়া উচিত; এ নিয়ে ক্রিকবাজের এক অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়। সেখানে ভারতের সাবেক ক্রিকেটার মনোজ তিওয়ারি ভোট দিয়েছেন দুবের পক্ষেই। আইপিএলে চেন্নাইয়ে খেলা এই অলরাউন্ডার যদি কোনো কারণে ভারতের বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পান, তার দায়টা চেন্নাইয়ের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়ের ওপরই বর্তাবে বলেও মনে করেন তিওয়ারি। দুবে বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পেলে দায় কেন রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে নিতে হবে, সেই ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিওয়ারি। তাঁর ব্যাখ্যাটা সহজ–রুতুরাজই তো দুবেকে শুধু একজন ইমপ্যাক্ট খেলোয়াড় হিসেবে খেলাচ্ছেন। তাঁকে দিয়ে বোলিং করালে বিশ্বকাপ দলে ঢোকার দৌড়ে পান্ডিয়ার চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে যেতেন বলে মনে করেন তিওয়ারি। এবারের আইপিএলে পান্ডিয়াও যে খুব একটা বোলিং করছেন, তা নয়। মুম্বাইয়ের অধিনায়ক সর্বশেষ ৩ ম্যাচে মাত্র ১ ওভার বোলিং করেছেন। এটা নিয়েও কথা বলেছেন তিওয়ারি, 'সে যদি বিশ্বকাপ দলে অলরাউন্ডার হিসেবে খেলতে চায়, তাকে বল করতে হবে। তার ইকোনমির দিকে তাকান। এটা ১১-এর মতো। এ মৌসুমে সে ভালো খেলছে না।'

তিওয়ারির এই কথার প্রসঙ্গ ধরেই অনুষ্ঠানের আরেক আলোচক রোহান গাভাস্কার বলেন, 'সে যদি বোলিং না করে, সে যদি তার ব্যাটিং দিয়ে খেলতে চায়, সুনাম দিয়ে নয়; সে ক্ষেত্রে তার ফর্ম বিবেচনা করে তুমি কি শিবম দুবেকে দলে রাখবে, নাকি পান্ডিয়াকে?'

তিওয়ারি 'না'-বোধক মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, 'ফর্মের বিবেচনায় হার্দিককে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে নেওয়া উচিত নয়।' কিন্তু দুবেকে অলরাউন্ডার হিসেবে দলে ঢুকতে হলে তো তাঁকেও বোলিং করতে হবে। এ বিষয়েই তিওয়ারি বলেছেন, শেষ পর্যন্ত দুবে ভারতের বিশ্বকাপ দলে জায়গা না পেলে দায়টা হবে চেন্নাই সুপার কিংসের।

বাস ড্রাইভার থেকে এসপানিওলের ডাগআউটে, হার না মানা এক কোচের গল্প

আপনজন ডেস্ক: ২০১৬ সালে আরসিডি এসপানিওলের মালিকানা কিনে নেন চীনা ব্যবসায়ী চেন ইয়ানশেং। তিনি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে আরসিডির স্টেডিয়ামের ডাগআউট থেকে বিদায় নিয়েছেন ১১ জন কোচ। ক্লাবের চাহিদা মেটাতে ও মালিকের সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারেননি কোনো কোচই। দলের কোচের মতো মাঠেও এসপানিওলের অবস্থা ছিল উত্থান-পতনে ঠাসা। এক মৌসুমে ৭ নম্বরে থেকে শেষ করছে আবার পরের মৌসুমে অবনমিত হয়ে চলে যাচ্ছে নিচের স্তরে। গত মৌসুমে যেমন স্পেনের দ্বিতীয় স্তরের লিগ সেগুন্দা ডিভিশনে অবনমিত হওয়ার পর এখন আবার লা লিগায় ফেরার লড়াইয়ে আছে ক্লাবটি। ক্লাবটির কোচ নিয়ে অস্থিরতার ধারাবাহিকতা দেখা গেছে এ মৌসুমেও। চলতি মৌসুমে এরই মধ্যে দুজন ক্লাবটির দায়িত্ব ছেড়ে গেছেন। লুইস গার্সিয়া ও লুইস মিগুয়েল রামিসের পর এখন দায়িত্বে এসেছেন মানোলো গনসালেস। এই লেখা মূলত এসপানিওলের নতুন কোচ মানোলোকে নিয়েই।

মানোলোকে নিয়ে সাবেক এসপানিওল খেলোয়াড় মইসেস হারতাড়ু বলেছেন, 'সবাই একমত যে তিনিই সেই ব্যক্তি, যিনি আমাদের রক্ষা করবেন। এ মুহূর্তে এটাই অনেক।' এই দায়িত্ব পালনে মানোলো যে সক্ষম, সে প্রমাণ এরই মধ্যে দিয়েছেন তিনি। এসপানিওলের হয়ে পাঁচ ম্যাচে কোচিং করে এখনো হারের মুখ দেখেননি এই কোচ। দুই জয়ের বিপরীতে ড্র করেছেন তিন ম্যাচে। এ পারফরম্যান্সে দলকে শীর্ষ লিগে যাওয়ার লড়াইয়েও নিয়ে এসেছেন। কোচ বদলের যে মিউজিক্যাল চেয়ার খেলা এসপানিওল খেলছে, তাতে মানোলো কত দিন স্থায়ী হবেন, তা বলা মুশকিল। কিন্তু এরই মধ্যে হার না মানা মানুষের অনবদ্য এক গল্প লিখে ফেলেছেন ৪৫ বছর বয়সী এই স্প্যানিশ কোচ।

একসময় পরিবারের ভরণপোষণের জন্য যে মানুষটি বার্সেলোনার রাস্তায় বাস চালিয়েছেন, তিনিই এখন এসপানিওলের মতো ক্লাবের ডাগআউট সামলাচ্ছেন। এই তথ্যটুকুই স্পষ্ট করে দিচ্ছে, কোচিংয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে আসতে কতটা কঠিন পথ অতিক্রম করতে হয়েছে মানোলোকে। বিস্ময়ের ব্যাপার হচ্ছে, মানোলোর খেলোয়াড়ি জীবন নিয়ে কিন্তু বলার মতো কিছু নেই। স্পেনের অন্য শীর্ষ কোচদের সঙ্গে তাঁর মিলও খুব সামান্য। ১৯৮৭ সালে বয়সভিত্তিক দলের হয়ে যাত্রা শুরু করেন মানোলো। কিন্তু সিনিয়র ফুটবলে কখনো খেলাই হয়নি তাঁর। ফুটবল মাঠের খ্যাতি কিংবা অর্জন–কোনো কিছুর স্বাদও পাওয়া হয়নি। সাফল্য কখনোই তাঁর জন্য দরজা খুলে দেয়নি। তবে কোনো কিছুই তাঁকে টলাতে পারেনি। নিজের পরিশ্রম ও অধ্যবসায় থেকে কখনো সরে আসেননি। তাঁকে নিয়ে এফসি মার্টিনেন্স ক্লাবের পরিচালক আলফ্রেড পোর্কার বলেছেন, 'তাকে কেউ কখনো কিছু দেয়নি। এমনকি তার অভিষেকও হয়েছিল শিশুদের সঙ্গে অপেশাদার ক্যাটাগরিতে।' ফুটবলার হিসেবে ডানা মেলার আগেই মুখ থুবড়ে পড়েছিলেন মানোলো। খেলোয়াড়দের অমোঘ ভাগ্য চোট কৈশোরেই ভেঙে দেয় তাঁর ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন। এরপরও চেষ্টা করেছিলেন ফিরে আসার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারেননি। এভাবে স্বপ্নভঙ্গের পরও ফুটবলের হাত ছাড়েননি মানোলো। ২১ বছর বয়সে খেলোয়াড়ি জীবনের অবসর ঘোষণা করলেও ১৬ বছর বয়সেই শুরু করে দিয়েছিলেন কোচিং। ১৯৯৫ সালে মার্তিনেন্স ক্লাবের বয়সভিত্তিক দলের কোচের দায়িত্ব নেন মানোলো। ১৯৯৬ সালে দায়িত্ব নেন সান গ্যাব্রিয়েলের যুব দলের। সে সময় পরিবার চালানোর জন্য পাশাপাশি বাসচালকের কাজও করেন মানোলো। ২০০৫ সালে দায়িত্ব নেন বাদালোনার যুব দলের। সাত বছর সেই দলের কোচিং করিয়ে ২০১২ সালে যোগ দেন মন্তানেসা ক্লাবে। সেবারই প্রথম কোনো সিনিয়র দলের কোচের দায়িত্ব পান মানোলো। মন্তানেসায় দুই বছর থাকার পর মানোলো আবার ফিরে আসেন বাদালোনায়। কোচিংয়ের দীর্ঘমেয়াদি অভিজ্ঞতা ক্লাবটিতে ঢেলে দেন তিনি। এই ক্লাবে ধারাবাহিকতা দেখিয়ে ২০১৮ সালে যোগ দেন আরেক স্প্যানিশ ক্লাব এব্রোতে। মানোলোর হাত ধরেই কোপা দেল রের নকআউট পর্বে জায়গা করে নেয় এব্রো। ভ্যালেন্সিয়ার মতো ক্লাবের সঙ্গে লড়াই করে দুই লেগ মিলিয়ে ৩-১ গোলে হারে এব্রো। এরপর পেনা দেপোর্তিভা ও এসপানিওল 'বি' দল ঘুরে এ বছরের মার্চে মানোলো দায়িত্ব নেন এসপানিওলের। দায়িত্ব নিয়েই জারাগোজার মাঠ থেকে ১-০ গোলের জয় নিয়ে ফেরেন মানোলো। তাঁর এই জয় যেন দীর্ঘ ২৯ বছরের অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের প্রতীকী ফসল। যা বলছে, কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠা কখনো বৃথা যায় না। এসপানিওলে এসেও মৌলিক জায়গাগুলোতে কোনো ছাড় দিচ্ছেন না মানোলো। এখনো নাকি অনুশীলনের বাইরে তাঁর দিন কাটে খেলা দেখে এবং ম্যাচ বিশ্লেষণ করে। প্রতিপক্ষ খেলোয়াড়দের প্রত্যেককে আলাদা করে বিশ্লেষণ করে নিজের রণকৌশল ঠিক করেন তিনি। প্রতিপক্ষ দলের সব সূক্ষ্ম বিষয়কে বিবেচনায় নিয়ে দলকে প্রস্তুত করেন এই স্প্যানিয়ার্ড। আর দলের খেরোয়াড়দের সঙ্গেও তিনি সব সময় অকপট।

আমরা বড় ধরনের সমস্যায় আছি, বললেন পেপ গার্দিওলা

আপনজন ডেস্ক: টানা দ্বিতীয়বারের মতো ট্রিমুকুট জয়ের সামনে এখন ম্যানচেস্টার সিটি। প্রিমিয়ার লিগ, এফএ কাপ ও চ্যাম্পিয়নস লিগ–তিনটি শিরোপাই আছে হাতের নাগালে। কেবল সাম্প্রতিক ছন্দ ধরে রেখে মৌসুমের বাকি সময়টা পার করতে পারলেই হয়। কিন্তু শেষ ভাগে এসে শিরোপা জয়ের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ার বদলে ভিন্ন দুশ্চিন্তা ভর করেছে সিটি কোচ পেপ গার্দিওলার মনে। সেই ভয় চোট ও ক্লান্তিকে ঘিরে। গার্দিওলার ধারণা, ক্লান্তিজনিত বড় ধরনের সমস্যায় আছে তাঁর দল।

রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে ৩-৩ গোলে ড্র করার পর দলের অন্যতম মিডফিল্ডার রদ্রি সামনে আনেন ক্লান্তির বিষয়টি। এমনকি মৌসুমের গুরুত্বপূর্ণ সময়ে বিশ্রাম চাওয়ার কথাও বলেন তিনি। রদ্রির সেই কথার জবাবে গার্দিওলা বলেছেন, 'আমাদের খেলাগুলোর দিকে তাকান, বুঝতে পারবেন। বিষয়টা সরল। যে মানের খেলা সে খেলে, সে আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়। কিন্তু আপনার যদি এমন খেলোয়াড় থাকে যে খেলতে চায় না, সে খেলবে না।'

এর মধ্যে দলের ব্যাকলাইন নিয়েও দুশ্চিন্তায় আছেন গার্দিওলা। ইংল্যান্ডের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রীতি ম্যাচ খেলতে গিয়ে চোটে পড়েন কাইল ওয়াকার ও জন স্টোনস। ফলে পর্যাপ্ত বিশ্রাম মেলেনি তাঁদেরও। সব মিলিয়ে বড় ধরনের সমস্যায় আছেন জানিয়ে স্প্যানিশ এ কোচ বলেন, 'আমরা বড় ধরনের সমস্যায় আছি। আমার মনে হচ্ছে শেষ ম্যাচগুলোয় আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়ব। (আজ) আমরা ঠিক করব, আমাদের কি করতে হবে।'

চলতি মৌসুম প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ গোলদাতা আর্লিং হলান্ড। এখন পর্যন্ত ১৯ গোল করেছেন এ স্ট্রাইকার। সাম্প্রতিক সময়ে অবশ্য বেশ সমালোচনাও হচ্ছে তাঁকে নিয়ে। বলা হচ্ছে, গোল করা বাদ দিলে হলান্ড নিম্নমানের ফুটবলার। অথচ এই হলান্ডই গত বছর ব্যালন ডি'অরে রানার্সআপ হয়েছিলেন। হলান্ড এবারও ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কারের লড়াইয়ে থাকবেন কি না, জানতে চাইলে গার্দিওলা বলেছেন, 'লক্ষ্য কিন্তু ব্যালন ডি'অর নয়, লক্ষ্য হচ্ছে ট্রফি জেতা। সেটা সে জিতেছে। তাকে ছাড়া আমরা কি গত বছর ৫টা শিরোপা জিততে পারতাম? প্রশ্নই আসে না। এটা শুধু আর্লিং বা নির্দিষ্ট কোনো খেলোয়াড়ের বিষয় না। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি অবসর নিচ্ছেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনার আরও ভালো করার সুযোগ আছে।'

আজ রাতে প্রিমিয়ার লিগ ম্যাচে লুটন টাউনের বিপক্ষে খেলবে সিটি। এই ম্যাচ জিতলে সাময়িকভাবে শীর্ষে উঠে আসবে ইতিহাদের ক্লাবটি।

আইপিএলে 'টস টেম্পারিং'-এর ভিডিও ভাইরাল

আপনজন ডেস্ক: মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস ও রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর ম্যাচটি হয়েছে দুই দিন আগে। কিন্তু সেই ম্যাচ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সৃষ্টি হওয়া একটি বিতর্ক এখনো চলছে। ছড়িয়ে পড়েছে সেই ম্যাচের টসের একটি ভিডিও। যেখানে দেখা যায়, মাটি থেকে টসের কয়েন তোলার সময় ম্যাচ রেফারি জাভাগাল শ্রীনাথ সেটি উল্টে ফেলেন। এটিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বলা হচ্ছে 'টস টেম্পারিং'। শ্রীনাথ কয়েন তোলার পর ঘোষণা দেন, টস জিতেছেন মুম্বাইয়ের অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। বেঙ্গালুরুর অধিনায়ক ফাফ ডু প্লেসিও এ নিয়ে কোনো আপত্তি করেননি। কিন্তু সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে ভারতের ক্রিকেট অনুসারীরা বেশ সরব। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে একটি আইডি থেকে টসের একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়েছে, 'কী!' এর সঙ্গে চারটি হাসির ইমোজিও দেওয়া হয়েছে ওই আইডি থেকে। মুম্বাই ইন্ডিয়ানস টিএন নামের এক আইডি থেকে আরও পরিষ্কার একটি ভিডিও পোস্ট করে লেখা হয়েছে, 'টসের পরিষ্কার ভিডিও...এরপরও যদি কারও সন্দেহ থেকে থাকে, তাহলে তার চোখের বা মানসিক হাসপাতালে যাওয়া উচিত।'

টসের পর বেঙ্গালুরুর বিপক্ষে ম্যাচটিও জিতেছে মুম্বাই। টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৯৬ রান করে বেঙ্গালুরু। ডু প্লেসি ৪০ বলে ৬১, রজত পাতিদার ২৬ বলে ৫০ ও দিনেশ কার্তিক ২৩ বলে অপরাজিত ৫৩ রান করেন। মুম্বাইয়ের পক্ষে ৪ ওভারে ২১ রান দিয়ে ৫ উইকেট নেন যশপ্রীত বুমরা।

ঈদ উপলক্ষে সিউড়িতে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: দীর্ঘ একমাস কেয়াম সাধনার পর মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষের কাছে বয়ে আনে একরাশ আনন্দ। সেই আনন্দকে সকলের সাথে আরো ভালো ভাবে আনন্দ ভোগ করতে আয়োজন করা হয় বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুরূপ ১১ ই এপ্রিল,বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত পবিত্র ঈদ উপলক্ষে বীরভূম ডিস্ট্রিক ঈদ স্পোর্টস এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ১১১তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় সিউড়ি ঈদগাহ ময়দানে। সেখানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়েছিলেন সিউড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, সিউড়ি পৌরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়, রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত জাতীয় শিক্ষক কল্যাণ ভট্টাচার্য,সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ লক্ষ্মীনারায়ণ মন্ডল প্রমুখ। এছাড়াও আয়োজক কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন এসোসিয়েশনের সভাপতি টুলু মন্ডল, কার্যকরী সভাপতি কাজী ফরজুদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ ফজলে রেজা ও গিয়াসউদ্দিন খান সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বিভিন্ন ইভেন্টে শিশু থেকে বয়স্ক তথা সকল স্তরের মানুষ অংশ নেয় এবং আনন্দ উপভোগ করার দৃশ্য লক্ষনীয় । খেলায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হয়। পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখা কৃতি খেলোয়াড়দের সংবর্ধনা জানানো হয়। উল্লেখ্য সম্প্রীতির নজির হিসেবে এদিন ক্রীড়ামোদীদের সবার জন্য বিশুদ্ধ পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করে সিউড়ীর শ্রী সত্য সাঁই সেবা সমিতি। তাছাড়াও ক্রীড়া অনুষ্ঠানের শেষে শ্রী সত্য সাঁই সেবা সমিতির সদস্যরা ক্রীড়া প্রাঙ্গণটির চতুর্দিকে সাফাই অভিযান করতে দেখা যায়।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদকীয় দফতর: আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: জাইদুল হক।
Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**